BANGLA POST Year: 20 ♦ Issue: 965 ♦ Friday 28 April - Thursday 04 May 2023 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু টানেলের উদ্বোধন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল আগামী সেপ্টেম্বরে যানবাহন --১৬ পৃষ্ঠায়

ঝুঁকির মধ্যে ব্রিটিশ অর্থনীতি বাড়ছে দরিদ্রতা

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটিশদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, তারা আরও দরিদ্র হয়েছে। অন্যথায় মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত থাকবে, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেছেন। হিউ ফিল বলেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের কাছ থেকে আরও বেশি মূল্য আদায় করার মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু, এটি মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়িয়ে তুলছে, অর্থনৈতিক সঙ্কটও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কলম্বিয়া ল স্কুলে বক্তৃতা করতে গিয়ে ফিল বলেছিলেন, 'যুক্তরাজ্য, যেটি প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বড় নেট আমদানিকারক, এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে যেখানে আপনি বিশ্বের বাকি অংশ থেকে যা কিনছেন তার দাম বেড়ে গেছে। আপনি বিশ্বের বাকি অংশে যা বিক্রি করছেন তার মূল্যের

তুলনায় অনেক বেশি।' তিনি বলেন, 'আপনি যা কিনছেন তা যদি আপনি বিক্রি করছেন তার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে, তাহলে যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে, তা বুঝতে আপনার অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার নেই।'

'সুতরাং, যুক্তরাজ্যে যে কোনভাবে, কাউকে মেনে নিতে হবে যে তারা খারাপ অবস্থায় আছে এবং উচ্চ মজুরির মাধ্যমে বা গ্রাহকদের কাছে জ্বালানি ব্যয়ের মাধ্যমে দাম বাড়ানোর মাধ্যমে তাদের আসল ব্যয় করার শক্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা বন্ধ করে দেবে,' তিনি যোগ করেছেন। ব্রিটিশ পরিবারগুলি সুপারমার্কেটগুলিতে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির মুখোমুখি হওয়ার সময় তার মন্তব্য এসেছে। দেশটিতে ১৯৭৭ সালের পর থেকে খাদ্যের দাম দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এদিকে, যুক্তরাজ্যে মুদ্রাস্ফীতির শিরোনাম হার মার্চে প্রত্যাশার চেয়ে কমেছে, যা আগের মাসের ১০ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে ১০ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে। পাবলিক সেক্টর জুড়ে ধর্মঘটও হয়েছে, ইউনিয়নগুলি সদস্যদের জীবনযাত্রার সঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্য মূল্যস্ফীতির সাথে মিল রেখে বেতন বৃদ্ধি চাইছে। ফিল যোগ করেছেন, 'আমরা এখন যার সম্মুখীন হচ্ছি তা হচ্ছে এটি মেনে নিতে অনীহা, হ্যাঁ, আমরা সবাই খারাপ হয়ে গেছি এবং আমাদের সবাইকে আমাদের অংশ নিতে হবে। যে পাস-দ্য-পার্সেল গেমটি এখানে চলছে, সেটি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে --১৬ পৃষ্ঠায়

সুদানে ঝুঁকিতে দেড় হাজার বাংলাদেশী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সুদানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের নিরাপদে অন্য দেশের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। খার্তুমে বাংলাদেশ দূতাবাস এরইমধ্যে এই সিদ্ধান্তের কথা সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রচার শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে সরকারের ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী লিখেন, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করবে, কীভাবে কোন পদ্ধতিতে তারা যাত্রা করবেন। সবাইকে দূতাবাসের নির্দেশনা মেনে রেজিস্ট্রেশন এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার অনুরোধ করছি।' সুদানে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ না করার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী লিখেন, 'বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অনুরোধ করছি দূতাবাসে যোগাযোগ না করার জন্য। কারণ সকলেই ব্যস্ত এবং রুটগুলো নিরাপত্তার খাতিরে না জানানোই ভালো। আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।' প্রতিমন্ত্রী খোলাসা না করলেও এরইমধ্যে নয়াদিল্লির বরাতে খবর বেরিয়েছে সুদানে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে দিল্লি 'অপারেশন --১৬ পৃষ্ঠায়

আনোয়ারুজ্জামানের সমস্যা আওয়ামী লীগ!

সিলেট অফিস : মুখে বলছেন; আওয়ামী লীগ সঙ্গে আছে। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগই মূল সমস্যা আনোয়ারুজ্জামানের। তিনি সিলেট সিটি করপোরেশনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী। এখনো সক্রিয় হয়নি সিলেট আওয়ামী লীগ। নেতাদের বেশির ভাগেরই অভিমান ভাঙেনি। নানা ছুতোয় তারা দূরে দূরে থাকছেন। বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন আনোয়ার বলয়ের নেতারা। ঈদ মৌসুমে সিলেটে এসেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট-১ আসনের এমপি ড. একে আব্দু লমোমেন। তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন।

এক টেবিলে বসিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতাদের। সবাইকে নিয়ে আলোচনাও করেছেন। এতে সিলেট আওয়ামী লীগের সব বলয়ের নেতারা অংশ নিয়ে

নৌকার পক্ষে কাজ করার পক্ষে মত দিলেও কার্যত তাদের নীরবতা ভাঙেনি। জেলা ও মহানগরের শীর্ষ থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়া কেউ শুরু করছেন না। তবে- সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেনকে লন্ডনে রেখে মহানগর আওয়ামী লীগের --১৬ পৃষ্ঠায়

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপিকে ফেরাতে তৎপর ইসি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে সিইসি'র ঘোষণা অত:পর সরে আসার পর এই নির্বাচন কি অংশগ্রহণমূলক করতে পারবেন সিইসি? আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যে। বিএনপি এখনো নীরব। অবশ্য দলটি আগেই বলে দিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানলে জাতীয় ও স্থানীয় কোনো নির্বাচনেই তারা অংশ নেবে না। যদিও নির্বাচন কমিশন বিএনপিকে নির্বাচনে নিতে বারবার আহ্বান জানাচ্ছে। পাঁচ সিটি নির্বাচনেও অংশ নেয়ারও আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিএনপি কি নির্বাচন কমিশনের আহ্বানে সাড়া

দেবে? নাকি তারা তাদের অবস্থানে অনড় থাকবে? ওদিকে জাতীয় নির্বাচনের আগে হওয়া এই সিটি নির্বাচন কতোটুকু সরকারি প্রভাবমুক্ত থাকবে তা নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। যদিও সরকারি দল বলে আসছে নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন। সরকার শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে।

সরকারের এ কথাকে মাঠের বিরোধী দলগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা তারা প্রকাশ্যে বক্তৃতা বিবৃতিতে জানান দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো- পাঁচ সিটি করপোরেশন --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশ ভাগ হতে দেবেন না মমতা

পোস্ট ডেস্ক : ঈদের নামাজে উপস্থিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেখানেই মমতা জানান, তিনি জীবন দিয়ে দেবেন, তবু দেশ ভাগ হতে দেবেন না। তিনি বলেন, 'কারো কথা শুনবেন না। আমরা ভাগ চাই না।' বাংলায় শুধু শান্তি চান মমতা। --১৬ পৃষ্ঠায়

আফগানিস্তানে ৪.৬২ বিলিয়ন ডলার মানবিক সহায়তা প্রয়োজন : জাতিসংঘ

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৩ আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তার জন্য ৪ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সমন্বয় সংস্থা (ইউএনওসিএইচএ)। সংস্থাটির তথ্যমতে, আফগানিস্তানের জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ইউএনওসিএইচএ আরো জানিয়েছে, আফগানিস্তান টানা তৃতীয় বছর অনাবৃষ্টির মোকাবিলা করছে। অর্থনৈতিক দূর্দশার দ্বিতীয় বছর অতিবাহিত করছে। কয়েক দশক ধরে চলা যুদ্ধ এবং বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতিতে এখন ৪ দশমিক ৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মানবিক সহায়তা জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন।

কাবুলের বাসিন্দা কারিমদাদ একজন নিম্ন আয়ের মানুষ। অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলার পাশাপাশি বেকারত্ব তার সমস্যা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

কারিমদাদ বলেন, আমরা ইউএনওসিএইচএকে আমাদেরকে সাহায্য করতে এবং আমাদের চাকুরির ব্যবস্থা করতে আহবান করছি। --১৬ পৃষ্ঠায়

নাসির আহমেদ শাহীনকে যুক্তরাজ্য বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা

যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবকদলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহীন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি মর্যাদায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি যুক্তরাজ্য ও অঙ্গ- সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় (২৪শে এপ্রিল ২০২৩ইং) লন্ডনের হোয়াইটচপল এলাকায় জায়মা পাঠাগার দলীয় অফিসে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ।

এসময় সংবর্ধিত অতিথি নাসির আহমেদ শাহিন বলেন, আজ বাংলাদেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবৈধ শেখ হাসিনা দেশের জনগণের টাকা লুটপাট করে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় অর্থ পাচার করে বেগম পাড়ার মত জায়গা কিনে অর্থ আর্তসাত করছে। দেশের জনগন বুঝতে পেরেছে তারা এখন আর এই অবৈধ শেখ হাসিনা সরকার চায় না। অনতিবিলম্বে নিশিরাতের ভোট ডাকাতি শেখ হাসিনা সরকারকে হঠাতে হবে। তাই আমাদের দলমত নির্বিশেষে জনগণদের সাথে নিয়ে আগামীদিনের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে এদেরকে বিতাড়িত করতে হবে। সেজন্য আমাদের সকলের ঐক্য প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন, দেশনায়ক তারেক রহমান আমাকে অর্পিত যে দ্বায়িত্ব দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। একইসাথে গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে আগামীতে যে কর্মসূচী দেয়া হবে তা দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বায়িত্ব পালন করবো এবং আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশে সরকার পতনের মাধ্যমে জনগনের অধিকার ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এছাড়া সংবর্ধিত অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথিবৃন্দরা বলেন, নাসির আহমদ শাহিন একজন ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা। তাকে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি মর্যাদায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

নির্বাচিত করায় আমরা আনন্দিত। আশা করি আগামীদিনের দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে যে কোন কর্মসূচীর ডাক আসবে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়োজনে ঢাকাসহ সারা দেশে ঘেরাও করে অবৈধ সরকার শেখ হাসিনার সরকার ও তাদের চামচা বাহিনীদের বাংলাদেশ মাটিতে আইনের প্রতিষ্টা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্টানে জাহাঙ্গীর আলম সিমু ও জিয়াউর রহমান জিয়া'র পরিচালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি রেজাউল করিম পল, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইউরোপীয়, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা শহিদুল ইসলাম মামুন, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, যুবদলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক যুগ্ম সম্পাদক মর্যাদায় রহিম উদ্দিন, যুবদলের কেন্দ্রীয় সদস্য আফজাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক জাহেদ তালুকদার।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষক দলের আহবায়ক আমিনুর রহমান আকরাম যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সামসুর রহমান মাহতাব, সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, তোফায়েল বাছিত তপু, সুজাত আহমেদ, সরফরাজ সরপু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, ফেরদৌস, শহিদুল ইসলাম স্বপন, শাহ জামাল, আলিম আল রাজী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন, আকমল হোসেন, দিলাল আহমেদ, হারুন অর রশীদ, রুহেল আহমেদ,আনোয়ারুল ইসলাম,আব্দুর রহমান শাহিন,নজমুল হক, সুহেল আহমেদ, সেবুল আহমেদ, মাহফুজুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দলের মফস্সল আলী, জাকির হোসেন, কামাল হোসেন, হাবিবুর রহমান হাবিব, ইউসুফ আজাদ,আফিক আহমেদসহ যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল, কৃষকদল ও সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ব্লু ব্যাজ জালিয়াতির বিরুদ্ধে সাড়াঁশি অভিযান

ব্লু ব্যাজের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন শুরু করেছি আমরা। এই অভিযানের অংশ হিসেবে একদিনে ১৩০ টিরও বেশি ব্যাজ পর্যালোচনা করে স্পট চেকের সময় তেরোটি গাড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অভিযানে চারটি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ব্যাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়, যেগুলো আইনত ব্যবহার করা হচ্ছে না। ব্লু ব্যাজ প্রকল্পের অপব্যবহার রোধ করতে এবং ডিজেবল পার্কিং স্থানগুলি শুধুমাত্র বৈধ পারমিটধারীরা ব্যবহার করছে - এটা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ব্লু ব্যাজ গন্তব্যের কাছাকাছি পার্কিং করতে শারীরিকভাবে অক্ষমতা বা স্বাস্থ্যগত কারণে দুর্বলদের অনুমতি দেয়। কিন্তু এই ব্যাজটি প্রায়ই চোর এবং প্রতারকদের টার্গেটে পরিণত হয়। কতিপয় লোক নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যাজটি চুরি বা অপব্যবহার করে।

ব্লু ব্যাজের অবৈধ ব্যবহার মোকাবেলা করার জন্য, কাউন্সিল ব্যাজগুলির

ব্যবহার স্পট-চেক করার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "ডিজেবল ব্যক্তিরা বারায় ঘুরে বেড়াতে এবং স্বাধীনভাবে বসবাস করতে তাদের ব্লু ব্যাজের উপর নির্ভর করে। তাই যখন কেউ স্বার্থপরের মত এই ব্লু ব্যাজ ব্যবহার করে, তার অর্থ দাড়ায় শারীরিক ও স্বাস্থগত কারণে যাদের নিরাপদে পার্ক করার এবং গন্তব্যে পৌঁছানো দরকার, তাদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা।

তিনি বলেন, "আমরা আমাদের স্পট-চেক চালিয়ে যাব এবং যেখানে ব্লু ব্যাজ অপব্যবহার করা হচ্ছে সেসব রাস্তা থেকে গাড়ি সরিয়ে নিতে দ্বিধা করব না।"

অবৈধভাবে কেউ ব্লু ব্যাজ ব্যবহার করছে বলে কারো কাছে কোন তথ্য থাকলে তা parking.fraud@towerhamlets.gov.uk – এই ইমেইলে রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিলেটে ইস্ট হ্যান্ডস ইউকে'র উদ্যোগে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণ

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক দাতব্য ইস্ট হ্যান্ডস ইউকে এর উদ্যোগে সিলেটে অসহায় প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। সিলেট নগরীর ৫নং ওয়ার্ডের প্রতিবন্ধী শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষদের মধ্যে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শুক্রবার (২১ এপ্রিল) নগরীর আম্বরখানা বড়বাজার এলাকায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর রেজওয়ান আহমদের সহযোগিতায় এ উপহার সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

এসময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা আমাদের

দেশের সম্পদ। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলতে হবে। ইস্ট হ্যান্ডস পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে তাদের হাতে উপহার তুলে দিয়েছে, এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি ইস্ট হ্যান্ডস'র চেয়ারম্যান, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি নবাব উদ্দিন, ইস্ট হ্যান্ডস এর অন্যতম ট্রাস্টি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব বাবলুল হক, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন যুক্তরাজ্যের ব্যুরো প্রধান আ. স. ম. মাসুম এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ইস্ট হ্যান্ডস এর অন্যতম ট্রাস্টি এমরান আহমদ এর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিটি কাউন্সিলর রেজওয়ান আহমদ বলেন, প্রতিবছর ইস্ট হ্যান্ডস ইউকে দেশের অসহায় মানুষদের জন্য খাদ্যসহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঈদ উপলক্ষে প্রতিবন্ধী মানুষদের মধ্যে উপহার সামগ্রী তুলে দিতে পেরে আমি আনিন্দত।

অনুষ্ঠানে সিলেটের প্রথম মেয়র ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের ছেলে, চিকিৎসক ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. আরমান আহমদ শিপলু বলেন, আজকের এই উপহার সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। তিনি এমন মহৎ উদ্যোগ যারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উপহার বিতরণ কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছেন নাজিম তাহের, ইউসুফ আলী, ছাবু খান, তুতন খান, মো. রবিউস সানি প্রমুখ।

মাদকের আস্তানায় অভিযান

পুলিশের সহযোগিতায়, কমার্শিয়াল স্ট্রিট ও হেসেল স্ট্রিটে দুটি সন্দেহভাজন গাঁজা ক্যাফে এবং মাদকের আড্ডায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুটি স্থানেই বিপুল পরিমাণ মাদক ও অস্ত্রসহ ৬৬ জনের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

উভয় স্থানের সাথে সংযুক্ত অসামাজিক আচরণ সম্পর্কে কমিউনিটির ইন্টিলেজেন্সের প্রেক্ষিতে এই অভিযান চালানো হয়। স্থান দু'টি বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে।

এডভোকেট সৈয়দ জয়নাল আবেদীনের দাফন সম্পন্ন ও বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এডভোকেট সৈয়দ জয়নাল আবেদীনের নামাজে জানাযা ও দাফন সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় সৈয়দ জয়নাল আবেদীনের প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মৌলভীজারের শাহ মোস্তফা রোডস্থ টাউন ঈদগাহ মাঠে। এ জানাযার নামাজে ইমামতি করেন মরহুমের সন্তান সৈয়দ মুশফিক শাকেরীন। জানাযার নামাজের পূর্বে বক্তব্য রাখেন - মৌলভীবাজার-৩ আসনের এমপি নেছার আহমদ, মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিছবাউর রহমান, বিশিষ্ট আইনজীবি ও লেখক মুজিবুর রহমান মুজিব,ইসলামী ফাউণ্ডেশনের উপ পরিচালক অধ্যক্ষ শাহ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক ডাঃ ছাদিক আহমদ, প্রবাসী কমিউনিটি লিডার ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, মরহুমের বড় ছেলে সৈয়দ ইশতিয়াক জাকেরীন দেওয়ান মুফতি আব্দুল্লাহ রাজা চৌধুরী ও মরহুমের ছোট ভাই বিশিষ্ট সাংবাদিক কমিউনিটি লিডার কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

বক্তারা -মৌলভীবাজারের প্রথম নোটারী পাবলিক ও বিশিষ্ট আইনজীবি সৈয়দ জয়নাল আবেদীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

বক্তারা বলেন -সৈয়দ জয়নাল আবেদীন ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। মৌলভীবাজার জেলা জামে মসজিদ, বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল সহ বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত করেছেন। দাওয়াতে দ্বীনের কাজে তিনি অবদান রেখেছেন। মৌলভীবাজার জেলা বাস্তবায়ন আন্দোলন, সিলেট বিভাগ আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে একজন সংগঠক হিসাবে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। নামাজে জানাযায় মৌলভীবাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ সহ সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় নিজ গ্রাম কুইসার ঈদগাহ মাঠে। সেখানে ইমামতি করেন মরহুমের ছোট ভাই কে এম আবুতাহের চৌধুরী। জানাযার পূর্বে মরহুমের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, মাসিক শাহজালাল পত্রিকার সম্পাদক রুহুল ফারুক, ইন্জিনিয়ার সৈয়দ সাদ আলী, কুইসার মসজিদের ইমাম হাফেজ আলী আহমদ, সাবেক ইমাম মাওলানা আবু জাফর সাদিক খান, সাংবাদিক আজাদুর রহমান আজাদ ও মরহুমের বড় ছেলে সৈয়দ ইশতিয়াক জাকেরীন।

পরে মরহুমের লাশ পীর ও ওস্তাদ ওলীয়ে কামেল হাফিজ মাওলানা আব্দুল কাদির চৌধুরী সিংকাপনী (রঃ) এবং মাতা মিসেস তালেমুন্নেছা খানমের রঃ) কবরের পাশে দাফন করা হয়।

এদিকে সৈয়দ জয়নাল আবেদীনের মৃত্যুতে যারা শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন তারা হচ্ছেন - সাবেক এমপি সৈয়দা সায়রা মহসিন, বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ও ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজের প্রেসিডেন্ট ডঃ হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, বৃটেনের জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের ফাউণ্ডার মাহী ফেরদৌস জলিল, বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান, বাংলা পোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক তাইছির মাহমুদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক সময় সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও কমিউনিটি নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, বিবিসিইর প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু জেপি ও ডাইরেক্টর আতাউর রহমান কুটি, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার খায়রুল আলম লিংকন, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনছব আলী জেপি, সাবেক সাধারন সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল ক্বাইউম কয়সর, সিলেট লেখক ফোরামের সভাপতি কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল, সাধারন সম্পাদক এডভোকেট জিয়াউর রহিম শাহীন ও কোষাধক্ষ কাজী শফিকুল ইসলাম, ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক সাংবাদিক মুনজের আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন ইউকের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযাদ্ধা এম এ মান্নান, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযাদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সাধারন সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলাম ও ট্রেজারার আফসার উদ্দিন, টাওয়ার কাউন্সিলের মিডিয়া অফিসার সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, সাংবাদিক সৈয়দ রুহুল আমিন, প্রকাশক ও গ্রন্থকার বায়েজিদ মাহমুদ ফয়সল, রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, লেখক ও গবেষক কবি শায়েখ তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্বময় বসবাসকারী গ্রেটার সিলেটবাসীদের নিয়ে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্বময় বসবাসকারী গ্রেটার সিলেটবাসীদের নিয়ে ঈদুল ফিতর এর শুভেচ্ছা বিনিময় এর আয়োজন করা হয়েছে।

গত সোমবার জুমের মাধ্যমে ভ্যাচুয়ালি ঈদুল ফিতর পরবর্তী শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব এর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক হেলাল এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চীফ ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, আবুল কালাম আজাদ ছুটন (সহ-সভাপতি), সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, শামীম কোরেশী (ইসি সদস্য, বিডি), আবদুল অওদদ দীপক (যুগ্ম সম্পাদক) মানিক মিয়া (সহ-সভাপতি), বাসিত চৌধুরী (সহ-সভাপতি, সুইডেন) আবদুল হামিদ টিপু (আইন সম্পাদক), এ এম বদরুদ্দোজা, শামস উল ইসলাম, ডা. অরুপ রতন চৌধুরী, জিসকু রায় চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়র মহিব উদ্দিন, প্রিন্সিপাল সালাম মকুল, জেনিফার ইউসুফ, শামীম আলম কোরেশি, বদরুল ইসলাম শুয়েব, ও প্রফেসর রাকিব খান সহ আরো অনেকে।

ভ্যাচুয়ালী এই মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বের গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং একে অন্যের সাথে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। বিশ্বময় বসবাসকারী গ্রেটার সিলেটবাসীর এ যেনো এক প্রাণের বন্ধন,এই সেতু বন্ধন আজীবন অটুট থাকুক, ঈদ আমাদের সবার জীবনে বয়ে আনে অনাবিল আনন্দ, আর সূখ সমৃদ্ধি, ঈদুল ফিতরের উৎসব অমাদের সকলকে শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার জীবনে এক আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। ঈদের আনন্দ আমাদের সবার জন্য সবার তরে। ঈদ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ জীবনে অমাদের আত্মশুদ্ধি, সংযম, সৌহার্দ্য ও সম্প্রতির মেলবন্ধন তৈরি করুক। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে আমাদের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক। প্রতিটি মুসলমানের সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক। মহান
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই প্রার্থনা করা হয়েছে।

সভায় বক্তারা গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিগত রামাদান মাসে ইফতার সামগ্রী বিতরন ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন সহ বিভিন্ন কায্যক্রমে সহযোগিতাকারী সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবীতে স্মারকলিপি ও দোয়া মাহফিল

নিখোঁজ বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম. ইলিয়াস আলী গুমের ১১ বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্ত আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। গুমের ১১ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও তাকে না পাওয়ায় এবং তার সন্ধান দাবীতে, বিক্ষোভ মিছিল, সরকার বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে সিলেট জেলা বিএনপি।

রোববার (১৬ এপ্রিল) দুপুরে ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবীতে মিছিল সহকারে সিলেটের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকার বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছে সিলেট জেলা বিএনপি।

স্মারকলিপিতে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশের জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর গুমের আগামীকাল সোমবার ১১ বৎসর পূর্ণ হবে। ১১ বৎসর পূর্বে তাঁর ঢাকার বনানী বাসার নিকট থেকে তাকে এবং তাঁর গাড়ী চালক আনছার আলীকে গুম করা হয়। অদ্যাবধি তাঁর ও তাঁর গাড়ী চালকের হদিস পাওয়া যায় নাই।

গুম হওয়ার পর সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আমাদের এই নেতাকে অক্ষত অবস্থায় খোঁজে বাহির করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও ১১ বৎসরেও তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সিলেটের সাবেক ছাত্র নেতা ইফতেখার আহমদ দিনার ও জুনেদ আহমদ গুমের শিকার হয়েছেন।

এমতাবস্থায় আমাদের এই প্রান প্রিয় নেতা এম ইলিয়াস আলী ও তাঁর গাড়ী চালক আনছার আলী, ইফতেখার আহমদ দিনার ও জুনেদ আহমদকে অবিলম্বে অক্ষত অবস্থায় খোঁজে বাহির করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি।'

স্মারকলিপি প্রদানপূর্ব মিছিল পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, বিএনপি এবং বিএনপির নেতাদের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সিলেটবাসীর প্রিয়নেতা এম ইলিয়াস আলী সহ অসংখ্য অগনিত নেতাকর্মীদের গুম করা হয়েছে। ইলিয়াস আলীকে গুম করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। বরং আন্দোলনের দাবানল তীব্র থেকে তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সরকারের বিদায় না হলে গুম হওয়ায় নেতাকর্মীদের ফিরে পাওয়া কঠিন। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন নিশ্চিত করতে হবে।

সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী বলেন, সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গুম ও খুনের পথ খোঁজে নিয়েছে। এসব গুম-খুন করে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখা যাবে না। জনগন জেগে উঠেছে, রাস্তায় নেমেছে। ইনশাআল্লাহ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অচিরেই স্বৈরাচারের পতন হবে।

স্মারকলিপি প্রদানের পর বাদ জোহর হযরত শাহজালাল (র.) এর দরগাহ প্রাঙ্গনে এম ইলিয়াস আলী সহ নিখোঁজ নেতাকর্মীদের সন্ধান কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন- সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, জেলা বিএনপি নেতা এডভোকেট নুরুল হক, এডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক, একেএম তারেক কালাম, ইকবাল বাহার চৌধুরী, নিজাম উদ্দিন জায়গীরদার, ইশতিয়াক আহমদ সিদ্দিকী, এডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, তাজরুল ইসলাম তাজুল, মামুনুর রশিদ মামুন, আনোয়ার হোসেন মানিক, এডভোকেট আবু তাহের, ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী সুফি, কোহিনুর আহমদ, শাকিল মোর্শেদ, এ্যাড. মুজিবুর রহমান, মুশিকুর রহমান মুহি, এডভোকেট আল আসলাম মুমিন, এডভোকেট বদরুল আহমদ চৌধুরী, এডভোকেট ছমির উদ্দিন, রাহাত চৌধুরী মুন্না, এম. মুজিবুর রহমান, এডভোকেট মোস্তাক আহমদ, আজিজুর রহমান, জালাল খান, আব্দুল মালেক, মাহবুব আলম, অর্জুন ঘোষ, মনিরুল ইসলাম তুরন, শাহীন আলম জয়, ডা. নাজিম উদ্দিন, এডভোকেট ওবায়দুর রহমান ফাহমী, নাজিম উদ্দিন পান্না, শামসুর রহমান সুজা, বখতিয়ার আহমদ ইমরান, আহমদ সোলায়মান (চেয়ারম্যান), আক্তার হোসেন রাজু, হাসান মঈন উদ্দিন আহমদ, সাদিকুর রহমান টিপু, তোফায়েল আহমদ সুহেল, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, জহিরুল ইসলাম তানিম, রুহুল আমিন, নজরুল ইসলাম, জাকারিয়া সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর টিপু ,আব্দুল মজিদ ,তোফায়েল আহমেদ, আব্দুস সালাম টিপু, আফজল হোসেন, মোঃ ফয়সাল আহমদ, জুনেদ আহমদ, আব্দুস সামাদ লস্কর মুনিম, মাহবুবুল আলম সৌরভ, জাহেদুল হক জাভেদ, মোঃ আলী হোসেন, রিফল আহমদ, নাছিম আহমদ প্রমুখ।

টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য 'ট্রি সিটিস্ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' স্বীকৃতি পেয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস

বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং শহুরে ও কমিউনিটি বনায়ন সম্প্রসারণ ও পরিচর্যা সহ সামগ্রিক সবুজায়নের কাজের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসকে টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য 'বিশ্বের বৃক্ষের শহর' মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

এই স্বীকৃতির অর্থ হলো, টাওয়ার হ্যামলেটস বিশ্বের ২১টি দেশের ১৬৮টি শহরের সাথে যোগ দিয়েছে যা এই বছর আর্বার ডে ফাউন্ডেশন এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হ একটি বিশ্বব্যাপী প্রোগ্রাম দ্বারা স্বীকৃত হবে।

গত বছর স্বীকৃতি লাভের পর থেকে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বারার রাস্তায় এবং পার্কগুলিতে ৩ হাজারেরও বেশি নতুন গাছ লাগিয়েছে। আগামী ৩ বছরে এক হাজার নতুন গাছ লাগানোর ব্যাপারে মেয়রের প্রতিশ্রুতি এই স্বীকৃতি লাভে সহায়তা করেছে।

এই বিপুল সংখ্যক গাছ লাগানো ছাড়াও, কাউন্সিল বারার সকল পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানে কমিউনিটির নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তার অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। নিয়মিতভাবে বরো জুড়ে বৃক্ষ রোপণ এবং বৃক্ষ পরিচর্যার কাজকে সহজতর করার কাজে নিয়োজিত চ্যারিটি সংগঠন 'ট্রিজ ফর সিটিজ' সম্প্রতি নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে বেশ কয়েকটি বৃক্ষরোপণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই আয়োজনগুলোর মাধ্যমে ভিক্টোরিয়া পার্কে ১০০টি নতুন গাছ, ওয়েভার ফিল্ডে ৫০টি এবং বেথনাল গ্রিন গার্ডেনে ১২টি নতুন গাছ লাগানো হয়।

বারার বাসিন্দা এবং স্থানীয় ব্যবসাগুলিও কাউন্সিলের অংশীদার ট্রিস ফর স্ট্রিটস্ এর সাথে মিলে গাছ স্পনসর করার মাধ্যমে এই কাজে জড়িত হচ্ছে। ২০২১ সালের জুন মাসে উদ্ভাবনী ট্রি স্পনসরশিপ প্রোগ্রামে যোগদানকারী যুক্তরাজ্যের প্রথম কাউন্সিলগুলির মধ্যে একটি হিসাবে, বাসিন্দারা এবং ব্যবসাগুলি এ পর্যন্ত ২০০ টিরও বেশি গাছকে স্পন্সর করেছে।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমরা আনন্দিত যে বরোটি টানা দ্বিতীয়বারের মতো 'ট্রি সিটি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছ।

"কাউন্সিল আমাদের বরোতে আরও বেশি গাছ লাগানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য বৃক্ষরোপণ খাতে ১ মিলিয়ন পাউন্ড তহবিল বরাদ্দ এবং আগামী তিন বছরে এক হাজারেরও বেশি গাছ লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাউন্সিল।

তিনি বলেন, "আমাদের এই বারার মত নগর পরিবেশে, গাছগুলি আমাদের রাস্তা এবং সুন্দর সবুজ স্থানগুলিকেই উন্নত করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে স্থানীয় লড়াইয়েও গাছের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের বারাকে সবুজ করার জন্য আমরা নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাবো।"

টাওয়ার হ্যামলেটসে গাছ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, কাউন্সিলের ওয়েবসাইট দেখুন।

যদি স্থানীয় বাসিন্দারা বা ব্যবসায়িরা বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে জড়িত হতে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে আগ্রহী হন, অনুগ্রহ করে টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইটে গিয়ে ট্রিজ ফর স্ট্রিট পৃষ্ঠা দেখুন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রাথমিক স্কুলে ভুর্তি

৯৮ শতাংশেরও বেশি আবেদনকারী তাদের পছন্দের স্কুলে জায়গা অফার পেয়েছে

সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেশন শুরু করার জন্য ৯৮ শতাংশেরও বেশি শিশুকে তাদের পছন্দের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে - যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। ৯৭.৭ শতাংশ তাদের শীর্ষ তিনটি পছন্দের একটিতে স্থান পেয়েছে।

সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আবেদনকারীরা ন্যাশনাল অফার দিবসেই নিজেদের পছন্দের টাওয়ার হ্যামলেটস স্কুলে স্থানের অফার ডেপুটি মেয়র এবং কেবিনেট মেম্বার ফর এডুকেশন, ইয়ূথ এন্ড লাইফলং লার্নিং, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেছেন: "আমি সত্যিই আনন্দিত যে এত উচ্চ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের পছন্দের একটি স্কুলে স্থান পেয়েছে।

লন্ডন বারা অফ টাওয়ার হ্যামলেটস এই বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছুক ৩,০৩৯ টি আবেদন পেয়েছে।

৯১.৭ শতাংশ আবেদনই তাদের প্রথম পছন্দের স্কুলে একটি স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় এক শতাংশ পয়েন্ট বেশি, এবং লন্ডনের গড় ৮৮.৫ শতাংশের চেয়ে বেশি। বরোর আবেদনকারীদের মধ্যে পেয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: "আমি আনন্দিত যে এই বছরের ভর্তি প্রক্রিয়ায় সকল আবেদনকারীদের জন্য একটি অফার এসেছে। সকল ছাত্রছাত্রীকে একটি উচ্চ-মানের শিক্ষা দিতে, তরুণদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ভবিষ্যত দিতে আমরা বরোর স্কুলগুলির সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

টাওয়ার হ্যামলেটস শিশুদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আমাদের রয়েছে চমৎকার স্কুল, যার ৯৬% অফস্টেড দ্বারা ভাল বা অসামান্য রেট দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের কমবয়সীদের জীবনের সর্বোত্তম সূচনা করার লক্ষ্য নিয়েছি এবং আমরা সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করা সকলকে স্বাগত জানাতে উন্মুখ হয়ে আছি।"

উচ্চ রক্তচাপ থাকা মারাত্মক হতে পারে, এখনই চেক করুন

আপনি ভালো বোধ করে থাকলেও অনিয়ন্ত্রিত হাই ব্লাড প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপ বড় ধরনের চিকিৎসা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তবে এটি পরীক্ষা করা খুবই সহজ।

আপনি কি বেশি ঝুঁকিতে আছেন?

আপনি যদি নিচের ক্যাটাগরির যেকোনো একটিতে পড়েন, তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি বেশি হতে পারে

- বেশি ওজন
- লবন বেশি খান
- যথেষ্ট পরিমাণ ফল ও শাকসবজি খান না
- পর্যাপ্ত ব্যায়াম করেন না
- খুব বেশি অ্যালকোহল পান করেন
- অনেক বেশি ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় যেমন কফি পান করেন
- ধূমপান করেন
- বেশি ঘুম হয় না বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে
- বয়স ৬৫ বছরের বেশি
- উচ্চ রক্তচাপ সহ আত্মীয় আছেন

কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (সিভিডি) একটি ঘাতক, তবে ভাল খবর হলো একটি মুলত প্রতিরোধযোগ্য। এটি প্রতিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সহজ ও প্রথম পদক্ষেপ হলো আপনার ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ পরীক্ষা করা।

২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে প্রায় চারজনের মধ্যে একজনের (২৪ শতাংশ) মৃত্যুর জন্য সিভিডি দায়ী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত।
- পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকির কারণ যেমন হাই ব্লাড প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন), হাই কোলেস্টেরল, ওবেসিটি বা স্থূলতা, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যভ্যাস এবং ধূমপান। উচ্চ রক্তচাপ সবচেয়ে বড় পরিচিত ঝুঁকির কারণ। উচ্চ রক্তচাপ কার্ডিওভাসকুলার সম্পর্কিত মৃত্যুর প্রায় অর্ধেক এবং ইংল্যান্ডে সিভিডির ৪০ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে এ কারণে হয়ে থাকে।

এনএইচএস ইংল্যান্ডের কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ প্রিভেনশন-এর ন্যাশনাল ক্লিনিকাল ডাইরেক্টর ডা. শাহেদ আহমেদ বলেন, "এক চতুর্থাংশেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে যদিও লক্ষণীয় লক্ষণগুলি প্রকাশ না হওয়ার কারণে অনেকেই বুঝতে পারেন না। যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে এটি আপনার হার্ট অ্যাটার এবং স্ট্রোকের মতো গুরুতর সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। আপনার রক্তচাপ বেশি কিনা তা জানার একমাত্র উপায় হল রক্তচাপ পরীক্ষা করা।"

উচ্চ রক্তচাপের কারণ

ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ দুটি সংখ্যা দিয়ে রেকর্ড করা হয়: সিস্টোলিক চাপ (উচ্চ সংখ্যা) হলো সেই শক্তি যা দিয়ে আপনার হার্ট বা হৃদযন্ত্র শরীরের চারপাশে রক্ত পাম্প করে থাকে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ (নিম্ন সংখ্যা) হলো ভেসেলস বা রক্তনালীগুলোতে রক্ত প্রবাহের প্রতিরোধ।
সার্বক্ষণিক 140/90mmHg-এর বেশি পরিমাপ থাকাকে উচ্চ রক্তচাপ ধরা হয়ে থাকে (অথবা আপনি বাড়িতে পরিমাপ করলে গড় 135/85), বা ৮০ বছরের বেশি বয়সী যে কারো জন্য 150/90 (বাড়িতে পরিমাপ করলে 145/85) বলে মনে করা হয়। আপনার রক্ত চাপ সাধারণভাবে 90/60 এবং 120/80 এর মধ্যে হওয়া উচিত। যাইহোক, 120/80 এবং 140/90 এর মধ্যে পড়ার অর্থ হতে পারে যে আপনি উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন যদি না আপনি আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পদক্ষেপ না নেন।

লুকিয়ে থাকা ঘাতক

ইংল্যান্ডে এক চতুর্থাংশেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, যদিও অনেকেই জানেন না। আপনি যদি মাথা ঘোরা বা মাথা ব্যথা করছে বলে মনে করে থাকেন তবে আপনি ভুল করে থাকতে পারেন; এটি খুব কমই লক্ষণীয় উপসর্গ তৈরী করে। ধারণা করা হয় যে, ইংল্যান্ডে প্রায় ১২.৭ মিলিয়ন মানুষ আছে - যাদের ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ২৭.৯ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে, তবে তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের পরীক্ষাই করা হয়নি, আর এজন্যে উচ্চ রক্তচাপের কারণে জীবন-হুমকীর মতো পরিস্থিতি থেকে তাদের সুরক্ষায় তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন না। যদি আপনার রক্তচাপ খুব বেশি হয় তবে এটি আপনার রক্তনালী, হার্ট এবং অন্যান্য অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক, কিডনি এবং চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। চিকিৎসা না করা হলে, এটি আপনার বিপজ্জনক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি যেমন হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়, যার অর্ধেক উচ্চ রক্তচাপের সাথে যুক্ত। এটি টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং ডিমেনশিয়াতেও প্রভাব রাখতে পারে।
উদ্বেগের বিষয় হলো যে, জুন মাসের সর্বশেষ তথ্য মতে শুধুমাত্র ৫৯.৬ শতাংশ রোগী যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে গত ১২ মাসে তাদের বয়সের সাথে রক্তচাপ স্বাস্থ্যকর সীমার নিচে রিপোর্ট করেছে। তবে পার্থক্য তৈরী করতে বেশি কিছু লাগে না। আপনার যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে তবে এটিকে সামান্য পরিমাণে হ্রাস করতে পারলেও এই গুরুতর স্বাস্থ্য অবস্থার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি এমনকি আপনার জীবন রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

পরীক্ষা বিনামূল্যে হতে পারে

৪০ বছরের বেশি বয়সী সকল প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তত প্রতি পাঁচ বছরে তাদের রক্তচাপ পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং 'এনএইচএস হেলথ চেক'-এর অংশ হিসেবে আপনি এই পরীক্ষাটি বিনামূল্যে এবং গোপনীয়তার সাথে কয়েকটি স্থানে করতে পারেন যেমন ফার্মেসী, আপনার জিপি সার্জারী, এমনকি কিছু কর্মস্থলেও। অথবা আপনি বাড়িতে ব্লাডপ্রেসার মনিটর নিয়ে আপনার রক্তচাপ নিজেই পরীক্ষা করতে পারেন।

পাওলোমি দেবনাথ ৪৩, রমফোর্ড, এসেক্স

গত বছর পাওলোমি দেবনাথ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করেছিলেন - যা তাকে তার জিপির সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং করে পরীক্ষা করাতে উদ্বুদ্ধ করে। ৪৩ বছর বয়সী পাওলোমি সত্যিই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে চলছিলেন জানতে পেরে অবাক হয়েছিলেন।
"আমি ভেবেছিলাম, আমার জীবনযাত্রা বেশ স্বাস্থ্যকর আছে, তাই আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই," বলেছিলেন পাওলোমি, যিনি তার নিজের টেকসই জুয়েলারি ব্র্যান্ড পরিচালনা করেন। "আমি সাধারণত বেশ উদ্যমী, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে আমি ক্লান্ত বোধ করছি এবং আমার মাথার পিছনে চাপ অনুভব করছিলাম।" জিপির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় তার রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়েছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে ধরা পড়েছিল যে, "তার রক্তচাপ চার্টের বাইরে ছিল, তাই আমাকে নিয়মিত দুই সপ্তাহের জন্য রক্তচাপ পরিমাপ করতে হয়েছিল এবং আমাকে এটি কমানোর জন্য ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছিল"।
এসেক্সের রমফোর্ডবাসী পাওলোমি সাথে সাথেই ভাল বোধ করা শুরু করেছিলেন, তবে আরও আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করার জন্য অনুশোচনা হচ্ছিল, তার মায়েরও উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। "এটি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল কারণ আমার লক্ষণগুলি এতই হালকা ছিল যে আমি নিজেকে বলেছিলাম যে এটি কিছুই নয়, অথবা আমি কাজের চাপে আছি," তিনি বলেন, "আমি যদি আরও তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যেতাম।"
পাওলোমিকে আতঙ্কিত করে এমন আরেকটি বিষয় হলো যে তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ বোধ করেছিলোন, তাই এতো তাড়াতাড়ি উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে বলে সন্দেহ করেননি। "আমি হাঁটা এবং সাঁতার কাটা পছন্দ করি, কিন্তু আমার গহনা তৈরীর কাজটি খুব ডেস্কবাউন্ড, তাই আমি বুঝতে পারি যে আমি খুব সক্রিয় নই। আমি এখন দাঁড়িয়ে কাজ করার মতো একটি ডেস্ক কিনেছি," তিনি বলেন। "তাছাড়াও, আমার খুব স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আছে - আমি ধূমপান করি না, আমি কেবল মাঝে মাঝে ককটেল উপভোগ করি এবং আমি স্বাস্থ্যকর খাবার খাই"।
"আমি আরও উদ্যমী থাকতে অত্যন্ত এবং চিকিৎসা আমাকে এতে সাহায্য করছে। আমি ১০০% পরামর্শ দেব যে, ৪০ বছরের বেশি যে কেউ তাদের রক্তচাপ পরীক্ষা করান কারণ এটি বেশি হলে প্রায়শই কোনও লক্ষণ থাকে না। এটি পরীক্ষা করতে মাত্র এক মিনিট সময় লাগে।"

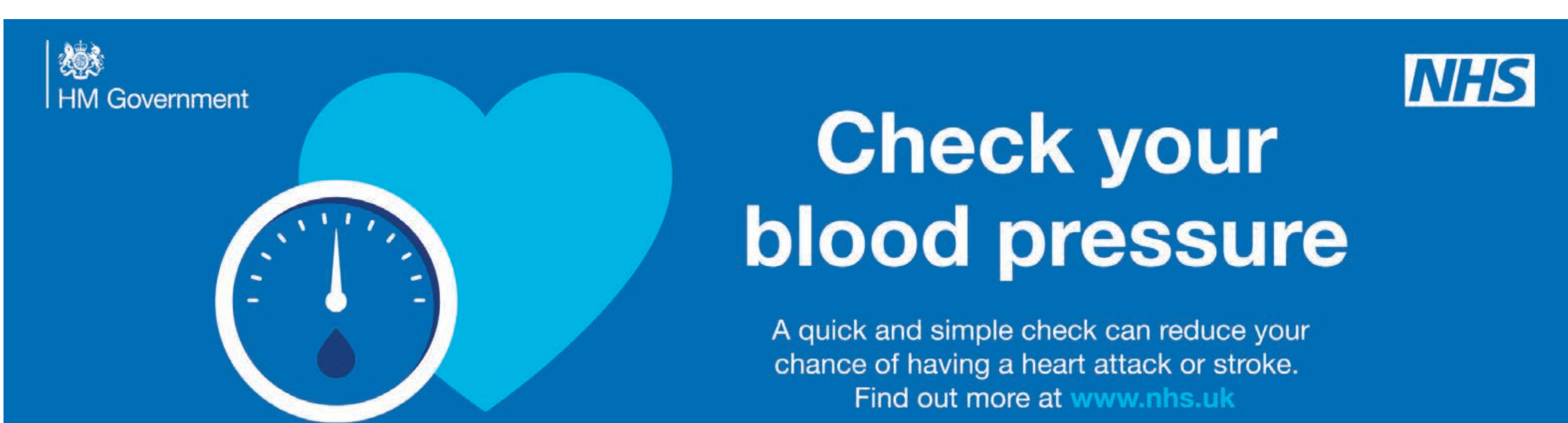

আলতাব আলী হোক প্রতিটি অভিবাসীর আত্মপরিচয়ের প্রতীক

৪৫ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদ আলতাব আলীর স্মৃতি সংরক্ষণের দাবি

শেখ মহিতুর রহমান বাবলু :

প্রতিবছর ৪ মে আসে ব্রিটেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের হৃদয়ে শোক আর কষ্টের দীর্ঘশ্বাস হয়ে। এদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের জন্য বেদনাবিধুর ও বিভীষিকাময় দিন এটি। ১৯৭৮ সালের এই দিনে বর্ণবাদীদের নির্মম হামলায় নিহত হন আলতাব আলী। রচিত হয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। সূচনা হয় দিন বদলের পালা। সেদিন থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করে যুক্তরাজ্য অভিবাসী বাংলাদেশিরা। বলা হয় ১৯৭৮ সালের ৪ মে ছিল এদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের টার্নিং পয়েন্ট।

আলতাব আলী নিহত, সেদিন এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে লন্ডন অভিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভীতি ও ক্ষোভের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিঝরা সেই দিনগুলোতে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিজেদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামে সকলে সামিল হতে থাকে। গড়ে ওঠে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের মঞ্চ। কিন্তু শহীদ আলতাব আলী হত্যার মধ্যে দিয়ে সেদিন শেষ হয়নি বর্ণ ও জাতি বিদ্বেষের নৃশংস অত্যাচার। শুধু জাগিয়ে তুলেছিল এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। জন্ম দিয়েছিল এক নতুন জাগরণের।

যুগ যুগ ধরে পূর্ব লন্ডনে অভিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। এই এলাকায় বর্ণবাদী গোষ্ঠী বরাবরই ছিল সক্রিয়। প্রশাসনের নাকের ডগায় চলতো নাশকতা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ সব অনিয়ম দেখেও না দেখার ভান করতো।

প্রশাসনের এ সব উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে সত্তরের দশকে বর্ণবাদী গোষ্ঠীর নির্মমতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বো এলাকায় তসির আলী নামে একজন বাংলাদেশিকে হত্যা করে ন্যাশানাল ফ্রন্টের অনুসারীরা। কট্টর বর্ণবাদী রাজনৈতিক দল ন্যাশানাল ফ্রন্টের অনুসারীরা এলাকায় এভাবে একের পর এক সহিংসতা চালাতে থাকে। অবশেষে আলতাব আলী হত্যার পরে তাদের সাহস অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। উল্লসিত এই বর্ণবাদীরা তাদের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করে, পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনের (Hoxton Shoreditch)) হক্সটন সরেডিচ এলাকার নিয়ে আসে। এ ঘটনা অভিবাসীদের জন্য ভীতির আগুনে রীতিমতো ঘি ঢেলে দেবার মতো পরিস্থিতির জন্ম দেয় । তাদের জীবন থেকে অতিবাহিত হতে থাকে বিনিদ্র রজনী।

বর্ণবাদী হামলায় ১৯৭৮ সালের জুন মাসে হ্যাকনি রোডে ইশহাক আলি নামে হত্যা করা হয় আরো এক বাংলাদেশিকে। এতে অভিবাসীদের উত্তেজনার পারদ আরো উর্ধমুখী হয়। সার্বিক এ সব বিষয় বিবেচনায় এনে সেদিন অভিবাসীরা বুঝতে পেরেছিলো যে শুধু আলোচনা, সমালোচনা, মিটিং মিছিল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে এদেশে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে পৌঁছাতে হবে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে।

শুরু হলো ব্রিটেনের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার নতুন পথ চলা। অবশেষে নব্বইয়ের দশকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কঠোর আন্দোলনের ফলে পুলিশ ও প্রশাসন বর্ণবাদ মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। কমে আসে সহিংসতা। যার সুফল এখনও ভোগ করছে অভিবাসীরা। সুতরাং যে কোনো বিবেচনায় বলাই বাহুল্য শুধু যুক্তরাজ্য নয় বরং শহীদ আলতাব আলী গোটা বিশ্বের বাংলাদেশিদের জন্য এক অবিভাজ্য সত্তা। তিনি নিজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে ব্রিটেনের অভিবাসী ইতিহাসের বাঁক-ঘোরানো এক সিংহপুরুষ।

কে এই আলতাব আলী ? কেন এবং কিভাবে হত্যা করা হলো তাকে ?

১৯৫৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আলতাব আলী সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সৈয়দরগাঁও ইউনিয়নের মোল্লাআতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হাজী আব্দুস সামাদ ও মা সোনাবান বিবি। তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে আলতাব আলী ছিলেন সবার বড়।তিনি লেখাপড়া করেছেন মুল্লাআতা প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও সিলেটের মদনমোহন কলেজ থেকে।

১৯৬৯ সালে প্রবাসী চাচা আব্দুল হাসিমের সহযোগিতায় আলতাব আলী পাড়ি জমান বিলেতে। লন্ডনের ওয়াপিং এলাকার রেয়ারডন স্ট্রিটে ফুফাতো ভাই আবুল হোসেনের সঙ্গে একই বাসায় বসবাস করতেন তিনি। বস্ত্র শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন বাংলা টাউনের ব্রিকলেন সংলগ্ন হানবুরি স্ট্রিটের একটি পোশাক কারখানায়।

১৯৭৫ সালে আলতাব আলী প্রথমবারের মতো দেশে যান। একই বছরের ২৭ মার্চ বিয়ে করেন গোবিন্দগঞ্জ এলাকার বিলপাড়ের মাহমুদুর রহমানের কন্যা জাহানারা বেগমকে। এর দেড় বছর পর নবপরিনিতা স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে রেখে আবারো জীবিকার তাগিদে ফিরে আসেন লন্ডনে। তার স্বপ্ন ছিল পরিবারের বাকি সদস্যদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি ফিরিয়ে দেবেন। প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীকে নিয়ে আসবেন লন্ডনে। কিন্তু তার সে স্বপ্ন আর পূরণ হলো না।

১৯৭৮ সালের ৪ মে। সে দিন ছিল স্থানীয় সরকার নির্বাচন। কাজ শেষে বাজার করে বাসায় ফেরার পথে পূর্ব লন্ডনের এডলার স্ট্রিটে অজ্ঞাত কয়েকজন বর্ণবাদীর হাতে ২৫ বছর বয়স্ক আলতাব আলী নির্মমভাবে নিহত হন। তার ওপর ছুরি চালিয়েছিল তিন শ্বেতাঙ্গ কিশোর- রয় আর্নল্ড, কার্ল লাডলো এবং আরেক কিশোর। আর্নল্ড আর লাডলোর বয়স ছিল ১৭। অন্যজন ছিল ১৬ বছরের কিশোর। তারা আলতাব আলীকে চিনতো না। ভিন্ন বর্ণের অভিবাসীদের মারাই ছিল তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পুলিশের তৎপরতায় আলতাব আলী হত্যা মামলায় তিন ঘাতক একে একে গ্রেপ্তার হয়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে আদালতের রায়ে ওদের একজনকে মানুষ হত্যার দায়ে সাত বছরের জেল এবং বাকি দুজনকে সাহায্য করার অপরাধে তিন বছর করে জেল দেয়া হয়।

বর্ণবাদীরা তখন অভিবাসী দেখলে 'পাকি' বলে গালি দিত। ঘরে বাইরে সর্বত্রই নানা ভাবে নির্যাতন চালাতো। গ্রেফতারের পর একজন ঘাতক কিশোর পুলিশকে বলেছিল, "আমরা পাকিদের দেখলে গালি দেই, কেড়ে নেই অর্থ, মারধোর করি। আমি নিজেই অন্তত পাঁচবার পাকিদের আক্রমণ করেছি"।

মৃত্যুর এক মাস পর, দেশে আলতাব আলীর গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। নির্মম এই হত্যা কান্ড সেদিন গোটা বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি জুগিয়েছিল। দীর্ঘ দিন ধরে অত্যাচার সহ্য করে চলা মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল আলতাব আলীর তাজা রক্ত। অবশেষে বেঁচে থাকার জন্য লড়াইয়ে নামলে সেই সংগ্রামে বাংলাদেশিদের পাশে ছিলেন যুক্তরাজ্যের নিরীহ শ্বেতাঙ্গ, পাকিস্তানি, ভারতীয়, ক্যারিবীয় সকলেই। এ ছাড়া আরো ছিল বামপন্থী বর্ণবাদ বিরোধী সংগঠন এস ডাবলু পি এবং এন্টি নাৎসি লীগ।

আলতাব আলীর মৃত্যুর দশ দিন পর, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে হাজার হাজার মানুষ তাঁর কফিন নিয়ে মিছিল করে। প্রথমে তারা যান লন্ডনের রাজপথ ধরে। কফিন কাঁধে মিছিল হাইড পার্ক, ট্রাফালগার স্কয়ার এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে পৌঁছায়। সেদিন ঐ বিশাল জনতার কণ্ঠে ছিল শ্লোগান "কৃষ্ণাঙ্গ- শ্বেতাঙ্গ এক হও এবং লড়ো" - "ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট- ইউনাইট এন্ড ফাইট।" এই গণবিস্ফোরণ যুক্তরাজ্যে বর্ণবিদ্বেষী অবস্থার ভীত নড়বড়ে করে তোলে।

১৯৯৮ সালে আলতাব আলী হত্যাকাণ্ডের স্থান সেন্ট মেরিস পার্ককে 'শহীদ আলতাব আলী পার্ক' নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে আলতাব আলী পার্কের দক্ষিণ প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি শহীদ মিনার। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। পরবর্তীতে আলতাব আলী পার্ক সংলগ্ন বাস স্টপের নামকরণও করা হয় কালের সাক্ষী এই মানুষটির নাম।

প্রতি বছর ৪ মে আলতাব আলী দিবস সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শহীদ আলতাব আলীকে স্মরণ করা হয় ব্রিটেনে। ঐ দিন টাওয়ার হ্যামলেটের নির্বাহী মেয়র, লন্ডনস্থ হাইকমিশনের উর্দ্ধতম কর্মকর্তা, স্থানীয় এমপি, আলতাব আলী ফাউন্ডেশন, আলতাব আলী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ আলতাব আলী পার্কের শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শহীদ আলতাব আলীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া মঞ্চায়িত হয় নাটক। বিভিন্ন টিভি চ্যানেল থেকে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড় পত্র।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল ব্রিটেনে এতো কিছু হলেও প্রবাসে বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয়ের পথ সুগম করা আলতাব আলীর জন্ম স্থান সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সৈয়দরগাঁও ইউনিয়নের মোল্লাআতা গ্রামের কেউ তাকে চেনেনা। সেখানে তার নাম গন্ধের ন্যূনতম কোনো চিহ্ন নেই। সিলেট শহরেও তার স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে কি কালজয়ী এই মানুষটির কথা জানবে না দেশের আগামী প্রজন্ম ? আলতাব আলীর ইতিহাস জানার কথা ছিল গোটা জাতির। কিন্তু, সে ইতিহাস সীমাবদ্ধ রইলো শুধু যুক্তরাজ্যে। এ লজ্জা কার ?

আলতাব আলীর সেই আত্মদানের ইতিহাসে কি উজ্জীবিত হতে পারে না আমাদের নতুন প্রজন্ম ? কিভাবে পারবে ? অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের রাষ্ট্র আলতাব আলীর করুন ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরার এখনো কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কোনো আগ্রহ নেই এর সাথে সম্পৃক্ত সিলেটের বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ, সাধারণমানুষ অথবা নেতাদের। এ কেমন দেশ এ কেমন জাতি যারা বীরের সম্মান দিতে পারে না! এ কেমন সরকার এ কেমন জনতা যারা আলতাবের রক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বার্থ!

আজকের যে শিশু বেড়ে উঠছে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে। কাল সেই শিশু কিভাবে জানবে কেমন ছিল সত্তুরের দশকে তাদের পূর্বপুরুষ ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্বিসহ দিনগুলোর কথা। সুতরাং আমার দাবি- বীর শহীদ আলতাব আলীর ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে ৪ মে আলতাব আলী দিবস বিশেষ ভাবে পালন এখন সময়ের দাবি। ঢাকা ও সিলেট শহরে আলতাব আলী চত্বর তৈরী করে জাতির এই সূর্য সন্তানের ইতিহাস সর্বসাধারণের জন্য লিপিবদ্ধ করা ভীষণ প্রয়োজন। সেখানে প্রতিবছর আয়োজন করতে হবে বিশেষ অনুষ্ঠানের। সিলেট, লন্ডন সহ বহির্বিশ্বে আলতাব আলী মেলার আয়োজন করা যেতে পারে । এ ছাড়া ছাতকের মুল্লাআতা গ্রামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পাঠাগার রাস্তাঘাট ইত্যাদির নামকরণ আলতাব আলীর নামে করলেই তার স্মৃতির প্রতি যথা যত সম্মান প্রদর্শন হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিড়ালের গলায় কে বাঁধবে ঘন্টা ? কেউ কি এগিয়ে আসবে না এই মহতী কাজে? দেশে আলতাব আলীর দুই ভাই এক বোন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন যাপন করছেন। মানবাধিকারের সূতিকাগার ব্রিটেন সরকারের কাছে আবেদন আলতাব আলীর পরিবারকে পুনর্বাসন করা হোক। আলতাব আলী থাকতেন ওয়াপিং এলাকার রেয়ারডন স্ট্রিটে, কাজ করতেন হানবুরি স্ট্রিটে, নিহত হয়েছিলেন এডলার স্ট্রিটে ।এই তিনটা রাস্তার অন্তত একটি আলতাব আলী স্ট্রিট নামকরণ করারও জোর দাবি জানাচ্ছি।

লন্ডন ৩০.০৩.২০২৩
লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট লেখক ও টিভি উপস্থাপক

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

টাওয়ার হ্যামলেটসের কমিউনিটি গ্রুপ গুলোর জন্য ৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের নতুন অনুদান তহবিল

মেয়রের কমিউনিটি অনুদান কর্মসূচির আওতায় টাওয়ার হ্যামলেটসের স্থানীয় ভলান্টারি এন্ড কমিউনিটি সেক্টর (ভিসিএস) এর সংগঠনগুলো প্রতি বছর ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ডের অনুদান লাভ করছে। বৃহত্তম এই অনুদান প্রকল্পের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভিসিএস গ্রুপস এবং বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে ৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের নতুন এই তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, যার আওতায় স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি প্রকল্পগুলিকে নভেম্বর ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত অর্থায়ন করা হবে।

নতুন স্কিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল বিস্তৃত ধরনের সংগঠনগুলোকে সমর্থন করা যাতে কমিউনিটির সকল অংশ উপকৃত হয়। অনুদান লাভে আগ্রহী গ্রুপগুলিকে ৫ জুন তারিখের আগে তাদের আবেদনগুলি জমা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমাদের স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলো টাওয়ার হ্যামলেটসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি সন্তুষ্ট যে কাউন্সিলের নতুন তহবিল প্রকল্পের মাধ্যমে, আমরা আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারি যা অনেক স্থানীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে তাদের নিবেদিত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন। তাদের কার্যক্রম আমাদের এই বারাকে একটি ন্যায্য, শক্তিশালী এবং বসবাসের জন্য আরও সমতাপূর্ণ জনপদ করে তুলবে।"

পাঁচটি মূল থিম সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিতে টার্গেট করে অর্থায়ন করা হবেঃ

- জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবেলা করা
- শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করা
- সংস্কৃতি, চাকরি, ব্যবসা এবং দক্ষতা
- পাবলিক সার্ভিসে বিনিয়োগ
- কমিউনিটির ক্ষমতায়ন এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস্ এন্ড দ্যা কস্ট অব লিভিং, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেছেন: "জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে স্থানীয় অনেক পরিবার কষ্ট এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠনগুলোর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজকে সহযোগিতা করতে আমরা একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত।

যত বেশি সংখ্যক সম্ভব স্থানীয় সংগঠনগুলোকে এই তহবিলের জন্য আবেদন করতে তিনি উৎসাহিত করেন।

www.towerhamlets.gov.uk/MCGP নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যাতে আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এবং সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে বেশ কিছু সরাসরি এবং অনলাইন ইভেন্টের বিশদ বিবরণও রয়েছে, যেগুলিতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠনগুলো তাদের যেকোন প্রশ্নের সমর্থন এবং উত্তর পেতে পারে। এরই মধ্যে প্রথম ইভেন্টটি ২৬ এপ্রিল বুধবার নতুন টাউন হলে কাউন্সিল চেম্বারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রায় ১৩০০টি ভিসিএস সংস্থা রয়েছে যা প্রায়শই জনসাধারণকে পরামর্শ, পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদানের প্রথম স্থান হিসেবে বাসিন্দাদের কাছে বিবেচিত হয়ে থাকে। তারা নিয়মিত হাজার হাজার ইতিবাচক ইভেন্ট এবং ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে যা বাসিন্দাদের একত্রিত করে এবং বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় লোকেরা উপকৃত হয়ে আসছেন।

কাউন্সিল এই বছরের নভেম্বরে তার ক্ষুদ্র অনুদান কর্মসূচিও চালু করবে, যা বাসিন্দাদের জীবনকে উন্নত করে এমন আকর্ষনীয় কার্যকলাপ এবং ইভেন্টগুলি প্রদানের জন্য ছোট এবং মাঝারি ভিসিএস সংস্থাগুলিকে প্রতি বছর ৮০০,০০০ পাউন্ড তহবিল সরবরাহ করবে।

৪ মে টাওয়ার হ্যামলেটসে কোন নির্বাচন হচ্ছে না

ভোট দেয়ার সময় ভোটার আইডি প্রদর্শনের নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার কারণে আগামী সপ্তাহে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে জাতীয়ভাবে ব্যাপক মিডিয়া কভারেজ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে, লন্ডনের অন্যান্য অংশের মত টাওয়ার হ্যামলেটসেও ৪ মে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। কারণ এসব কাউন্সিল নির্বাচন প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়, সে অনুযায়ী পরবর্তী কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের মে মাসে।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল নির্বাচন ব্যতীত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী আগামী বছর ২০২৪ সালের ২ মে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন মেয়র ও লন্ডন অ্যাসেম্বলি (জিএলএ) নির্বাচন। এছাড়া সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অবশ্যই ২০২৫ সালের ২৫ জানুয়ারির আগে হতে হবে।

২০২৩ সালের ৪ মে থেকে সাধারণ নির্বাচন ব্যতিত সকল নির্বাচনে ভোট দানের সময় ভোটার আইডি কার্ড প্রযোজ্য হবে। আর ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে সাধারণ নির্বাচনেও এই ভোটার আইডি কার্ডের নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।

এ ব্যাপারে আরো তথ্য জানতে ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/council_and_democracy/elections__voting/Elections-Act-2022.aspx

সিলেটে বস্তিবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি!

সিলেট অফিস : দেশের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে সিলেটে সবচেয়ে বেশি মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন। সাবলেটে বসবাসকারীর সংখ্যাও অন্য বিভাগের চেয়ে বেশি। আশ্চর্য্য করা এই তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০২১ সালে 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এসভিআরএস)' শীর্ষক জরিপের ফলাফলে পরিসংখ্যান ব্যুরো এই তথ্য জানায়। যা সিলেটের মানুষকে কিছুটা হলেও আশ্চর্য্যান্বিত করেছে।

সিলেট বিভাগকে সারাদেশের মানুষ দ্বিতীয় লন্ডন হিসেবেই জানেন। সেই বিভাগে বস্তিবাসী ও সাবলেটে বসবাসকারীদের এই পরিসংখ্যান রীতিমতো অবাক করেছে সাধারণ মানুষকে।

জরিপে দেখা গেছে, ২ দশমিক ৪ শতাংশ খানা (পরিবার) সাবলেট ভিত্তিতে বাসা ভাড়া নেয় এবং ০ দশমিক ৫ শতাংশ খানা নিজেদের বাসার অংশবিশেষ সাবলেট দিয়ে ঘর ভাগাভাগি করে বসবাস করে। সিটি করপোরেশন এলাকায় সাবলেটের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। সেখানে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ খানা সাবলেট চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া বাড়িতে বাস করে এবং ১ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সাবলেট ভিত্তিতে তাদের বাসস্থান ভাগ করে নেয়।

বিভাগীয় পর্যায়ের হিসাবে সাবলেট ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সিলেট বিভাগে। সেখানে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সাবলেট ভিত্তিতে বসবাস করে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ। এ বিভাগে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানা সাবলেট হিসেবে বসবাস করে। সাবলেট ব্যবস্থা সাধারণত শহুরে সংস্কৃতি হলেও পল্লী অঞ্চলেও এ ব্যবস্থা দেখা গেছে। সেখানে এ ব্যবস্থায় বসবাস করে ১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা।

জরিপে উঠে এসেছে, বিশ্বব্যাপী শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রতি চারজনের মধ্যে একজন এমন বাসস্থানে বসবাস করে, যা তার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সুযোগের জন্য ক্ষতিকর। অনানুষ্ঠানিক বসতি ও বস্তিঘরের একটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা হলো সেখানে মৌলিক পরিষেবাগুলোর প্রাপ্যতার তীব্র সংকট বিরাজমান। বিশ্বব্যাপী ২৪০ কোটি (২.৪ বিলিয়ন) মানুষ উন্নততর স্যানিটেশন সেবা থেকে বঞ্চিত এবং ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) মানুষ পানির সংকটে ভোগে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করা হবে এবং বস্তিগুলোর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, দেশের শহরাঞ্চলে অবস্থিত খানাসমূহের ৬ দশমিক ৯ শতাংশ বস্তিতে বসবাস করে। এর মধ্যে সিটি করপোরেশন এলাকার ১২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং পৌরসভা ও অন্যান্য শহরাঞ্চলে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা বস্তিঘরে বসবাস করে।

GREEN LEAF
BUILDING SERVICES LTD

আপনার কি বিল্ডার প্রয়োজন?
আমরা ঘরের যাবতীয় কাজে স্পেশালিস্ট।

REFURBISHING FLATS & HOUSES:
• Sink Block • Washing machine fix • Cooker fix • Kitchen Hood
• Plumbing radiators fix • Bath and tap fixing • Extractor fans
• Electricians • Fancy Lights fitting • Fault finding & Repair
• Kitchen Installation • Bathroom Renovation
• Floor tiles and wall tiles • Wood flooring, carpet and vinyl
• Interior and exterior painting and decorating
• Mould & Damp repair • Damp seal paint
• Wallpapering • Wallpaper remove
• Carpentry • Door fix • Door lock change
• Flat pack assembly • Wardrobe bed • Chest drawers
• Vertical Blinds • Curtains fix • TV Wall Mount Brackets
• Rendering • Plastering • Skimming
• Plasterboard • Skirting • Partition walls
• Garden Maintenance • Decking • Fence
• Shed Build • Paving • Brick • Block work
• Roof work leakage • New Roof • Guttering
• And many more!

No Job too big or small call us

Get your FREE quote now!

MAN & VAN SERVICES
Residential • Commercial Moves
Deliveries & Collections
Store Pick-up and Drop-off

No call-out charge for
Emergency plumbing & Emergency electrical work.
We cover full suite of our services under Public Liability Insurance

Why you can trust us:
NFB TRUST A TRADER TRUST MARK MASTER BUILDERS myjobquote NAPIT SAFETY plus safe Checkatrade.com

Unit-1, 32-34 Turner Street, London E1 2AS
Call us on: 0207-702-8771 (office) or text Mob: 07596 862 347 | 07550 833 497
E-mail: greenleafbuilding@gmx.com | www.greenleafbuilding.co.uk

মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ মকন মিয়ার ইন্তেকাল : বিভিন্ন মহলের শোক

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও দক্ষিণ সুরমার কৃতি সন্তান মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেট জেলা ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মকন মিয়া ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ..রাজিউন)।

তিনি রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। তিনি ৫ ছেলে, ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জানা যায়, শেখ মকন মিয়া দীর্ঘদিন থেকে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভোগছিলেন। রোববার বিকেলে হঠাৎ করে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে নেয়ার পথেই ইন্তেকাল করেন।

এদিকে মরহুমের জানাযার নামাজ রাত এগারোটায় স্থানীয় মকন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় পঞ্চায়েতি কবরস্থানে মকন মিয়ার দাফন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য- শেখ মকন মিয়া দীর্ঘদিন দক্ষিণ সুরমার মোল্লারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ সুরমা উপজেলা বিএনপির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

মেয়র আরিফের শোক : সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেট জেলা ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদ-এর সভাপতি, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র সিলেট জেলা শাখার উপদেষ্টা শেখ মো. মকন মিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আরিফুল হক চৌধুরী।

এক শোক বার্তায় সিসিক মেয়র মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

জেলা বিএনপির শোক : সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও সাবেক সহ সভাপতি শেখ মখন মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী।

এক শোক বার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেখ মখন মিয়ার ভূমিকা সিলেটবাসী আজীবন স্মরণ করবে। তিনি আজীবন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

সিলেট চেম্বারের শোক : দক্ষিণ সুরমার মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেট জেলা ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেখ মোঃ মকন মিয়া'র মৃত্যুতে দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি তাহমিন আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি ফালাহ উদ্দিন আলী আহমদ ও সহ সভাপতি মোঃ আতিক হোসেন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা প্রার্থনা করেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা যেন মরহুমের পরিবারের সদস্যগণকে এই অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠার ধৈর্য্য ও মনোবল দান করেন।

সিলেটে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

সিলেট অফিস : সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত লবিব আহমদ (৪২)। তিনি সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম লোমরমহল এলাকার মৃত তাহির আলীর ছেলে।

বুধবার (২৬ এপ্রিল) সিলেট জেলার সহকারি পুলিশ সুপার মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মো. সম্রাট তালুকদার জানান, সাজাপ্রাপ্ত আসামি লবিব ২০১৩ সাল থেকে বিয়ানীবাজার থানার মাদক মামলার পলাতক আসামি। উক্ত মামলায় ২০২২ সালের ২৭ অক্টোবর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, চতুর্থ আদালত, সিলেট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর ১৯(১) এর টেবিল ৩(খ) এ দোষী সাব্যস্ত করে আসামি লবিব আহমদকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন।

এছাড়াও আসামির লবিবের বিরুদ্ধে উক্ত সাজা পরোয়ানা ছাড়াও জকিগঞ্জ থানায় একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে।

সিলেট জেলার অপরাধ দমন, আসামি গ্রেফতার ও জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাসহ জেলা পুলিশ বিচারিক কাজে বিজ্ঞ আদালতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরোয়ানা ভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে জেলা পুলিশ সিলেট অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (২৫ এপ্রিল) জকিগঞ্জ থানা পুলিশ কর্তৃক বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি লবিব আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

সিলেট সিটি নির্বাচন : আচরণ বিধি ভাঙলে প্রার্থিতা বাতিল

সিলেট অফিস : সিলেট সিটি করপোরেশনে হবে ২১ জুন। এ নির্বাচনে প্রার্থিদের কেউ আচরণ বিধি ভাঙলে তার প্রার্থিতা বাতিল করে দেবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় এ কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর। এ সময় সাংবাদিকরা তাকে নানা প্রশ্ন করেন।

পাঁচ সিটির ভোটে অনেকে আচরণ বিধি মানছে না, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দোয়া চাচ্ছেন এ বিষয়ে ইসি বার্তা সম্পর্কে জানতে চান সাংবাদিকরা।

আলমগীর বলেন, যারা দোয়া চেয়েছেন তারা অনেকেই প্রার্থীই না। কিসের দোয়া চেয়েছেন সেটা তো লেখা নাই। যারা নমিনেশন নেবেন এবং জমা দেবেন তারপর বোঝা যাবে। রিটার্নিং অফিসার যিনি আছেন তার লোকবল অল্প, তিনি অনেকগুলো প্রচার সামগ্রী উঠিয়ে নিয়েছেন। প্রতীক বরাদ্দ যেদিন হয়, সেদিন থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হয়। সেদিন থেকে অফিসিয়ালি আচরণ বিধি না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার আগে এখন যেটা করছে আমাদের কর্মকর্তারা, সেটা অনেকটা মোটিভেশনাল।

আচরণ বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে পাঁচজনের বেশি লোকবল আনা যায় না নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার সময়। অনেক সময় এ নীতি মানা হয় না। এবারের নির্বাচনে এ বিষয়ে ইসি কী বলতে চায়? প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমাদের আইনে আছে শো-ডাউন করা যাবে না। কিন্তু আমাদের কালচারটাই হলো শো-ডাউনের। একটা কালচার তো একদিনে পরিবর্তন হয় না। সেজন্য আমাদের যেটা নিয়ম রিটার্নিং কর্মকর্তাকে বলা আছে, কোনো রকম শো-ডাউন করে যেন না আসে, তারা অন্তত যখন নমিনেশন পেপার জমা দিতে আসবেন, তখন যেন শো-ডাউন না করেন।

তিনি আরও বলেন, প্রার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে রিটার্নিং কর্মকর্তাকে বলার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, আপনারা শো-ডাউন করবেন না। শো-ডাউন করলে প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে শো-ডাউনের বিষয়টি যদি কোনো প্রচারমাধ্যমে আসে নির্বাচন কমিশনের তো একটা ক্ষমতা আছে। নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে তারা এখানে আসলেই অন্যায় করেছে, তাহলে নির্বাচন কমিশনও ব্যবস্থা নিতে পারে। সে ক্ষমতা ইসির আছে। প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়টি নির্ভর করবে অপরাধের মাত্রাটা কেমন ছিল। শো-ডাউনের মাত্রাটা দেখতে হবে না। সামান্য একটা অপরাধের জন্যও তো আর কাউকে ফাঁসি দিতে পারেন না।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রতি ইসির বার্তা কী, জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর বলেন, যারা প্রধান আছেন, তাদের সঙ্গে রিটার্নিং কর্মকর্তা কথা বলেছেন। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন। যত রকম সহযোগিতা দরকার হয়, উনারা করবেন বলেছেন। প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে তারা মাঠে নেবে যাবে। এখন মোটিভেশনাল ওয়ার্ক করা হচ্ছে, তখন মাঠে নেমে যাবে। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রার্থীদের সঙ্গে মিটিং হবে। এবার আমরা যেটা চিন্তা করছি, প্রতীক বরাদ্দের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিং করে ফেলব যাতে প্রার্থীরা আচরণ ভঙ্গ করতে না পারেন। প্রার্থীরা মাঠে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করতে পারবেন। তবে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রচার চালাতে পারবেন না।

দোয়ারায় জুতা নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত

দোয়ারাবাজার সংবাদদাতা: সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ঈদের নামাজের সময় মসজিদের সামনে থেকে জুতা হারানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত কাশেম মিয়া (৩০) দোয়ারাবাজার উপজেলার মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে। শনিবার (২২ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মাইজখলা গ্রামে ঈদের নামাজের পর এ ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় কাশেম মিয়া।

সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে পুলিশসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের ১৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আহতরা সিলেট -সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, সকালে ঈদের নামাজের পর এক বাচ্চার জুতা হারিয়ে যায়। জুতা হারানোকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের শান্ত মিয়া এবং রহমত আলীর পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র সহকারে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে শান্ত মিয়ার নাতি কাশেম সিলেটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে মারা যায়।

নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করে দোয়ারাবাজার থানার ওসি দেবদুলাল ধর বলেন, সকালে নামাজের পর বাচ্চার জুতা হারানো নিয়ে শান্ত মিয়া ও রহমত মিয়ার পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিলেট হাসপাতালে একজন মারা গেছে বিকেলে। সিলেট পুলিশ মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্ট করবে। ঘটনাস্থল থেকেই উভয় পক্ষের ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

কারামুক্ত বিএনপি নেতা রিজভী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাড়ে চার মাসেরও বেশি সময় কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। মঙ্গলবার বিকাল ৪টার দিকে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য আরিফুর রহমান তুষার। ঈদের আগেই ৫০ মামলার সবকটিতেই জামিন পেয়েছিলেন তিনি।

সর্বশেষ মানহানির অভিযোগে গোপালগঞ্জে করা এক মামলায় গত ১৮ এপ্রিল জামিন পেলেও জামিননামার মূল কপি কারাগারে না পৌঁছানোর কারণে ঈদের আগে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার জামিননামার মূল কপি হাতে হাতে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হলে আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে বিএনপির এই শীর্ষ নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তির পর কারাফটকের সামনে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় রিজভীর স্ত্রী আরজুমান আরা বেগম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, ডা. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খান, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক, সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী প্রমুখ।

তার আইনজীবী সৈয়দ জয়নাল আবেদীন মেজবাহ জানান, রুহুল কবির রিজভী গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে ৫০টি মামলায় জামিন পান। গত বছরের ৭ ডিসেম্বর পল্টন থানার মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং কুমিল্লার আদালত থেকে এসব মামলায় জামিন পান। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা বেশির ভাগ মামলায় নাশকতার অভিযোগ আনা হয়। সর্বশেষ মানহানির মামলায় গোপালগঞ্জের আদালত থেকে জামিন পান তিনি।

ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে গত ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে দলটির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ বিএনপির নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে রুহুল কবির রিজভীসহ চার শতাধিক নেতা-কর্মীকে আটক করে। পরদিন পল্টন, মতিঝিল, রমনা ও শাহজাহানপুর থানায় পৃথক চারটি মামলা করে পুলিশ। পল্টন ও মতিঝিল থানার মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রুহুল কবির রিজভীকে কারাগারে পাঠানো হয়। পরে আরও বিভিন্ন মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

কারাগারে থাকাকালীন কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়েন রুহুল কবির রিজভী। সর্বশেষ গত ১৩ এপ্রিল দুপুরে পুরান ঢাকার সিএমএম আদালত থেকে তাকে প্রিজনভ্যানে করে কেরাণীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়ার পথেই অসুস্থ হন। তার অসুস্থতায় চিন্তিত ছিল তার পরিবার। তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে উন্নত ও সুচিকিৎসার দাবি জানিয়েছিলেন তার স্ত্রী আরজুমান আরা বেগম। অসুস্থতার কথা শুনে কারাগারে ও আদালতে রিজভীর সঙ্গে দেখা করতে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় নেতা রুহুল কবির রিজভী। তিনি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের পাশাপাশি বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তরেরও দায়িত্বে রয়েছেন। আশির দশকে আন্দোলনের সময় রুহুল কবির রিজভী পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তখন দেশে ও পরে বিদেশে তার পেটে অস্ত্রোপচার হয়। এর পর থেকেই তার পেটের সমস্যা জটিল হয়ে আছে।

চিকিৎসকের পরামর্শে প্রায় ৩০ বছর ধরে রিজভী হাতের স্পর্শে খাবার খান না। খোলা পানি খেতে পারেন না। বোতলজাত পানি পান করতে হয়। মহামারি করোনাকালেও তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় চার মাস হাসপাতালে ছিলেন। এর আগে তার হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল। চিকিৎসকের পরামর্শে খুবই সতর্কভাবে জীবনযাপন করতে হয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রিজভীকে।

রাষ্ট্রপতি লজের বাসিন্দা মো. আবদুল হামিদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বঙ্গভবনে রাজসিক সংবর্ধনার পর রাজধানীর নিকুঞ্জের 'রাষ্ট্রপতি লজে' বাকি জীবন কাটাবেন সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ। তিনি আর সক্রিয় রাজনীতি করবেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি এখন অবসর জীবনে বাড়ি বসে লেখালেখি করবেন।

গত সোমবার বঙ্গভবন ছাড়ার আগে নতুন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তিনি। এরপর বিদায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। এটিই দেশের ইতিহাসে প্রথম কোনো রাষ্ট্রপতিকে সামরিক কায়দায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হলো। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশের ৫২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বর্ণাঢ্য রাজসিক রাষ্ট্রীয় বিদায় অনুষ্ঠান দেখলো দেশবাসী। আনুষ্ঠানিকতা শেষে আবদুল হামিদকে নিকুঞ্জের বাসায় নেয়া হয়। ২০০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন জিল্লুর রহমান। চার বছরের মাথায় তিনি মারা যান।

এরপর রাষ্ট্রপতি হন আবদুল হামিদ। তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে ৪১ দিনসহ টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ১০ বছর ৪১ দিন রাষ্ট্রপতির চেয়ারে ছিলেন। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ ও বিদায় উপলক্ষে সকাল ৯টার পর থেকে অতিথিরা আসতে শুরু করেন। এতে বঙ্গভবনের সামনে দীর্ঘ হতে থাকে গাড়ির সারি। নিরাপত্তা তল্লাশি শেষে অতিথিদের গাড়ি ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়। শপথ অনুষ্ঠানের পর পরই বিদায়ী রাষ্ট্রপতি হামিদ তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিকুঞ্জে নিজ বাসভবনে চলে যান। বিদায় বেলায় রাজসিক আয়োজনের চিত্রটা ছিল এ রকম- সবার আগে ঝাণ্ডা হাতে অশ্বারোহী দল, তাদের পেছনে তিন বাহিনীর ব্যান্ড দল বাদ্যযন্ত্রে তুলছিল দেশাত্মবোধক গানের সুর। বঙ্গভবনের কর্মীরা দুই সারিতে লাল কাপড়ে মোড়ানো দুটো রশি ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন প্রধান ফটকের দিকে, সেই রশি বাঁধা পুষ্পশোভিত এক প্যারেড কারে, সেখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিলেন আবদুল হামিদ ও তার স্ত্রী রাশিদা খানম। দুই পাশ থেকে তখন চলছে পুষ্পবৃষ্টি। বেলা ১টার পর শুরু হওয়া এই বিদায় অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের সুসজ্জিত একটি দল বিদায়ী গার্ড অব অনার দেয় আবদুল হামিদকে। এরপর তিনি লাল গালিচায় হেঁটে গার্ড পরিদর্শন করেন। গার্ড অব অনার পর্ব শেষে আবদুল হামিদ ও তার সহধর্মিণী রাশিদা খানম ওঠেন ফুল দিয়ে সাজানো একটি খোলা জিপে। বঙ্গভবনের বক ফোয়ারা থেকে প্রতীকী কায়দায় সেই প্যারেড কারকে দুটি রশি ধরে টেনে মূল ফটকে টেনে নিয়ে যান বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। ধীর গতিতে যখন গাড়ি এগোচ্ছিল, দুই পাশ থেকে ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন বঙ্গভবনের কর্মীরা। আবদুল হামিদ হাত নেড়ে জবাব দিচ্ছিলেন অভিবাদনের। সেখান থেকে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে তাকে শোভাযাত্রার মতো মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে নিকুঞ্জের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদের প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন জানান, নিকুঞ্জ-১ এর ক-ব্লকের ৩ নম্বর রোডের নতুন ঠিকানায় থাকবেন বিদায়ী রাষ্ট্রপতি। সেখানে পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী স্থানান্তর করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। এদিকে বঙ্গভবনে সবশেষ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ জানান, নিকুঞ্জের বাসায় থাকলেও তিনি মাঝেমধ্যে চলে যাবেন কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে পৈতৃক ভিটায়। সাংবাদিকবান্ধব রাষ্ট্রপতি অবশ্য নিকুঞ্জে আড্ডা দেয়ার জন্য সাংবাদিকদের আমন্ত্রণও জানিয়ে রেখেছেন। নিকুঞ্জের বাসায় পৌঁছে আবদুল হামিদ আবারো গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাংবাদিক এবং দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর নিকুঞ্জ-১ আবাসিক এলাকার দুই নম্বর সড়কে তিন কাঠা জমি পান আবদুল হামিদ। ২০০০ সালের শেষ দিকে সেখানে বাড়ির কাজ শুরু করেন। কয়েক বছর কাজ শেষে তৈরি হয় তিনতলা বাড়ি। শেষ জীবন সেখানেই কাটাবেন আবদুল হামিদ। বিদায় বেলায় সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতির কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, পরবর্তী জীবনে কী করবেন? জবাবে আবদুল হামিদ বলেন, 'আমি তো এখন রিটায়ার্ড হয়ে গেছি। দোজহু আর টায়ার্ড, দে গো ফর রিটায়ার্ড। এখন বাড়ি বসে থেকে কিছু লেখালেখি করতে পারি। কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার পরিকল্পনা নেই। কারণ, দেশের মানুষ আমাকে এত বড় ইজ্জত দিয়ে দুই মেয়াদে দেশের সর্বোচ্চ পদে রাষ্ট্রপতি করেছে। সুতরাং আবার আমি রাজনীতি করা বা অন্য কোনো পদে যাব এটা করলে এ দেশের মানুষকে আমি হেয় করবো। সুতরাং সেটা আমি করবো না। আপনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলতে ভালোবাসেন। বলছেন, ১০ বছর অনেকটা বেড়াজালের মধ্যে ছিলেন। এখন কীভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবেন? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমি ১০ বছর বন্দি থাকলেও তাদের (সাধারণ মানুষ) প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল না, তা নয়। সেটা ছিল। তবে কাছে গিয়ে সবার কাছে প্রকাশ করতে পারি নাই। এখন অনেকের কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারবো। নতুন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আবদুল হামিদ বলেন, ওনার সাংবিধানিক দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন- এটাই সারা জাতির প্রত্যাশা এবং আমারও প্রত্যাশা। দুই মেয়াদে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দায়িত্ব পালনের ঘটনা প্রতিবেশী দেশগুলোয় হয়নি। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি বলেন, এটা বাংলাদেশে হয়নি, পার্শ্ববর্তী ভারতে দু'বার হয়েছে, কিন্তু ১০ বছর কেউ ছিল না। আবার পাকিস্তানে তো পাঁচ বছরের ওপরে কেউ ছিল না। সুতরাং এ উপমহাদেশেই আমার মনে হয় আমিই সবচেয়ে বেশি সময় রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। কারণ, ১০ বছর ছাড়াও আরও বোধ হয় ৪১ দিন বেশি আছে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়। নিজের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার ব্যাখ্যায় আবদুল হামিদ বলেন, আমি স্পিকার ছিলাম। আমার এখানে আশার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি আসছি আরকি। আমি পার্লামেন্টে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম। কারণ, ওখানে নিজেকে মুক্ত বলে মনে হতো। আমি জানি যে এখানে এলে অনেকটা বেড়াজালের ভেতরে পড়ে যাব। যাই হোক, তবুও ১০ বছর মোটামুটি পার করে ফেলেছি। মো. আবদুল হামিদ প্রথম দফায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল শপথ নিয়ে সেদিনই বঙ্গভবনে উঠেছিলেন। যদিও এর আগে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের অসুস্থতার সময় এবং তার মৃত্যুতে জাতীয় সংসদের স্পিকার থাকার কারণে মো. আবদুল হামিদ ৪১ দিন ভারপ্রাপ্ত ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে সে সময় তিনি বঙ্গভবনে ওঠেননি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরই মো. আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে উঠেছিলেন। ২০১৮ সালে দ্বিতীয় মেয়াদেও তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবসরে যেসব সুবিধা পাবেন আবদুল হামিদ অবসরের পর আইন অনুযায়ী অবসরভাতা, চিকিৎসা সুবিধাসহ অন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবেন আবদুল হামিদ। রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইনের তথ্য বলছে, কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে কমপক্ষে ছয় মাস দায়িত্ব পালন শেষে পদত্যাগ করলে অথবা মেয়াদ শেষ হলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বশেষ যে মাসিক বেতন পেতেন, তার ৭৫ শতাংশ হারে মাসিক অবসরভাতা পাবেন। 'দ্য প্রেসিডেন্টস (রেমিউনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজেস) অ্যাক্ট' অনুযায়ী বর্তমানে রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। এই হিসাবে অবসরের পর আবদুল হামিদ মাসে ৯০ হাজার টাকা অবসরভাতা পাবেন। আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে অন্য কোনো চাকরি বা পদ থেকে অবসরে গিয়ে অবসরভাতা গ্রহণ করলে তিনি ওই অবসরভাতা এবং রাষ্ট্রপতির অবসরভাতার মধ্যে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো একটি পাওয়ার যোগ্য হবেন। রাষ্ট্রপতি অবসরভাতা গ্রহণ করে মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী অথবা ক্ষেত্রমতে বিপত্নীক স্বামী তার প্রাপ্য অবসরভাতার দুই-তৃতীয়াংশ হারে আমৃত্যু মাসিক ভাতা পাবেন। অবসরভাতা গ্রহণের প্রাধিকার অর্জন করা সাবেক কোনো রাষ্ট্রপতি অবসরভাতার পরিবর্তে আনুতোষিকও (এককালীন অর্থ) গ্রহণ করতে পারবেন। কোনো ব্যক্তি ছয় মাসের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় আনুতোষিক পাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত না করে অথবা অবসরভাতা গ্রহণ না করে মারা গেলে তিনি আনুতোষিক পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন বলে গণ্য হবে। তখন আনুতোষিকের টাকা মনোনীত ব্যক্তি অথবা উত্তরাধিকারীরা পাবেন। সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিনামূল্যে সরকারি যানবাহন ব্যবহার, আবাসস্থলে একটি টেলিফোন সংযোগ পাবেন। সরকার সময়ে সময়ে নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত এর বিল পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দেবে। সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসেবে একটি কূটনৈতিক পাসপোর্টও পাবেন মো. আবদুল হামিদ। তিনি দেশের ভেতর ভ্রমণকালে সরকারি সার্কিট হাউস বা রেস্ট হাউসে বিনা ভাড়ায় অবস্থানেরও সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া আইনানুযায়ী অবসরে যাওয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসেবে অন্য কিছু সুবিধাও পাবেন মো. আবদুল হামিদ। তিনি একজন ব্যক্তিগত সহকারী ও একজন অ্যাটেনডেন্ট (সাহায্যকারী) পাবেন। দাপ্তরিক ব্যয়ও পাবেন তিনি। যার মোট বার্ষিক পরিমাণ সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারণ করবে। একজন মন্ত্রীর প্রাপ্য চিকিৎসা সুবিধার সমপরিমাণ সুবিধাও পাবেন সাবেক এই রাষ্ট্রপতি।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

অগ্নিকাণ্ডের স্থায়ী সমাধান চাই

প্রতি বছর বিভিন্ন মার্কেটে আগুন লাগে। মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় আবার মাঝে মাঝে প্রাণ হারায়। কিছুদিন কান্নাকাটি এবং হৈ চৈ হয়। তারপর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় সব কিছু। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডে সব দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এর ১১ দিনের মাথায় নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লেগে তিনতলার ২৫০টির মতো দোকান ভস্মীভূত হলো। ভাবা গিয়েছিল, সেটাই বোধ হয় নিষ্ঠুর এপ্রিলের শেষ আগুন হবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিন দিন না পেরোতেই সোমবার সকালে আগুন লাগল উত্তরার বিজিবি মার্কেটে।

একটি মার্কেটের আগুনের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি মার্কেটে আগুন লাগার কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে? যেকোনো মার্কেট বা স্থাপনা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি যেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার কথা, সেখানে এটাকেই সবচেয়ে বেশি অবহেলা করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ নিয়ে যখন সরকার ও বিরোধী দলের নেতারা অহেতুক বিতর্ক ও পরস্পরকে দোষারোপ করছেন, তখনই অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ঢাকার মার্কেটগুলো কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

অগ্নিনির্বাপণ বা ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন) গত রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে রাজধানীর ৫৮টি বিপণিবিতান পরিদর্শন করে তাঁরা দেখতে পান সব কটিই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে ৯টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ, ৩৫টি ঝুঁকিপূর্ণ, ১৪টি মাঝারি মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৯ সালের হিসাবে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ঢাকার ১ হাজার ৪৮টি বিপণিবিতানকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছিল; যার মধ্যে ৪২৮টি ছিল অতি ঝুঁকিপূর্ণ। চলতি মাসে পুড়ে যাওয়া বঙ্গবাজার ও নিউ সুপার মার্কেট অতি ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় ছিল।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ যেসব মার্কেটকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে, সেগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করতে গত চার বছরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ঝুঁকিমুক্ত করার অনুরোধ বা সুপারিশই করতে পারে। কোনো মার্কেট তারা বন্ধ করতে পারে না। রাজউক ও সিটি করপোরেশনের আইনকানুন মেনে এসব মার্কেট বা স্থাপনা করার বিধান থাকলেও অনেকেই তা মানছেন না। সিটি করপোরেশনও এ অনিয়মের কথা স্বীকার করেছে।

কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযোগ আছে, সিটি করপোরেশনের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করেই মার্কেট কমিটির নেতারা নকশাবহির্ভূত স্থাপনা করে থাকেন। অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ কেবল আগুনের ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। ঝুঁকি আছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির লাইনেও। মাসখানেক আগে ত্রুটিপূর্ণ গ্যাসের লাইন থেকেই সিদ্দিকবাজারের একটি ভবনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এসব অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ীদের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হলো, তা পূরণীয় নয়। অনেকের সারা জীবনের সহায়-সম্পদ সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ সহমর্মিতা থাকবে। একই সঙ্গে এই প্রশ্নও করতে হবে যে মার্কেটটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পর তাঁরা কীভাবে নির্বিকার থাকলেন? এ জন্য ব্যবসায়ীদের যেমন দায় আছে, তেমনি তদারককারী প্রতিষ্ঠান সিটি করপোরেশন ও রাজউকও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। যাঁরা তাদের নির্দেশনা অমান্য করেছেন, কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো না?

বাজেট আসছে, বাড়ছে উদ্বেগ

এম এ খালেক

এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ঘোষিত হতে যাচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। করোনা-উত্তর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর্যায়ে, ঠিক তখনই শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এ অসম যুদ্ধ পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন করে সংকটে ফেলে দেয়। এমনকি করোনার চেয়েও ভয়াবহ আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে এ যুদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক অর্থনৈতিক স্যাংশন আরোপ করে। ন্যাটো জোটও এ অর্থনৈতিক অবরোধ প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এর পালটা ব্যবস্থা হিসাবে রাশিয়া ইউরোপীয় দেশগুলোতে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। ফলে এক পর্যায়ে ইউরোপজুড়ে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের জন্য হাহাকার শুরু হয়। এর অনিবার্য প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই সাইড মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে। প্রতিটি দেশেই অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি চরম আকার ধারণ করে। কোনো কোনো দেশে মূল্যস্ফীতি এতটাই উচ্চমাত্রায় চলে যায় যে, গত ৪০ বছরের মধ্যে এমন উচ্চ মূল্যস্ফীতি আর কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

বাংলাদেশ ইউক্রেন যুদ্ধে কোনো পক্ষভুক্ত দেশ নয়। তারপরও আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারকেও প্রভাবিত করছে। স্থানীয় বাজারে প্রতিটি পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্যমূল্যের কারণে দেশের অধিকাংশ মানুষই এখন বিপর্যস্তপ্রায়। এমনই এক অবস্থায় ঘোষিত হতে যাচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। আগামী জাতীয় বাজেট নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত জটিলও বটে। কারণ, আগামী বাজেট বাস্তবায়নকালেই অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদের দ্বাদশ সাধারণ নির্বাচন। কাজেই সরকারের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি ইস্যু হতে পারে। সরকার কোনোভাবেই চাইবে না যে, বাজেট সাধারণ মানুষকে জাতীয় নির্বাচনের আগে ক্ষুব্ধ করুক। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে, এ অবস্থায় স্বস্তির বাজেট প্রণয়ন করা সত্যি অত্যন্ত কঠিন কাজ। বাংলাদেশ সম্প্রতি আইএমএফের কাছ থেকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণের অনুমোদন পেয়েছে। এ ঋণ পাওয়ার জন্য বাংলাদেশকে সংস্থাটির দেওয়া অনেক শর্ত মেনে নিতে হয়েছে। এসব শর্তের প্রতিফলন বাজেটে থাকতে হবে। ফলে বাজেট প্রণয়ন করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১ জুন ঘোষিত হবে নতুন বাজেট। ইতোমধ্যেই বাজেট প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমানোর চেষ্টা করা হবে। ভর্তুকি কমালে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত রাখাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানাভাবে চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বাজারে দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা যাচ্ছে না। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মনে করছেন, আগামী বাজেটে উচ্চমাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির অর্জনের চেষ্টা না করাই ভালো। বরং তার চেয়ে কীভাবে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া যায় সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রস্তাবিত বাজেটের যে চিত্রকল্প পাওয়া গেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ রয়েছে বটে। আগামী বছরের জন্য যে বাজেটে প্রণীত হতে যাচ্ছে, তার আকার হবে ৭ লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকা। এ বিপুল অঙ্কের বাজেট উচ্চাভিলাষী এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সম্প্রতি জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে তাদের প্রক্ষেপণ প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫ দশমিক ২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। আর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বলেছে, প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের কিছু ওপরে হতে পারে। কাজেই বাংলাদেশ আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করেছে তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

আগামী অর্থবছরে দেশের অর্থনীতি যে কারণে সবচেয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকার আশঙ্কা রয়েছে তা হলো উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতি। মার্চ মাসে গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। পরিকল্পনামন্ত্রী অবশ্য আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া জানিয়েছেন মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিট ফিগার অতিক্রম না করার জন্য। তবে পরিকল্পনামন্ত্রীকে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই আশাহত হতে হবে। কারণ, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিট অতিক্রম করে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে। আগামী অর্থবছরে সার্বিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হতে পারে।

এ লক্ষ বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। কারণ, অভ্যন্তরীণ বাজারে বিজনেস সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস না পেলে সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশ নিত্যপণ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশই আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করে থাকে। কাজেই সরকার চাইলেই অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যমূল্য কমিয়ে আনতে পারবে না। আর বাজার নিয়ন্ত্রণ বা সুপারভিশন পদ্ধতিতেও ঘাটতি রয়েছে। রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট বিজনেস সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে কোনোভাবেই পণ্যমূল্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমিয়ে না আনা গেলে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃজনের সব উদ্যোগ ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃজন করা না গেলে দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে বাধ্য। করোনাকালীন দেশের অন্তত ৩ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ কর্মচ্যুতও পেশাচ্যুত হয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছেন। এদের অনেকেই নতুন করে কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাননি। তারা খুবই অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। আগামী বাজেটে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রোধ করা এবং ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে সে ধরনের কোনো পদক্ষেপ থাকছে বলে মনে হয় না। দরিদ্র মানুষকে সাময়িক আর্থিক বা খাদ্য সহায়তা দিয়ে টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় তাদের কোনোভাবেই স্বাবলম্বী করে তোলা যাবে না।

প্রস্তাবিত বাজেটের যে চিত্র আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে পাচ্ছি, তাতে এটিকে অসংগতিপূর্ণ এক বাজেট বলা যেতে পারে। বাজেটে বিভিন্ন খাতে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বাংলাদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমানোর জন্য শর্ত দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি সংস্থাটি মেনে নেবে বলে মনে হয় না। আইএমএফ বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি কমানোর শর্ত দিলেও বাংলাদেশ কৃষি খাতে ভর্তুকি কমানোর ক্ষেত্রে মোটেও আগ্রহী নয়। কারণ, কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদানের কারণেই করোনা এবং অন্যান্য দুর্যোগকালীন বাংলাদেশ খুব একটা খাদ্য সংকট মোকাবিলা করেনি। চলতি অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের বাজেটে তা ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ২৬ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ মোট জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি হলে তা আন্তর্জাতিক মানের মধ্যেই হবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যাশা মতো রাজস্ব আদায় করতে পারেনি। আগামী বছর তারা তা পারবে বলে মনে হয় না। অনেক দিন ধরেই অর্থনীতিবিদরা বলে আসছিলেন, রাজস্ব আদায়ের নেটওয়ার্ক বাড়ানোর জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করা হয়নি। যারা টিআইএনধারী তাদের অর্ধেকেরও কম নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করেন। যারা টিআইএনধারী অথচ বছরান্তে রিটার্ন দাখিল করেন না, তাদের কিছুই বলা হচ্ছে না। পুরো রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাই দুর্নীতিতে আক্রান্ত।

ব্যাংকিং সেক্টরকে একটি অর্থনীতির লাইফ লাইন বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত মোটেও সন্তোষজনকভাবে চলছে না। খেলাপি ঋণভারে জর্জরিত এ খাতে সুশাসনের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টর এখন সামান্য কিছু মানুষের জন্য অর্থ লুটপাটের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আমাদের পুঁজিবাজার প্রত্যাশিতভাবে কাজ করছে না। উন্নত দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য পুঁজিবাজারের ওপর নির্ভর করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে পুঁজিবাজার এখনো আস্থার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে পারেনি।

১৯৯৬ এবং ২০১০ সালে পুঁজিবাজারে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্নীতি আর প্রতারণতার ঘটনার কোনো বিচার হয়নি। বরং যারা এ শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে তারা বহাল তবিয়তে রয়েছেন। আগামী অর্থবছরের জন্য ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হবে কিনা সেটাও এক প্রশ্ন। আগামী অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণীত হতে যাচ্ছে তা ব্যতিক্রমী কিছু নয়। বরং এটি হবে একটি গতানুগতিক বাজেট। কাজেই এ বাজেট নিয়ে খুব একটা উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই।

বাউল আবদুল হামিদ জালালি আর নেই

সিলেট অফিস : 'ঝাঁকে উড়ে আকাশজুড়ে দেখতে কি সুন্দর, জালালের জালালি কইতর' কিংবা 'দ্বীনের নবী মোস্তফায় রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়, হরিণ একটা বান্ধা ছিল গাছেরই তলায়' এমন অনেক কালজয়ী গানের শ্রষ্টা বাউল শাহ আব্দুল হামিদ জালালি আর নেই।

গুণী এ বাউলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার জামাতা চ্যানেল আই'র সিলেট প্রতিনিধি সাদিকুর রহমান সাকি।

তিনি বলেন, বুধবার রাতে বাউলের অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আইসিইউ না পাওয়ায় রাতেই জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। শুক্রবার বাদ জুমা হযরত শাহজালাল (রহ.)'র মাজার মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা হবে। তিনি মৃত্যুকালে সিসিকের সাবেক মহিলা কাউন্সিলর স্ত্রী জাহানারা খানম ও মেয়ে সাংবাদিক সুবর্ণা হামিদসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

নগরীর গোয়াইপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল হামিদ ২০০৮ সাল থেকে অসুস্থ হওয়ার পর ৪ বার স্ট্রোক করেন। মৃত্যুর আগে দরাজ গলার এই বাউলশিল্পী নির্বাক হয়ে পড়েন।

বাউল আবদুল হামিদ অসংখ্য কালজয়ী গানের শ্রষ্টা। বিশেষ করে 'জালালের জালালি কইতর' গান গেয়ে তিনি সুখ্যাতি পান। শাহজালাল (রহ.) দরগাহর প্রাঙ্গণজুড়ে হাজারো জালালি কবুতরের ওড়াউড়ি দেখে ১৯৭৮ সালে তিনি এ গানটি লিখেছিলেন। এছাড়াও 'দ্বীনের নবী মোস্তফায় রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়', 'মায়াবিনী কালনাগিনী' শীর্ষক গানগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

গুণী এ বাউলের মৃত্যু সংবাদ শুনে দুপুর থেকে তার ভক্ত অনুসারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভিড় জমে তার গোয়াইপাড়াস্থ বাসভবনে।

তাহিরপুরে যুবককে 'পিটিয়ে হত্যা'

তাহিরপুর সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে রাতের আধারে রাস্তা থেকে বাড়িতে নিয়ে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহত যুবকের নাম মো. সাকিব মিয়া (২৫)। তিনি উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের ঘাগটিয়া টেকেরগাঁও গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। সোমবার (২৪ এপ্রিল) মধ্য রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা যায়, উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের ঘাগটিয়া গ্রামের মোশারফ হোসনের সঙ্গে একই গ্রামের মজিবুর রহমানের দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। ইতিপূর্বে দু'পক্ষের মধ্যে আরও কয়েকবার রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষের ঘটনাও ঘটেছে। দু'পক্ষের মধ্যে থানায় একাধিক মামলাও রয়েছে। সোমবার সন্ধ্যার দিকে নিহত সাকিব বাড়ি থেকে চক বাজারে যাওয়ার কথা বলে বের হয়ে আসে। রাত ১ টার দিকে সাকিবের পিতা মজিবুর রহমানের কাছে ফোন আসে সাকিবকে মোশারফের বাড়িতে মারপিট করছে প্রতিপক্ষের লোকজন।

এ সংবাদ পেয়ে মজিবুর রহমান গ্রামের তৃতীয় পক্ষের দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে মোশারফ হোসেনর বাড়িতে যেয়ে তার ছেলেকে ফেরত চান। মোশারফের লোকজন সাকিবকে তার পিতার কাছে না দিয়ে উল্টো মজিবুরকে মারপিট করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে গেইট বন্ধ করে দেন।

পরে সংবাদ পেয়ে রাত দুইটার দিকে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মোশারফ ও মজিবুর রহমানের বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় সাকিবকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় মোশারফের লোকজন তাকে প্রথমে তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তাকে ভর্তি করে। পরে এখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার অবস্থা মূমূর্ষ দেখে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরন করেন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসকধীন অবস্থায় সাকিবের মৃত্যু হয়।

নিহতের মা তেরাবজুন বেগম বলেন, সোমবার সন্ধার দিকে চক বাজারে যাওয়ার কথা বলে সাকিব বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তার ছেলেকে মোশারফের লোকজন রাস্তা থেকে ধরে বাড়িতে নিয়ে মারপিট করে হাত পা ভেঙ্গে মেরে ফেলেছে। মোশারফ গংরা গত বছর আমার ছেলেকে রড দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছিল এবং আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, আমার ছেলের খুনিদের বিচার চাই।

নিহতের বাবা মজিবুর রহমান বলেন, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়িতে নিয়ে পিটিয়ে দু-হাত দু-পা ভেঙে মেরে ফেলেছে আমার ছেলেকে। খবর পেয়ে রাত ১টার দিকে মোশারফের বাড়িতে গিয়ে তাদের হা পা ধরে আকুতি মিনতি করেছি ছেলেকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু তারা আমার ছেলেকে ফেরত না দিয়ে উল্টো আমাকে মারপিট করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পরে পুলিশ এসে আমার ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। সকালে শুনি আমার ছেলে মারা গেছে।

মোশারফ হোসেন বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, গত কিছুদিন আগে আমার ছোট ভাই মোশাহিদের শরীলে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সাকিব। পরে বিষয়টি তার বাবাকে জানালে তিনি বলেন আমার ছেলে মানুষিক রোগী। গতরাত ১ টার দিকে আমার বাড়ির গেইটের বাহিরে এসে ঘরের বেড়া এবং গেইটে লাথি মারতে থাকে এবং পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিবে বলে চিৎকার চেচামেচি করতে থাকে। পরে আমরা গেইটের ভিতর থেকে চিৎকার দিলে আশ-পাশের মানুষ ডাকাত ডাকাত বলে তাকে মারপিট করে। এক পর্যায়ে তার বাবা এসে তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে হাসপাতালে যান।

তাহিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ ইফতেখার হোসেন বলেন, সাকিব নামে একজনকে প্রতিপক্ষের লোকজন বাড়িতে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের চেষ্টা করছে।

হবিগঞ্জে ডিসি-এসপির ছবি দিয়ে টিকটক, আটক ২

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের ছবি ব্যবহার করে টিকটক ভিডিও তৈরির অভিযোগে এক তরুণ ও এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। হবিগঞ্জে মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় বানিয়াচং থানা পুলিশ ওই উপজেলার গ্যানিংগঞ্জ বাজার থেকে তাদের আটক করে।

আটকদের মধ্যে রয়েছে, উপজেলার মন্দরী গ্রামের পলাশ হোসেন ইমন (২৫) ও সাগর দিঘীর পশ্চিমপাড়ের মিল্লাত মিয়া (১৬)।

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সম্প্রতি হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ইশরাত জাহান ও পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম মুরাদ আলির ছবি ব্যবহার করে টিকটক ভিডিও তৈরির পর তারা সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। পুলিশ জানায়, ইমন ও মিল্লাত দেশের দেশের তারকা ব্যক্তিদের নিয়ে টিকটক ভিডিও তৈরি করে। এ ভাবে হবিগঞ্জের ডিসি ও এসপির ছবি ব্যবহার করে টিকটক ভিডিও তৈরির পর তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বানিয়াচং উপজেলা সদরের নতুন বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়েছে।

দুজনকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করে বানিয়াচং থানার উপ পরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম বলেন, আটকদের বানিয়াচং থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বিশ্বনাথে 'রাস্তায়' জোরপূর্বক গেইট নির্মানের অভিযোগ

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশ্বনাথে চলাচলের রাস্তায় জোরপূর্বক প্রবাসী পরিবার গেইট নির্মাণ করায় অপর প্রবাসী পরিবারসহ ১০টি পরিবারের প্রায় শতাধিক লোকজন এখন ঘরবন্দি অবস্থায় রয়েছেন।

মঙ্গলবার বিকেলে এ অভিযোগ এনে বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভূক্তভোগী পরিবারের পক্ষে উপজেলার মৌলভীরগাও গ্রামের মৃত আয়ুব আলীর ছেলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী মো. জামাল আহমদ।

তাদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন একই গ্রামের মৃত জয়ফর আলীর ছেলে ছাব্বির আহমদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- ভূক্তভোগী সাইফুল ইসলাম ও গ্রামের মুরব্বী সিরাজ আলী।

লিখিত বক্তব্যে তারা জানান, মৌলভীরগাও গ্রামের ওই রাস্তা দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ জামাল আহমদ গং ও একই বাড়ির মৃত ছিদ্দেক আলীর ছেলে প্রবাসী কয়ছর মিয়া, এবং মফিজ আলীর ছেলে প্রবাসী মবুর মিয়া গংরা চলাফেরা করে আসছেন। সম্প্রতি কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া রাস্তায় গেইট নির্মাণ করে চলাচলের বাধা সৃষ্টি করেন। এই রাস্তা দিয়ে চলাচলে জামাল আহমদ গংদের নিষেধ দেয়। প্রতিনিয়ত গালিগালাজ ও হুমকি ধামকি দিয়ে ওই পরিবারগুলোকে ঘরবন্দি করে রেখেছেন। এ নিয়ে সম্প্রতি বিচার শালিস করলেও তা মানেন নি কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া পক্ষ। পরে বিশ্বনাথ থানা পুলিশ এ দ্বন্দ্ব নিরসনে আপোষের জন্য রাস্তা দিয়ে উভয়ই চলাফেরা করতে পারবেন আর গেইট নির্মাণ করা হলে কারো নাম দেয়া যাবে না শর্ত স্বাপেক্ষে স্মরণলিপি করে। কিন্তু থানা পুলিশের এই স্মরণলিপি উপেক্ষা করে গেইটে নিজেদের নামের সাইনবোর্ড স্থাপন করেন কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া পক্ষ। এমন কি জামাল আহমদ পক্ষের মালিকাধীন ক্ষেতের ধান জোরপূর্বক কেটে নিয়ে যায় কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া পক্ষ। এ বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মামলা চলমান রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে তারা আরও জানান, কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া একে আপরের চাচাতো ভাই। তারা ও তাদের ভাই-ভাতিজারা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ প্রকৃতির লোক। তাদের নামে চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী, চুরি, ডাকাতিসহ প্রায় ৮টি মামলা রয়েছে। এমনকি মবুর মিয়ার ভাইয়ের একটি মামলায় কয়ছর মিয়া ৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর পলাতক ছিলেন। এখন জেল কেটে এসে এলাকায় প্রভাব বিস্তারে নানা অপকর্ম ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে বেড়াচ্ছেন। কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া গংদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে এলাকার সাধারণ মানুষ আতংকে রয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তারা ওই রাস্তা চলাচলের জন্য উম্মূক্ত করার দাবি জানিয়ে কয়ছর মিয়া ও মবুর মিয়া গংদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঠিক বিচার চান।

সিলেটে প্রায় পৌনে ১ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য আটক

সিলেট অফিস : সিলেটে প্রায় ৮২ লাখ টাকার ভারতীয় কাপড় ও চশমা (সানগ-াস) জব্দ করেছে বিজিবি। তবে অভিযানে বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় চোরাকারবারীরা।

গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলার মন্দিরঘাট নামক এলাকা থেকে ভারতীয় এসব পণ্য জব্দ করে বিজিবি ৪৮ ব্যাটেলিয়নের একটি দল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি ৪৮ ব্যাটেলিয়ন জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলার মন্দিরঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় চোরাকারবারীরা বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারীদের ফেলে যাওয়া বিভিন্ন জাতের উন্নতমানের ভারতীয় শাড়ী ও সানগাস জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামালের মূল্য প্রায় ৮১ লাখ ৯১ হাজার ৮০০ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

গোলাপগঞ্জ থেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল মতিন গ্রেফতার

সিলেট অফিস : ভাগ্নের বাড়িতে আত্মগোপন ছিলেন সেই আব্দুল মতিন একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী মো. আব্দুল মতিনকে (৭০) গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

রবিবার (২৩ এপ্রিল) সিলেটের গোলাপগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের রায় পাওয়ার পর থেকেই তিনি তার ভাগ্নের বাড়িতে আত্মগোপন ছিলেন।

সোমবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর টিকাটুলিতে র‍্যাব-৩ এর সদর দফতরে সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর আব্দুল মতিন, আব্দুল মান্নান ওরফে মনাই এবং আব্দুল আজিজ ওরফে হাবুলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। ওই তদন্তটি ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর শেষ হয়। তদন্তকালে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এর প্রেক্ষিতে একই বছর ১ মার্চ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আব্দুল আজিজ ওরফে হাবুল ও আব্দুল মান্নান ওরফে মনাইকে গ্রেফতার করে। তারা বর্তমানে কাশিমপুর কারাগারে আটক রয়েছে।

অপরদিকে, গ্রেফতার আসামি আব্দুল মতিন তখন গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যায়। পরবর্তীতে গভীর তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত ৫টি অভিযোগ প্রসিকিউশনের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে ২০২২ সালের ১৯ মে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আব্দুল মতিন, আব্দুল আজিজ এবং আব্দুল মান্নানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। র‍্যাবের ওই কর্মকর্তা আরও জানান, আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গ্রেফতার এড়াতে তিনি পলাতক জীবনযাপন শুরু করেন। তিনি মৌলভীবাজারের বড়লেখা থানাধীন পাখিয়ালা গ্রামের নিজ বাড়ি ছেড়ে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ থানা এলাকায় তার ভাগ্নের বাড়িতে আত্মগোপন করেন। সেখানে তিনি নিজেকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে পলাতক জীবন শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত মতিন জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার ভাগ্নের বাড়িতে দীর্ঘ ৭ বছর পলাতক থাকাকালীন গতরাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল তাকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-৩।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে হত্যা, গণহত্যা, অপহরণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ৫টি অভিযোগ আনা হয়। আব্দুল মতিন এবং ওই মামলার অপর আসামি তারই আপন ভাই আব্দুল আজিজ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বারপুঞ্জিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তারা পালিয়ে বড়লেখায় এসে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেন। আব্দুল মতিন বড়লেখা থানা জামায়াত ইসলামী এবং ১৯৭১ সালে গঠিত ইসলামী ছাত্র সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আব্দুল মতিনসহ রাজাকার বাহিনীর অন্য সদস্যরা মিলে মৌলভীবাজার এলাকায় হত্যা, গণহত্যা, অপহরণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাতেন।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৯ মে আব্দুল মতিনসহ এই মামলার অপর দুই আসামি আব্দুল আজিজ, আব্দুল মান্নান এবং তাদের সহযোগীরা মিলে মৌলভীবাজারের বড়লেখা থানাধীন ঘোলসা গ্রাম থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা হরেন্দ্রলাল দাস ওরফে হরিদাস, মতিলাল দাস, নগেন্দ্র কুমার দাস এবং শ্রীনিবাস দাসকে অপহরণ করে। তাদের ৩ দিন ধরে বড়লেখা সিও অফিস রাজাকার ক্যাম্পে আটক রেখে অমানবিক নির্যাতন করার পরে জুড়ি বাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। সেই বধ্যভূমিতে হরেন্দ্রলাল দাস ওরফে হরিদাস, মতিলাল দাস এবং নগেন্দ্র কুমার দাসকে হত্যা করা হয়। অপহরণকৃত শ্রীনিবাস দাস নির্যাতিত অবস্থায় কোনোক্রমে পালিয়ে কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরে যায়।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মতিন, মামলার অপর আসামি আব্দুল আজিজ ও আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা বড়লেখা থানাধীন কেছরিগুল গ্রামের বাসিন্দা সাফিয়া খাতুন এবং আব্দুল খালেককে অপহরণ করে কেরামত নগর টি-গার্ডেন রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ওই রাজাকার ক্যাম্পে আসামিরা সাফিয়া খাতুনকে পালাক্রমে গণধর্ষণ করে। পরবর্তীতে তারা টি-গার্ডেন রাজাকার ক্যাম্প হতে সাফিয়া খাতুনকে প্রথমে শাহবাজপুর রাজাকার ক্যাম্প এবং কিছুদিন পর বড়লেখা সিও অফিস রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানেও সাফিয়া খাতুনকে বারবার গণধর্ষণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বড়লেখা হানাদারমুক্ত হলে মুক্তিযোদ্ধারা সাফিয়া খাতুনকে সিও অফিসের বাংকার থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে।

সিলেটে বেশি বয়সে বিয়ে করে পুরুষেরা!

সিলেট অফিস : কথায় বলে, উচ্চবিত্তের বিয়ের ক্ষণ একটু দেরিতেই আসে। প্রবাদের প্রমাণ মিলেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে। সদ্য আলোচনায় আসা ঐ প্রতিবেদনে বিবিএস জানিয়েছে, দেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিয়ের গড় বয়স বেশি। এই শ্রেণির পুরুষরা গড়ে ২৭ বছর বয়সে বিয়ে করেন। আর নারীদের বিয়ের বয়স গড়ে ২১ বছর।

'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল পুরুষদের বিয়ের গড় বয়স ২২ বছর।

'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২১' নামের প্রতিবেদনটি সম্প্রতি সর্বত্র আলোচনায় আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ধনীরা বেশি বয়সে বিয়ে করেন। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ও যোগ্য করে তোলায় বেশি মনোযোগী হন তারা।

বিবিএসের ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী, উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বিয়ের গড় বয়স পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৭ বছর এবং নারীর

স্ট্যাটিসটিকস ২০২১' নামের প্রতিবেদনটি সম্প্রতি সর্বত্র আলোচনায় আসে। ঐ প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, সবচেয়ে বেশি বয়সে বিয়ে করেন সিলেট বিভাগের পুরুষেরা। তাদের বিয়ের গড় বয়স ২৬ বছর। আর ময়মনসিংহ বিভাগের পুরুষেরা সবচেয়ে কম বয়সে বিয়ে করেন। ওই বিভাগের

ক্ষেত্রে এই বয়স ২১ বছর। এটি বিয়ের জাতীয় গড় বয়সের চেয়ে অনেকটাই বেশি। শ্রেণি নির্বিশেষে জাতীয়ভাবে বিয়ের গড় বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২৪ দশমিক ৩ বছর, আর নারীর ক্ষেত্রে ১৮ দশমিক ৭ বছর। প্রথম বিয়ের গড় বয়স ধরেই এই হিসাব করা হয়েছে।

সিলেটে বজ্রপাতে ৯ জনের প্রাণহানী

সিলেট অফিস : সিলেট বিভাগে বিভিন্ন স্থানে হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। রবিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে এ ঘটনাগুলো ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা যায়, সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ান বাজার মোহাম্মদপুর এলাকায় বজ্রপাতে এক কৃষক নিহত হন। নিহত আনছার আলী (৭০) মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা।

বজ্রপাতে কৃষকের মুত্যুর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল আলম।

এদিকে সুনামগঞ্জে হাওরে ধান কাটা ও গরু চরানোসহ বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে ৬ জন নিহত হয়েছেন। রবিবার সকাল ১০ টায় কালবৈশাখি ঝড়ের সময় ব্রজপাতের ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার গোলাঘাট হাওরে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে রমজান মিয়া (১৫) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন একজন। নিহত রমজান মিয়া উপজেলার দক্ষিণ বড়দল ইউনিয়নের কুকুরকান্দি গ্রামের হাছন আলীর ছেলে ও আহত মোকিদ মিয়া (২৫) একেই গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে।

অন্যদিকে, জেলার ছাতক উপজেলার কুড়িবিল হাওরে ধান কাটাতে গিয়ে দুইজন ও গরু চরাতে গিয়ে একজন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন, জাউয়াবাজার ইউনিয়নের দেবেরগাঁও গ্রামের হুছাম মিয়ার ছেলে মহিম মিয়া (১৩), বড়কাপন গ্রামের আরশ আলী (৬০) ও চরমহল্লা ইউনিয়নের চরদুর্লভ গ্রামের আব্দুস সামাদ (৪৫)।

এছাড়া জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের রনভূমি গ্রামের মিলন মিয়া (১৪) ও তারা মিয়া (৩২) হাওরে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান। বজ্রপাতের ঘটনায় তাহিরপুরে একজন ও দোয়ারাবাজারে আরো একজন আহত হয়েছেন। তাদেরকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

বজ্রপাতে প্রাণহানীর ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. এহসান শাহ।

অন্যদিকে, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে গরু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে গরুসহ এক কৃষক মারা গেছেন। রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় সদর ইউনিয়নের উত্তর তিলকপুর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

তিলকপুর গ্রামের বাসিন্দা জেলা শব্দকর সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি প্রতাপ শব্দকর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিফাত উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বজ্রপাতে নিহতের পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত নগদ ২০ হাজার টাকা নিহতের পরিবার সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ওপরদিকে, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হাইল হাওর এলাকায় ধান কাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে রিয়াজ উদ্দিন (৩০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আহত হয়েছেন দুইজন। আহতরা হলেন- একই এলাকার জমসেদ মিয়ার ছেলে জায়দর মিয়া (৬০) ও মো. লেবু মিয়ার ছেলে কামিল মিয়া (৫০)।

রবিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে উপজেলায় পশ্চিম শ্রীমঙ্গল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

শ্রীমঙ্গল থানার উপপরিদর্শক মিয়া নাসির উদ্দিন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেছি। এ ব্যাপারে শ্রীমঙ্গল থানায় অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হবে।

নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করলো বাবা, অতঃপর...

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় নিজের সপ্তম শ্রেণিতে মাদ্রাসায় পড়ুয়া মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে আফতাব আলী ওরফে চিনু মিয়াকে (৫০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) সকালে উপজেলার জয়চণ্ডী ইউনিয়নের তার নিজবাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি ওই ইউনিয়নের গিয়াসনগর গ্রামের কাছিম আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার দুপুরে থানায় এক প্রেসব্রিফংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুছ ছালেক।

তিনি জানান, ধর্ষণের শিকার ওই মেয়ে একটি মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। দেড়মাস আগে তার মা কাজের উদ্দেশ্যে প্রবাসে যান। তিনি প্রবাসে যাওয়ার পর থেকে চিনু মিয়া তার দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে নিজ বাড়িতে থাকতেন। গত শনিবার (২২ এপ্রিল) রাতে তার মেয়ে খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত ২টার দিকে মেয়েটি ঘুমে থাকা অবস্থায় তার বাবা চিনু মিয়া তাকে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

ওসি জানান, ধর্ষণের শিকার মেয়েটি সোমবার (২৪ এপ্রিল) লস্করপুরে তার নানাবাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানালে মঙ্গলবার সকালে নির্যাতিতার নানি থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরই ধর্ষক চিনু মিয়ার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

ওসি আরও জানান, এ বিষয়ে থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

Dr. Zaki Rezwana
Anwar FRSA

বৃটিশ মিডিয়া, রাজনীতি ও জনস্বাস্থ্যঃ আমাদের আস্থা

বৃটিশ মিডিয়া এখন একটি কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের তাদের দেশের মিডিয়ার উপর কতটুকু আস্থা আছে সে বিষয়টি জানার জন্যে সম্প্রতি চব্বিশটি দেশের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে বৃটেনের অবস্থান নীচের দিক থেকে দ্বিতীয়। এই অধঃপতনটি এক বছরে হয় নি। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সমীক্ষায় দেখে গেছে ধীরে ধীরে বৃটেনের মূলধারার মিডিয়ার প্রতি মানুষের অনাস্থা বাড়তে বাড়তে এখন মোটামুটি তলানিতে এসে ঠেকেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জনগণ যেই বৃটিশ মিডিয়ার উপর ভরসা করে থাকতো সেই বৃটিশ মিডিয়ার এত অধঃপতন কেন? এটি শুধু প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে নয়, ব্রডকাষ্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। বৃটিশ রাজনীতির গতিবিধি নির্ভর করে সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো কি, ব্রডকাষ্ট মিডিয়ায় কি বলা হচ্ছে তার উপর, অথচ জনপ্ল্যাটফর্মে যারা আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ, সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের দ্বায়িত্বে নিয়োজিত তাদের উপর যেন আমরা আর ভরসা করতে পারছিনা।

এটি একটি গ্লোবাল সমস্যা হয়ে উঠছে, এ কথা যেমন সত্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে বা ছোট করে উপস্থাপন করা এবং ছোট বিষয়গুলোকে টেনে বড় করে

অত্যাধিক মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করাটা যেন বৃটিশ মূলধারার মিডিয়ার রীতিমত একটা ষ্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঠকদের মনে থাকার কথা, সম্প্রতি বৃটিশ মিডিয়া এক সপ্তাহের উপরে সময় কাটিয়ে দিয়েছে সারা দিন গ্যারি লিনেকারের কথা বলে অথচ গ্যারি লিনেকার যে ইমিগ্রশন পলিসির সমালোচনা করে নিজে সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন সেই ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে কথাই উঠলনা - এখানেই তো বৃটিশ মিডিয়ার ব্যর্থতা!

ধীরে ধীরে বৃটিশ মিডিয়া যেন স্বেচ্ছায় এক কর্তৃত্ববাদের স্বীকার হয়ে উঠছে। হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন সাংবাদিক যাদের পাস থাকার কারণে নিয়মিত ওয়েষ্টমিন্ষ্টারের চত্বরে চক্কর দেওয়ার সুযোগ পান তারাই যেন কোনো রকম হোম ওয়ার্ক ছাড়াই পুরো বৃটেনবাসীকে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ গলধঃকরণের দ্বায়িত্ব নিয়েছেন। রাজনীতির দূষিত বায়ু আর সাংবাদিকতার দূষিত বায়ু মিলেমিশে বৃটিশ মিডিয়াতে যেন এক প্রচন্ড নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ রাজনীতির যেখানে যত কলুষতা তাকে জনগণের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাদের দ্বায়িত্ব। একেবারে অতি সাম্প্রতিক একটি দৃষ্টান্ত দেওয়াটা জরুরী মনে করছি। বৃটিশ পার্লামেন্টের গত অধিবেশনেই পাশ হল জনস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর আরও একটি বিল, অথচ বৃটিশ মিডিয়ার এ ব্যাপারে কোনো শির:পীড়া নেই। এর কারণ কি অজ্ঞতা নাকি সাহসের অভাব?

বেশ কিছুদিন যাবৎ বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আগাম জানান দিয়ে আসছিলেন যে, বৃটেনে ওয়াটার কোম্পানীগুলো যদি পানির আধারে বর্জ্য ফেলা সীমিত না করে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনবাসীদের জন্যে টেপের পানি খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এটি হবে জনস্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

সেজন্যে লেবার পার্টি ওয়াটার কোম্পানীগুলোর উপর কিছু কড়াকড়ি আরোপ করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব এনেছিল। বিষয়টি বিস্তারিত জানতে হলে এখন আলো ফেলতে হবে বৃটিশ পার্লামেন্টের উপর।

কনজারভেটিভ খুব কৌশলেই লেবারের আনা একটি প্রস্তাব উল্টে দিয়েছে, যে প্রস্তাবটি যেভাবে দেওয়া হয়েছিল হুবহু সেভাবে পাশ হলে ওয়াটার কোম্পানীগুলো পয়:বর্জ্য সহ আন্যান্য বর্জ্য পরিশোধন করার আগে সরাসরি সাগরে, নদীতে বা পানির আধারে ফেলে দিলে তাদের মাশুল গুণতে হত। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল এই বর্জ্যগুলো যথা সম্ভব কম রাখার জন্যে ওয়াটার কোম্পানীগলোকে বাধ্য করা এবং তা হত জনস্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক একটি পদক্ষেপ। এতে নি:সন্দেহে ওয়াটার কোম্পানীগলোর কাজ বা খরচ বেড়ে যেতো আর কমে যেত মুনাফা। এখানে বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব জনস্বাস্থ্যের জন্যে যতই কল্যাণকর হোক না কেন কনজারভেটিভ লেবারের এই প্রস্তাবটি যেভাবে আছে হুবহু সেভাবে পার্লামেন্টে ভোটাভুটির জন্যে উত্থাপন করতে একেবারেই চায়নি। তার অবশ্য দু'টো কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ, এতে তাদের রাজনৈতিক বন্ধুমহলের ওয়াটার কোম্পানীগুলো থেকে অর্জিত মুনাফা কমে যাবে। দ্বিতীয় কারণ, যদি হুবহু এই প্রস্তাবটির প্রতিটি শব্দ অপরিবর্তিত রেখে দিয়ে পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হত আর কনজারভেটিভ এমপিরা এর বিপক্ষে ভোট দিত তাহলে প্রকাশ্যে জনগণের কাছে এই বলে কনজারভেটিভ এমপিরা ঘৃণিত হত যে তারা জনস্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করেছে। সে অবস্থায় কনজারভেটিভের যেন একটি ফাঁদে পড়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটল। কনজারভেটিভ সে অবস্থায় একটি নোংরা চাল চেলেছে যাতে ওয়াটার কোম্পানীগুলো থেকে মুনাফার ভাগের কমতি না পড়ে আবার দেশবাসীর সামনে ধরা না পড়ে যে তারা জেনে বুঝে জনস্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করছে। সেটি কিভাবে করল?

যেহেতু কনজারভেটিভ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই ঋষি সুনাক ভোটের জন্যে এই প্রস্তাবটি দেওয়ার আগে প্রস্তাবটির ভাষা এমনভাবে একটু পরিবর্তন করে দিয়েছে যাতে ওয়াটার কোম্পানিগুলোর উপর বর্জ্য পানির উৎসে না ফেলার এই বাড়তি দ্বায়িত্ব আর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। এতে করে ওয়াটার কোম্পানীগুলো খুশী এবং এর বৃহৎ শেয়ার হোল্ডাররাও খুশী। বলা বাহুল্য বেশীরভাগ এমপি এই সংশোধিত বিলটির পক্ষে ভোট করেছে যেহেতু পার্লামেন্টে বেশীরভাগ এমপি কনজারভেটিভ পার্টির। এই অবস্থায় বেকায়দায় পড়ে বাধ্য হয়ে লেবার সহ বিরোধী দলীয় এমপিরা এই প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত ছিল। কারণ লেবার নিজেদের উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে তো আর ভোট করতে পারে না, অন্য দিকে এই প্রস্তাবের পক্ষেও ভোট দিতে পারেনি কারণ আদতে যে প্রস্তাব তারা করেছিল সুনাকের কলমের খোঁচায় তা অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে। এখন ভোটাভুটির পর কনজারভেটিভ এমপিরা গর্ব করে বলতে পারছে যে, লেবার দল তাদের নিজেদের করা প্রস্তাবকেই সমর্থন করছেনা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, লেবার আবারও এরকম আরেকটি মোশন আনবেনা কেন? আনবেনা বা আনতে পারবেনা কারণ বৃটিশ পার্লামেন্টে একই ধরনের প্রস্তাব দু'বার উত্থাপন করা নিয়ম বহির্ভূত।

এ ধরনের ঘটনা কি এই প্রথম হল? না, গত বছরও এমনটি ঘটেছিল। কিয়ার ষ্টার্মার গত বছর যখন একটি প্রস্তাব তুলেছিল যা বলা যায় অনেকটা বরিস জনসনের প্রতি অনাস্থার মত, তখন কনজারভেটিভ একই কাজ করেছিল। কারণ তারা যদি কিয়ার ষ্টার্মার যে প্রস্তাব করেছিল হুবহু সেটার উপর ভোটাভুটিতে যেত আর কনজারভেটিভ এমপিরা ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিত তাহলে ঐ সময়ে বরিস জনসন গদিচ্যূত হতে বাধ্য হতেন। অন্যদিকে ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলে জনগণ ক্ষ্যাপে যেতো যে কনজারভেটিভ এমপিরা বরিসের অন্যায় ব্যবহারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সেই সময়েও কনজারভেটিভ দল কিয়ার ষ্টার্মারের প্রস্তাবের কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে পার্লামেন্টে উত্থাপন করেছিল। ফলশ্রুতিতে তখনও লেবারকে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হয় যেহেতু লেবার দেখল যে ভাষাগত সংশোধনের পর প্রস্তাবের যে চাহারাটি দাঁড়াল তা তাদের দেওয়া প্রস্তাবের ধারে কাছেও নেই। সুতরাং জনগণ জানল যে লেবার তাদের নিজেদের করা প্রস্তাবেই ভোট করেনা।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পক্ষের এমপিরা যদি চায় তাহলে একেবারে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়েই বিরোধী দলের যে কোনো প্রস্তাবকে ভোটের মাধ্যমে নাকোচ করে দেওয়ার সুযোগ যেহেতু রয়েছেই, সেক্ষেত্রে আমি মনে করিনা কোনো গণতান্ত্রিক উপায় থাকা উচিত যার বলে তাদের কোনো প্রস্তাবকে সংশোধন করে পার্লামেন্টে উত্থাপন করার ক্ষমতা রাখতে পারে। এটি একটি অসুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এটি চলতে থাকলে নোংরা রাজনৈতিক খেলাও চলতেই থাকবে যখন যে সরকারই ক্ষমতায় থাকে।

এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, লেবার কি পারবে এ বিষয়গুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে? অনেকে তো কিয়ার ষ্টার্মারের জনগণের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা নিয়েও প্রশ্ন করেন। তবে দ্বিতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, কতটা অকার্যকরভাবে বৃটিশ পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে!

বৃটেনের ফার্ষ্ট পাস দ্যা পোষ্ট পদ্ধতিতে একটি পার্টি অর্ধেকেরও কম পপুলার ভোট পেয়েও পার্লামেন্টে অর্ধেকের বেশী এমপি নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে। এমন নজির বেশ কয়েকবার দেখা গেছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দল ২০১৯ সালে ৪৩% (সাধারণত এর চাইতে অনেক কম পপুলার ভোট নিয়েও সরকার গঠন করা হয়েছিল অতীতে) পপুলার ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। তার মানে সবগুলো বিরোধী দল বাস্তব অর্থেই সম্মিলিতভাবে বেশীরভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু রাজনীতির মাইনকার চিপায় লেবার, লিবডেম, ডিইউপি, গ্রীন, এস এন পি অর্থাৎ সবগুলো বিরোধী দল (যারা সম্মিলিতভাবে বেশীরভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে) যদি কোনো পলিসির ব্যাপারে একমত হয় তাহলেও সমষ্টিগতভাবে যারা অধিকাংশ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না সেই সরকারি দল সে ধরনের প্রতিটি প্রস্তাবকে প্রতিবার ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। এই অবস্থাকে একেবারে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা যায়না, গণতান্ত্রিক এই দূর্বলতাটা অনেকটা কাটানো সম্ভব হত ফুল প্রোপরশনাল রেপ্রেসেন্টেশনের মাধ্যমে।

যদি আমরা ধরেও নেই যে ফার্ষ্ট পাস দ্যা পোষ্ট-কে মোটা দাগে একটি ব্যালেন্সড প্রক্রিয়াই বলা যায় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট না পেয়েও অধিক সংখ্যক এমপি নিয়ে সরকার আপন খেয়ালে কর্তৃত্ব করাকে যদি আমরা মেনেও নেই , তারপরও যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হচ্ছে, বিরোধী দল বলতে আমরা কি বুঝি?

সরল অর্থে আমরা বুঝি বিরোধী দলকে বিরোধী দল বলা হয় কারণ তারা সরকারের দলে নয় কিন্তু এদিকে বাস্তব অর্থেই তারা আবার বৃটেনের মিলিয়ন মিলিয়ন জণগনের প্রতিনিধি। জনগণের ট্যাক্সের অর্থে বেতনভোগী বিরোধী দলের এমপিদের ভূমিকা কি অথবা তাঁরা তাঁদের ভূমিকা পালনে কিভাবে এবং কতটা সুযোগ পাচ্ছে বা আদৌ পাচ্ছে কি? এটা সত্যি যে বিরোধী দলের এমপিরা সিলেক্ট কমিটির অংশ হতে পারে এবং মাঝে মাঝে সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারে যদিও এটি জনগণের প্রতিনিধিত্ব বলতে যা বোঝায় সে ধরনের কোনো কাজ নয়; বিরোধী দলের এমপিরা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন যা টেলিভিশনে সরাসরি দেখে আমরা রোমাঞ্চিত হতে পারি, কিন্তু তাতে জনগণের জন্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। একটি উপায়ে বিরোধী দলের এমপিরা তাঁদেরকে ভোটের মাধ্যমে সমর্থন করা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তাঁদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে যদি তারা পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আনতে পারে। এটা মেনে নেওয়া যায় যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা বিরোধীদলীয় এমপিদের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়ে প্রস্তাবটি নাকোচ করতে পারে, কিন্তু কেন তাদের

> “এটা মেনে নেওয়া যায় যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা বিরোধীদলীয় এমপিদের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়ে প্রস্তাবটি নাকোচ করতে পারে, কিন্তু কেন তাদের এমন ক্ষমতা থাকবে যে ক্ষমতাবলে তারা বিরোধী দলের আনীত প্রস্তাবের ভাষার উপর লাল কালির খোঁচা দিয়ে তারপর প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করার স্পর্ধা রাখবে? এটি যে শুধুমাত্র অগণতান্ত্রিক তা-ই নয়, এটি নোংরা রাজনৈতিক চালগুলোকে প্রশ্রয় দেয়”

এমন ক্ষমতা থাকবে যে ক্ষমতাবলে তারা বিরোধী দলের আনীত প্রস্তাবের ভাষার উপর লাল কালির খোঁচা দিয়ে তারপর প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করার স্পর্ধা রাখবে? এটি যে শুধুমাত্র অগণতান্ত্রিক তা-ই নয়, এটি নোংরা রাজনৈতিক চালগুলোকে প্রশ্রয় দেয়।

তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা দেখলাম গত ২৪ ঘন্টায়। কনজারভেটিভ লেবার ও অন্যান্য দলের আনীত প্রস্তাব উত্থাপনের আগে সেটার ভাষা পরিবর্তন করে এখন বলতে পারছে লেবার নিজেরাই নিজেদের প্রস্তাব পাশ করেনি।

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বৃটিশ মিডিয়ার নীরবতা রাজনীতিবিদদের জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আরো সহজ করে তুলেছে। লেবার যদি আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার গঠন করে তাহলে হাউজ অফ লর্ডসে পরিবর্তন আনার কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি, শুধু হাউজ অফ লর্ডস নয়, হাউজ অফ পার্লামেন্টও বাদ যাবে কেন? গাড়ির যেভাবে সার্ভিসিং প্রয়োজন হাউজ অফ পার্লামেন্টেরও সংস্কারের প্রয়োজন --- খাওয়ার পানির মত জনস্বাস্থ্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে যে রাজনৈতিক নোংরামি ও রাজনৈতিক মিথ্যা প্রচার আমরা দেখলাম তা বন্ধ করার জন্যে।।

লেখক একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ও কলামিস্ট

বর্ষীয়ান রাজনীতিক পঙ্কজ ভট্টাচার্য আর নেই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : না ফেরার দেশে চলে গেলেন প্রবীণ রাজনীতিক ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। গত রোববার রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন। গত রোববার তাকে রাজধানীর হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। রোববার রাত ১২টা ২৮ মিনিটে পঙ্কজ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ভায়রা ডা. মানস বসু। ১৯৩৯ সালের ৬ই আগস্ট চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য। তার শিক্ষাজীবন কেটেছে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে ১৯৫৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। পঙ্কজ ভট্টাচার্য ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী বাংলাদেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী, একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সংগঠক। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও পরে কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন পঙ্কজ ভট্টাচার্য। তিনি ১৯৬৬ সালে 'স্বাধীন বাংলা ষড়যন্ত্র' মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। পঙ্কজ ভট্টাচার্য মুক্তিযুদ্ধে ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন-কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা বাহিনীর সংগঠক ছিলেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গণফোরাম গঠনের সময় তিনি ছিলেন দলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। পরে সম্মিলিত 'সামাজিক আন্দোলন' নামে দেশের প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক মানুষের একটি প্ল্যাটফরম গড়ে তোলেন। ২০১৩ সালে তিনি ঐক্য ন্যাপ নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প বয়সে কৃতী ফুটবলার ছিলেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য। লেখালেখি ও সংস্কৃতিচর্চায় বরাবর তার আগ্রহ ছিল।

২১ মে বিমানের প্রথম হজ ফ্লাইট

৩ হাজার ৩৬৬ হজযাত্রীর কোটা খালি যাচ্ছে ১৪৪৪

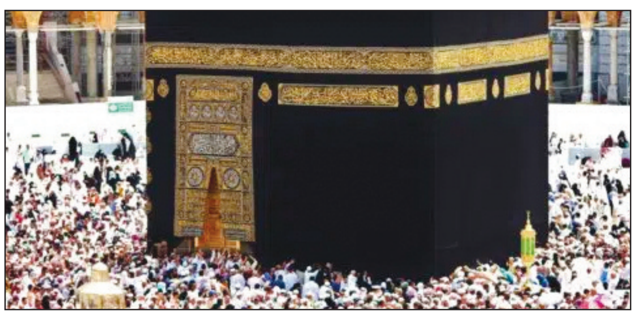

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : হিজরীর পবিত্র হজে বাংলাদেশ থেকে ৩ হাজার ৩৬৬ জন হজযাত্রীর কোটা খালি থেকে যাচ্ছে। সউদী-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি অনুযায়ী এবছর বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজযাত্রী হজে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ হাজার বাকি সব বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। এ যাবত ৯ বার হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধির পরেও হজ কোটা পূরণ হয়নি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী, হজ গাইড ও মুনাজ্জেমসহ ১ লাখ ২৩ হাজার ৮৩২জন হজযাত্রীর কোটা পূরণ হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০ হাজার ৭৪ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ ১০ হাজার ৪১৭ জন কোটা পূরণ হয়েছে। এদিকে, বিমানের প্রথম হজ ফ্লাইট আগামী ২১ মে রাতে হজযাত্রী নিয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ঢাকাত্যাগ করবে। গতকাল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত বিশেষ সুযোগে হজযাত্রী নিবন্ধনের সার্ভার চালু রাখায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩৯ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৫৭জনসহ মোট ৭৯৬ জন নিবন্ধনের সুযোগ পেয়েছে। নিবন্ধনের সার্ভার অটো বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে, হজযাত্রীদের বায়োমেট্রিক হজ ভিসার আবেদন সম্পন্ন করার আর মাত্র ৫ দিন বাকি। গত সোমবার পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় বায়োমেট্রিক হজ ভিসার এন্ড্রলমেন্ট আইডি পিআরপি সেস্টেমে অর্ন্তভুক্ত হয়ে ৭ হাজার ৫৯২জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বায়োমেট্রিক সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ৯ হাজার ৮৮৪ জন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার বায়োমেট্রিক হজ ভিসার এন্ড্রলমেন্ট আইডি পিআরপি সিস্টেমে আরো কতজনের অর্ন্তভুক্ত করেনি তা' জানা যায়নি। আইটি শাখার নির্ভরযোগ্য সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

বঙ্গভবনে সাহাবুদ্দিন

চলছে রাজনীতির অন্দরমহলে আলোচনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজনীতিতে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা- এমনটা বলা যায় না। তবে কে না জানে, ধীরে হলেও পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে। মাঠ এখন পর্যন্ত শান্ত। যেন চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই শিবিরই। পর্দার আড়ালে দৌড়ঝাঁপ চলছে। ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কূটনীতিকরা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেনের কথায় স্পষ্ট, সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনের সহযোগিতা চেয়েছে ঢাকা। এই যখন অবস্থা তখন দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন মো. সাহাবুদ্দিন। গত সোমবার সকালে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী তাকে শপথ পড়ান। এমনিতে সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

তবুও কখনো কখনো বঙ্গভবনের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, বিশেষত নির্বাচনকালীন সময়ে। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এরইমধ্যে নির্বাচন নিয়ে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক। বাংলাদেশের রাজনীতি চলছে পুরনো ছকে। দুই পক্ষই অটল এবং অনড়। এক পক্ষের সাফ কথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না।

গত দুটি নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে বিএনপি এবং সমমনাদের দাবি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। অন্যদিকে, শাসক দলের দাবি, সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে এটাও বলা হচ্ছে, নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে গত কয়েক মাস ধরেই বিএনপি নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে আসছে। সভা-সমাবেশ-মানববন্ধনের মতো কর্মসূচিতেই প্রাধান্য দিয়েছে দলটি। সমমনা অন্যান্য দলও শরিক হয়েছে যুগপৎ আন্দোলনে। এই আন্দোলন সরকারের ওপর খুব একটা চাপ তৈরি করতে পেরেছে- এমনটা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন না। বিএনপি'র সূত্রগুলো বলছে, নির্বাচনের আর বেশি সময় নেই। তাই সহসাই আন্দোলনে গতি আনতে চায় দলটি। অন্যদিকে, বিএনপি'র এই দফার আন্দোলনের শুরু থেকেই মাঠে সক্রিয় আওয়ামী লীগ। নানা কর্মসূচি পালন করছে দলটি। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছে সেই আলোচনা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরাশক্তিগুলোর বরাবরই বড় ভূমিকা রয়েছে।

সম্প্রতি বিএনপি'র এক সিনিয়র নেতা এ রিপোর্টারকে বলেন, 'এটা স্বীকার করা হোক বা না হোক সত্য হচ্ছে একটি বড় দেশের সমর্থন না থাকলে বর্তমান সরকারের শাসনকাল এত দীর্ঘায়িত হতো না।' বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী নির্বাচনেও বড় দেশগুলোর ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। যদিও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য ইস্যুর মতো এ ইস্যুতেও বিভক্তি স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলো রয়েছে একই ভূমিকায়। তারা বাংলাদেশে একটি অবাধ, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়। অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক না হলে সে নির্বাচন গ্রহণ করা হবে না বলেও তাদের পক্ষ থেকে বার্তা রয়েছে। অন্যদিকে, চীন ও রাশিয়া মনে করে নির্বাচনের মতো ইস্যুগুলো বাংলাদেশের নিজস্ব। অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে অন্যদের ভূমিকা না রাখার কথা বলছেন তারা। ভারতের পক্ষ থেকে নতুন করে কিছু বলা হয়নি। তবে দেশটির ভূমিকা সবারই জানা। মাঠের আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ভূমিকা ঘিরে নির্বাচনকালীন সময়ে প্রেসিডেন্টের ভূমিকা কী হতে পারে রাজনীতির অন্দরমহলে এ নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। অতীতে এমন গুঞ্জনও তৈরি হয়েছিল, হয়তো প্রেসিডেন্টকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেয়া হতে পারে। কখনো কখনো তার আরও বড় ভূমিকার কথাও শোনা যায়। তবে বিএনপি'র সূত্রগুলো বলছে, প্রেসিডেন্টের বিশেষ ভূমিকায় নির্বাচনী রাজনীতির জট খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মনে করেন প্রেসিডেন্ট গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নন।

মির্জা ফখরুল বলেন, বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছেন তারা অনির্বাচিত। তারা অগণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করেছেন। এই যখন অবস্থা তখন ভোটে প্রেসিডেন্টের ভূমিকা কী? সম্প্রতি ঢাকার একটি দৈনিকের কাছেও নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলেন মো. সাহাবুদ্দিন। এতে তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, ভোটকেন্দ্রে জনগণের যাওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সেই দায়িত্ব সূচারুভাবে পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি তার আহ্বান থাকবে। তার নিজের পক্ষ থেকে সংলাপের কোনো উদ্যোগ থাকবে কিনা- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখবেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার করণীয় কিছু থাকলে তিনি তা করবেন।'

আইনবিদরা বলছেন, সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তবে নির্বাচনের ব্যাপারে আইন বা সংবিধানের ভূমিকা মুখ্য নয়। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক মনে করেন জাতীয় স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করা যায়। আমাদের এখানে অতীতে রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন হয়েছে। তিনি বলেন, 'এরশাদ সাহেবের পতনের পর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হলেন সেটাতো সংবিধানে ছিল না। এমনকি পরে তিনি আবার প্রধান বিচারপতি পদেও ফিরে গেলেন। পুরো বিষয়টি পরে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জায়েজ করা হয়।'

আইনের শিক্ষক ড. মালিক আরও বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করে তখন তা সংবিধানে ছিল না। রাজনৈতিক সমঝোতা এবং চাপের মুখে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়। তখনো সংবিধানে সংশোধন আনা হয়। এবারও রাজনৈতিক সমঝোতা হলে তত্ত্বাবধায়ক ফেরাতে কোনো বাধা নেই। তবে শাহদীন মালিক এ প্রসঙ্গে একমত পোষণ করেন যে, বর্তমান সংবিধানের আওতায় প্রেসিডেন্টের বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রেও সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হবে।

ইঞ্জিনে পাখি, মাঝ আকাশে জ্বলে উঠল বিমান

পোস্ট ডেস্ক : আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৯৫৮ ওহিওর কলম্বাসের জন গেন কলম্বাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে ফিনিক্সে দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু, যাত্রা শুরুর খানিক পরেই বিমানের ইঞ্জিনে একটি পাখি ঢুকে যায় বলে জানা যায়। জ্বলতে শুরু করে ইঞ্জিনের একাংশ। আর সে কারণেই যে বিমানবন্দর থেকে বিমানটি উড়েছিল সেখানেই সেটি ফের ফিরে আসে।

দ্রুত বিমানে থাকা যাত্রীদের নামানো হয়। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেন বিমানবন্দরের দমকল কর্মীরা। এদিকে বিমানটিতে আগুন লাগার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ওই বিমানের যাত্রীদের অন্য বিমানে তাদের গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে কলম্বাসের জন গেন কলম্বাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তরফে একটি বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, বিমান কর্মীরা মাঝ আকাশে বিমানটিতে আগুন দেখতে পান। কোনও যান্ত্রিক কারণে এই আগুন লেগেছে বলে জানা যাচ্ছে। আসল কারণ জানতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। আপাতত বিমানটি নিরাপদেই বন্দরে অবতরণ করেছে।

টুইটারে ভিডিও পোস্ট করে এক যাত্রী লেখেন, "আচমকা বিমানে আগুন লেগেছে বলে শুনতে পাই। ইঞ্জিন থেকে বিকট আওয়াজ হতে শুরু করে। আমরা শুরুতে বুঝতে পারিনি কী কারণে এমনটা হচ্ছে।" ঘটনার তদন্তভার গিয়েছে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনেস্ট্রেশনের কাছে। তবে বিমানটিতে মোট কতজন যাত্রী ছিলেন তা পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি।

আবারও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বাইডেনের

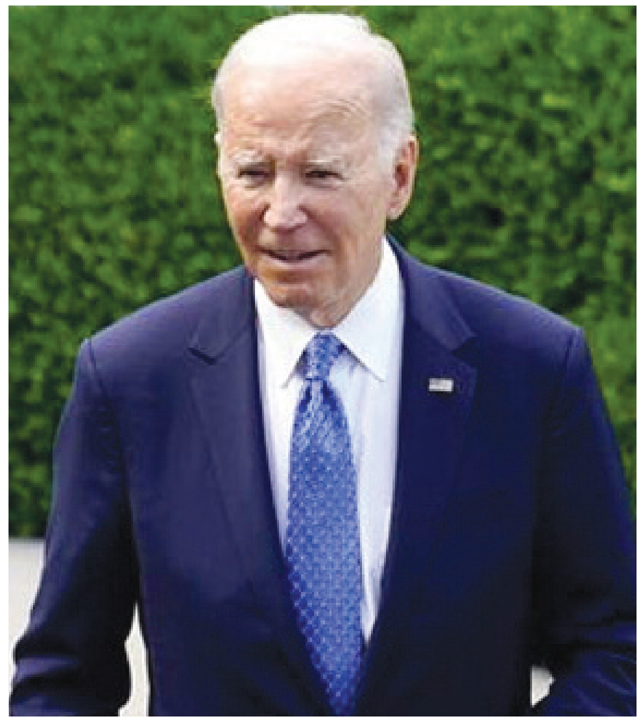

পোস্ট ডেস্ক : আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য প্রচারে নামার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি নিজের নির্বাচনি প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মার্কিন নাগরিকদের আবারও চার বছর মেয়াদে তাকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মনোনয়ন লড়াইয়ে নামার ঘোষণা দিয়ে ২০২৪ সালের নির্বাচনি প্রচারে নতুন ধাপের সূচনা করলেন বাইডেন। কয়েক মাস আগে তার কাছে ২০২০ সালের নির্বাচনে পরাজিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান মনোনয়ন পাওয়ার লড়াই শুরু করেছেন। উভয়েই প্রার্থিতার জন্য লড়াইয়ে নামায় রাজনৈতিক ও আইনি উত্তেজনা বাড়তে পারে।

২০১৯ সালে রাজনীতিতে ফেরার চতুর্থ বার্ষিকীতে মনোনয়ন প্রার্থিতার ঘোষণা দিলেন বাইডেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বাইডেনের এটি তৃতীয় লড়াই। তার রানিং মেট হিসেবে থাকবেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। একই দিনে তিনিও নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা, থানা জ্বালিয়ে দিলো জনতা

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের উত্তর দিনাজপুরে এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় থানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে একদল বিক্ষোভকারী। এতে থানা ভবনের একাংশ ও পুলিশের কয়েকটি গাড়ি পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা দৈনিক আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক কিশোরীকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে। থানা ভবন এবং থানা চত্বরের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে লাঠিচার্জের পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে।

এই ঘটনার জেরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকা। স্থানীয় জনতার সাথে সংঘর্ষের সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে।

আনন্দবাজার বলছে, সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জে এক কিশোরীকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনা ঘিরে একাধিকবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ এলাকা। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে কালিয়াগঞ্জে থানা অভিযান কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছিল রাজবংশী তফসিলি আদিবাসী সমন্বয় কমিটি। ওই কর্মসূচি থেকে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়।

কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার শত শত মানুষ থানা অভিযানে অংশ নেন। কর্মসূচির আগাম খবর পেয়ে থানার সামনে তিনটি জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করেছিল পুলিশ। তবে সেসব ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

পুলিশের কাঁদানের গ্যাস নিক্ষেপের কারণে বিক্ষোভকারীরা আরও মারমুখী হয়ে ওঠেন। তারা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীরা থানায় ঢুকে ভাঙচুর চালান। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় থানা ভবনের একাংশে। অগ্নিকাণ্ডে থানায় রাখা একাধিক বাইক ও কয়েকটি গাড়ি পুড়ে যায়।

একই দাবিতে মঙ্গলবার রায়গঞ্জে পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও অভিযান পালন করে রাজ্যের বিরোধীদল বিজেপি। সেই কর্মসূচি ঘিরেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারি বাংলো ছাড়লেন রাহুল গান্ধী

পোস্ট ডেস্ক : কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন লোকসভা সাংসদ রাহুল গান্ধী শনিবার তার সরকারি বাসভবনটি ছেড়ে দিয়েছেন। লোকসভার সদস্য পদ খারিজ হওয়ার পর ১ মাসের মধ্যে সরকারি বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে। গতকাল শনিবার দিল্লির ১২, তুঘলক লেনের বাংলোটি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। যেখানে তিনি ১৯ বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন।

মোদী পদবি মন্তব্য মামলায় গত ২৩ মার্চ রাহুল গান্ধীকে দুই বছরের জেলের সাজা শোনায় সুরাটের আদালত। এরপরই তার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। যার জেরে বাংলো খালি করতে বলে নোটিশ পাঠিয়েছিল লোকসভার হাউজিং কমিটি।

প্রায় চার বছর আগে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির বিধায়ক পূর্ণেশ মোদি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণার সময় 'মোদি' পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন রাহুল বলে অভিযোগ ওঠে। রাহুলের ওই মন্তব্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও 'মোদি' পদবিধারী অন্যান্যদের জন্য অপমানজনক বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। মানহানির মামলায় শাস্তি হওয়ায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে লোকসভার সদস্যপদ হারান রাহুল।

রাহুল গান্ধী বলেন, 'হিন্দুস্তানের মানুষ ১৯ বছর ধরে আমাকে এই বাড়ি দিয়েছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটা সত্য কথা বলার মূল্য। সত্য কথা বলার জন্য আমি যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। মূল্য যাই হোক না কেন, আমি তা পরিশোধ করব।'

বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পরে রহুল জানান, আপাতত মা সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গেই থাকবেন। চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাংলো থেকে নিজের জিনিসপত্র সরিয়ে নেন রাহুল গান্ধী। ওই দিনই সমস্ত জিনিস মার বাংলোতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ সামরিক ব্যয়ের রেকর্ড

পোস্ট ডেস্ক : সর্বকালের সর্বোচ্চ সামরিক ব্যয়ের রেকর্ড তৈরি হলো। সারা বিশ্বে ২০২২ সালে ২ দশমিক ২৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে সামরিক ব্যয়। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে ইউরোপজুড়ে সামরিক ব্যয়ের এই মারাত্মক উর্ধ্বগতি বলে জানিয়েছে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরআই)। বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এসআইপিআরআই সোমবার (২৪ এপ্রিল) বলেছে, টানা অষ্টম বছরে বিশ্বব্যাপী ব্যয় বেড়েছে। শুধু ইউরোপে বেড়েছে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অন্তত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যয়ের বেশির ভাগই রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে অন্য দেশগুলোও রাশিয়ান হুমকির প্রতিক্রিয়ায় সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছে।

এসআইপিআরআই বলছে, 'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি একটি চিহ্ন, যা আসলে বলছে আমরা একটি ক্রমবর্ধমান অনিরাপদ বিশ্বে বাস করছি। রাষ্ট্রগুলো একটি অবনতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা তাদের আগামী সময়য়ের জন্য ক্ষতিকর।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাশিয়ার সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে ৯.২ ভাগ বেড়ে হয়েছে ৮৬.৪ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র এখনো সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা দেশ। তারা ২০২২ সালে ব্যয় ০.৭ ভাগ বাড়িয়ে খরচ করেছে ৮৭৭ বিলিয়ন ডলার। এটি হলো বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ৩৯ ভাগ।

চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী দেশ হিসেবে তার স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তারা ২০২২ সালে সামরিক খাতে ব্যয় করেছে ২৯২ বিলিয়ন ডলার। জাপান ২০২২ সালে ব্যয় করেছে ৪৬ বিলিয়ন ডলার। ১৯৬০ সালের পর এই খাতে জাপান এবারই সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে।

তীব্র ভূমিকম্পের পরে ইন্দোনেশিয়ায় সুনামি সতর্কতা জারি

পোস্ট ডেস্ক : ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৩। কম্পনের পরই জারি করা হয়েছে সুনামি সতর্কতাও।

জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী সোমবার রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ কেঁপে ওঠে ইন্দোনেশিয়া। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মাটির তলায় ৮৪ কিমি নিচে, মেন্টাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ১৭৭ কিমি ইত্তর-পশ্চিমে। প্রথম কম্পনের পরও আরও বেশ কয়েকবার কেঁপে ওঠে মাটি। এর মধ্যে একটি কম্পনের মাত্রা ছিল ৫। মাটি কেঁপে ওঠার পরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। তবে শেষ পর্যন্ত ভূমিকম্পে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কম্পন অনুভূত হয়েছে পশ্চিম সুমাত্রা ও উত্তর সুমাত্রাতেও। সবচেয়ে তীব্র কম্পন ৩০ সেকেন্ডের মতো স্থায়ী হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালেই ৭.২ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হয় নিউজিল্যান্ডে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কার্মাডেক দ্বীপপুঞ্জ। তবে ওই কম্পনেও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। দক্ষিণ গোলার্ধের ওই দেশটিতে অবশ্য সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার কম্পন যেহেতু মাটির গভীরে, তাই সমুদ্রে অতিকায় ঢেউ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই জারি হয়েছে সুনামি সতর্কতা।

সেপ্টেম্বরে বঙ্গবন্ধু টানেলের উদ্বোধন

চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ টানেল উদ্বোধন করবেন।

বুধবার সকালে সেতু বিভাগের সম্মেলনকক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় তিনি এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, মাল্টিলেন টানেলটি সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরকে আনোয়ারা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে সরাসরি কক্সবাজারকে চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নদীর তলদেশে নির্মিত এই টানেলটি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলো এখন শেষ করা হচ্ছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ১৮ থেকে ৩১ মিটার গভীরে টানেলটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার। চার লেন বিশিষ্ট দুটি টিউবের প্রতিটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২.৪৫ কিলোমিটার। মূল টানেলের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে ৫.৩৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং আনোয়ারা প্রান্তে একটি ৭২৭ মিটার ফ্লাইওভার থাকছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) মো. হারুনুর রশীদ চৌধুরী বলেন, 'টানেলের নির্মাণকাজ প্রায় শেষের দিকে এবং কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৯৭ শতাংশ। আমরা সময়মতো টানেলটি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করছি। ইতিমধ্যে আমরা অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করেছি। এখন টানেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা কাজ চলছে।'

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই টানেলটি হয়ে উঠবে 'দুই শহরের এক নগরী' এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে তৈরি হওয়া প্যাসেজওয়ে। তারা বলেন, টানেলটি সঠিক পথে বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তব পদক্ষেপ, যা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে এবং দেশের মানুষের জীবনমান প্রভূত উন্নত করবে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমে আংশিকভাবে মেট্রো রেল ও বঙ্গবন্ধু টানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২ শতাংশের বেশি বাড়বে।

ঝুঁকির মধ্যে ব্রিটিশ অর্থনীতি বাড়ছে

এবং মুদ্রাস্ফীতির সেই অংশটি অব্যাহত থাকতে পারে।'

গত বছর, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রধান অ্যান্ড্রু বেইলি মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকির জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বেতন বৃদ্ধি না করার জন্য কর্মীদের অনুরোধ করার পরে সমালোচনার সম্মুখীন হন।

সুদানে ঝুঁকিতে দেড় হাজার বাংলাদেশী

কাবেরী' নামে যে বিশেষ ইভ্যাকুয়েশন অভিযান শুরু করেছে, তার আওতায় বাংলাদেশ, নেপাল বা শ্রীলঙ্কার নাগরিকরাও ফেরার সুযোগ পাচ্ছেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস সুমেধা খুব শিগগিরই পোর্ট সুদানে ভিড়তে চলেছে। এই জাহাজে করে অন্তত কয়েক হাজার ব্যক্তিকে সুদান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানও সুদানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে, সেগুলোও একই কাজে ব্যবহার করা হবে। সংবাদ মাধ্যমের খবর ভারতের নাগরিকই নন, বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা নেপালের মতো বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশগুলোর নাগরিকদেরও এই অভিযানের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি।

গত ১৫ই এপ্রিল থেকে সুদানের সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার পর মানবিক সংকট দেখা দেয়।

এ পর্যন্ত চার শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির আবাসিক এলাকাও পরিণত হয়েছে যুদ্ধাঞ্চলে। রাজধানী খার্তুমের লাখ লাখ মানুষ গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন। সেখানে দেখা দিয়েছে খাবার ও পানির তীব্র সংকট। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সশস্ত্র বাহিনী খার্তুম থেকে তাদের কূটনীতিক ও দূতাবাস কর্মীদের সরিয়ে নিয়েছে, বিভিন্ন দেশ তাদের নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে তৎপরতা শুরু করেছে। সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্যে শনিবার বাংলাদেশিদের সুদান ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়ে সতর্কতা জারি করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ক্ষমতার লড়াইয়ে চলমান সংঘাতের মধ্যে সুদান থেকে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সরিয়ে নিলেও সেখানে মিশন চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। দেশটিতে বসবাসরত দেড় হাজারের মতো বাংলাদেশির কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। এদিকে সুদানের যুদ্ধরত দুই পক্ষ ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব এই যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা করেছে বলে সুদান আর্মড ফোর্সেস (এসএএফ) জানিয়েছে। এই যুদ্ধবিরতি স্থানীয় সময় সোমবার মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন সোমবার বলেছেন, দুই দিনের লাগাতার আলোচনার পর এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলেও তা মানেনি সুদানের সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। সুদানের সামরিক নেতৃত্বের দুই অংশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সহিংসতার বিস্তার ঘটেছে। সুদানের সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে মূলত বর্তমান সামরিক সরকার চলে। তার সঙ্গে উপনেতা হিসেবে আছেন আরেকটি আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) প্রধান মোহাম্মদ হামদান হেমেডটি ডাগালো। বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই দুটি বাহিনীকে একীভূত করার কথা। কিন্তু আরএসএফ তাদের বিলুপ্ত করার বিপক্ষে এবং এই পরিকল্পনা থামানোর জন্য তাদের বাহিনীকে রাস্তায় নামায়। এই ঘটনা সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ লড়াইয়ে রূপ নেয়। জাতিসংঘের একাধিক সংস্থার রিপোর্ট মতে, দুই পক্ষের লড়াইয়ে সুদানে ৪২৭ জন নিহত হওয়া ছাড়াও আহত হয়েছেন কমপক্ষে চার হাজার লোক। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরাঁ দফায় দফায় যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, সুদান এখন অতল গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে। সুদানের সংঘাত পুরো অঞ্চল, এমনকি অঞ্চলটির বাইরের এলাকাকেও গ্রাস করতে পারে। সুদানকে অতল গহ্বরের কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনতে সবাইকে সাধ্যের মধ্যে সবকিছু করতে হবে বলে মনে করে জাতিসংঘ মহাসচিব। সুদান বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটেনে।

দেশ ভাগ হতে দেবেন না মমতা

তিনি আরো বলেন, 'এটা এপ্রিল মাস। এক বছর পর দেশে নির্বাচন। লোকতন্ত্র চলে গেলে, সব চলে যাবে।' মমতা অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি সংবিধান বদলে ফেলছে। সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করতে চাইছে বিজেপি। ঠিক করুন কাকে আনবেন। সবাই এক হলে গদিচ্যুত হবে মোদি সরকার। বাংলায় এনআরসি নয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মুসলিম ভোট ভেঙে দেবে বলে প্রচার করছে কোনো কোনো পার্টি। যা খুশি তা-ই করছে।' কোনোভাবেই বাংলায় অশান্তি বরদাস্ত করবে না তাঁর সরকার।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপিকে

নির্বাচনে বিএনপি কি তাদের নিজ দলীয় নেতাদের থামিয়ে রাখতে পারবে? নাকি কেউ কেউ দলের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে লড়বেন? এক্ষেত্রেও বিএনপি কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছে দলীয় নেতাদের। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরপরও কিন্তু থেমে নেই আলোচনা। পাঁচ সিটিতেই কোনো কোনো বিএনপি নেতা আলোচনায় রয়েছে। প্রকাশ্যে এখনো কেউ ঘোষণা না দিলেও কেউ কেউ নীরবে প্রচারণাও চালাচ্ছে। এখানেও কথা থেকে যায়-বিএনপি থেকে দলছুট হয়ে নির্বাচন করা আর সরাসরি বিএনপি নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য।

সর্বত্র আলোচনা চলছে বিএনপি কি জাতীয় নির্বাচনের আগে হওয়া পাঁচ সিটি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে কোনো ভুল করছে। নির্বাচনে অংশ না নিয়ে তারা কি আওয়ামী লীগকে খালি মাঠে গোল দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে? যদিও সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ঘোষণা দিয়েছে তারা নির্বাচনে অংশ নেবে। কিন্তু জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা যে ভোটের দৌড়ে অনেক পিছিয়ে এটাও বলাবলি হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করছে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। প্রভাবমুক্ত রাখতে। এক্ষেত্রে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলে ভালো ফলাফল করতে পারে। কিন্তু বিএনপি তো এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে- এটাই বিশ্বাস করে না। তাহলে এই সিটি নির্বাচনে আসলে কী হবে? নির্বাচন কমিশন কি নির্বাচন শেষে তৃপ্তির ঢেঁকুর গিলতে পারবে? সিইসি কি জোর গলায় বলতে পারবেন আমরা দেখিয়ে দিয়েছি নির্বাচন কীভাবে শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক ও প্রভাবমুক্ত করা যায়। নাকি বিগত দিনে হওয়া অন্যসব নির্বাচনের মতো নির্বাচন হওয়া দরকার তাই করতে হবে-এই মনোভাবে নির্বাচন করতে হচ্ছে।

সব মিলিয়ে জাতীয় নির্বাচনের আগে পাঁচ সিটি করপোরেশন নির্বাচন সব দল ও সব মহলকে চিন্তার খোরাক এনে দিয়েছে। এটা সবাই জানেন, বিএনপি অংশ না নিলে কোনো নির্বাচনই অংশগ্রহণমূলক হবে না। আবার এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যও হবে না। তাইতো নির্বাচন কমিশনের এত চিন্তা। সরকারি দল আওয়ামী লীগ যতই বলুক কেউ আসুক বা না আসুক নির্বাচন সময়মতো হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে। জনগণ ভোটও দেবে। কিন্তু দেশের জনগণ জানে বিএনপি না এলে নির্বাচন কী হবে। ইদানীং বিদেশিরাও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা জোরেশোরে বলছেন। তাদের এ বলায়ও একটা তাৎপর্য আছে। এ তাৎপর্য অনুধাবন করে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে খোলা মন নিয়ে এগিয়ে এলেই একটা পথ বেরুতে পারে। অন্যথায় সুড়ঙ্গের ওপাশের আলো আর এপাশ থেকে দেখা যাবে না। নির্বাচন কমিশন তখন কোন পথ বেছে নেবে? অথচ জাতীয় নির্বাচনের আগে হওয়া এই পাঁচ সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে দলগুলোর মধ্যে একটা ঐকমত্য হতে পারতো। সে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় নির্বাচন কমিশন এক অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি এখন দাঁড়িয়ে। এমনিতেই ইসি'র প্রতি মাঠের রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার সংকট রয়েছে।

এ অবস্থায় নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হবে। গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তো আগে থেকেই রয়েছে। এমনিতেই গত দু'টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিভিন্ন উপনির্বাচন ও এ সময়ে হয়ে যাওয়া সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি একেবারেই কম। নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবিতে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনও অব্যাহত রয়েছে। এরইমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক রাষ্ট্র, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে আসছে। নির্বাচন ইস্যুতে সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনাও হয়েছে দেশটির। এমন এক পরিস্থিতিতে পাঁচ সিটির নির্বাচন একতরফা করা হলে তাতে রাজনৈতিক সংকট আরও বাড়তে পারে। সেই পরিস্থিতি সরকারের জন্য ইতিবাচক হবে এমনটা ভাবা অবান্তর। এ ছাড়া পাঁচ সিটি নির্বাচনের মধ্যে তিনটিতে নতুন প্রার্থী বেছে নিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। যার মধ্যে দুটিতে বর্তমান মেয়র বাদ পড়েছেন। এর মধ্যে একজন প্রভাবশালী সাদিক আবদুল্লাহ। অন্যজন গাজীপুর সিটির জাহাঙ্গীর আলম। সাদিক আবদুল্লাহ এক পর্যায়ে এসে দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও জাহাঙ্গীর আলম সিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া সিলেটেও এই ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে ঘিরে দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল বেড়ে যেতে পারে। এদিকে পাঁচ সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শরিকদেরও আগ্রহ নেই। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শরিক দলগুলো সিটি নির্বাচনে অংশ না নিলে একতরফা নির্বাচন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ নির্বাচন বিএনপি'র জন্যও পরীক্ষা। বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেয়ার অবস্থানেই অটল বিএনপি। সেই অবস্থান থেকে দলটি পাঁচ সিটি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। তবে নির্বাচনে অংশ নিতে মাঠপর্যায়ের চাপ রয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর। অনেকেই সিটি নির্বাচন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সিলেটের বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী আবারো নির্বাচন করতে পারেন-এমন আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দলের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা করতে তিনি লন্ডন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বরিশাল সিটি করপোরেশনে ভোট করার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক মেয়র আহসান হাবীব কামালের ছেলে কামরুল আহসান রূপন। রূপনের বাবা বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি কামাল ২০১৩ সালের সিটি নির্বাচনে বিএনপি'র হয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাবার অনুসারীদের সহানুভূতি ছাড়াও দলের নেতাকর্মীদের একটি অংশের সাড়া পাচ্ছেন বলে দাবি রূপনের। খুলনায় বিএনপি'র নেতা নজরুল ইসলাম মঞ্জু নির্বাচন নিয়ে তার আগ্রহের কথা জানিয়ে বলেছেন, অনেকে মনে করেন, এই নির্বাচনে যাতে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠে গোল দিতে না পারে, সে জন্য নির্বাচনে যাওয়া উচিত। সিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে আমরা বিএনপি'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। গাজীপুরে বিএনপি নেতা হাসান উদ্দিন সরকারও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দল সিদ্ধান্ত নিলে আমরা গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করবো। দল সিদ্ধান্ত না নিলে আমরা কৌশল গ্রহণ করবো। আওয়ামী লীগকে খালি মাঠে ছেড়ে দেয়া হবে না। ফলে বিএনপি'র এই নেতারা যদি নির্বাচনে অংশ নেন তাহলে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেয়ার বিষয়ে বিএনপি'র অবস্থান প্রশ্নের মুখে পড়বে। তবে বিএনপি সিটি নির্বাচনে দলগতভাবে অংশ নেবে না, এটি তারা পরিষ্কার করেছে। বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, বিএনপি এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে আর অংশ নেবে না। সেটা সিটি নির্বাচন হোক আর জাতীয় নির্বাচন হোক। কেউ যদি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চান তাহলে তাদের পরিণতি উকিল আবদুস সাত্তারের মতো হবে। দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

ওদিকে পাঁচ সিটি নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপিকে আবারো আহ্বান জানিয়ে নির্বাচন কমিশন বলেছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইসি'র পরীক্ষা নিন। নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা ভালো কাজ করে যাচ্ছি এবং আগামীতেও ভালো কাজ করবো। বিএনপি'র প্রতি আমাদের সব সময় আহ্বান থাকবে, যে আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন, আমাদের পরীক্ষা নিন। আপনারা তো আমাদের পরীক্ষাই নিচ্ছেন না। পরীক্ষা না নিয়েই আমরা যে অকৃতকার্য হলাম, আপনারা কীভাবে বুঝলেন? আমরা সব সময় পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, ছোট ছোট দলের ওই রকম অফিস নাই, তাদের হয়তো যোগ্য প্রার্থী নাও থাকতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো প্রার্থী নাই, হয়তো এইজন্যও নাও দিতে পারে। সেটা তো তাদের ব্যাপার। বড় দলগুলো তো আসছে। বিএনপি নির্বাচনে আসছে না, এটা তো তাদের রাজনৈতিক কৌশল। এটা তো আমাদের ব্যর্থতা না। তারা কী বলেছে যে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ নির্বাচন করেছে, এজন্য আসবে না?

আনোয়ারুজ্জামানের সমস্যা

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডেকেছেন সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদ।

তিনি জানিয়েছেন- দলীয় প্রধান নৌকার প্রার্থী দিয়েছেন। মূল কাজটি আমাদেরই করতে হবে। যেহেতু সেক্রেটারি দেশের বাইরে রয়েছেন, এ কারণে আমি উদ্যোগী হয়ে সভা ডেকেছি। সভায় আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মহানগর আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বর্ধিত সভা করা হবে বলে জানান তিনি। তৃণমূলের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন- সিলেট সিটি করপোরেশনে নৌকার প্রার্থীকে দলের নেতাকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব মহানগরের সিনিয়র নেতাদের। এ নিয়ে তারা এখনো অপেক্ষায় আছেন। ইতিমধ্যে নিজ উদ্যোগে অঙ্গসংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে মহানগরের ৪২টি ওয়ার্ডে চষে বেড়িয়েছেন আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। আনোয়ারের বৈঠকে মহানগর পর্যায়ের নেতাদের কোনো মেসেজ ছিল না। এ কারণে তৃণমূলের দায়িত্বশীল অনেক নেতাই বৈঠকে যাননি।

এসব বৈঠক আনোয়ার অঙ্গসংগঠনের নেতাদের দিয়ে ডেকেছিলেন। ফলে এতে ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতারা বিষয়টিকে ভালোভাবেও নেননি। এজন্য আনোয়ার বলয় এবং অঙ্গসংগঠনের নেতারা দ্রুততম সময়ের আওয়ামী লীগের তরফ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রার্থী নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজনের ওপর তাগিদ দিয়েছেন। এ নিয়ে তারা কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের এসব বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে আওয়ামী লীগের যে শোডাউন হওয়ার কথা সেটি তারা এখনো পাচ্ছেন না। প্রার্থী হিসেবে আনোয়ার বিষয়টি বুঝলেও মুখ ফুটে বলছেন না কিংবা বলতে পারছেন না বলে দাবি করেন তার বলয়ের নেতারা। তারা জানিয়েছেন- আনোয়ারুজ্জামান নৌকার প্রার্থী। তার সব দায়িত্ব আওয়ামী লীগের। দলের নেতাকর্মীরাই তার নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ করে প্রার্থীকে নিয়ে ভোটযুদ্ধে নামবেন- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে ধীরগতি চলার কারণে ভোটের মাঠে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ফলে প্রার্থীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ যত দ্রুত তৃণমূলে নামবে ততই নৌকার জন্য মঙ্গল হবে বলে জানান তারা। এদিকে- আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামানসহ দলের নেতাদের ভাবনায় নতুন গঠন করা ১৫টি ওয়ার্ড। এসব ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক কম। সাংগঠনিক কার্যক্রমও নেই। সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাদের দিয়ে চলছে কার্যক্রম। মন্ত্রীর সঙ্গে প্রার্থীর সঙ্গে সিলেট আওয়ামী লীগের বৈঠকে এ বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। সেখানে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খান এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি সেখানে জানিয়েছেন- নতুন ওয়ার্ডগুলোতে বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নিজের ইচ্ছামতো অধিগ্রহণ করেছেন।

সেখানে দেখা গেছে; তারই সমর্থকদের সংখ্যা বেশি। এ ছাড়া সাংগঠনিক কার্যক্রমও নেই। ফলে নতুন গঠিত ওয়ার্ডগুলোতে বেশি মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান তিনি। মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদও একই প্রসঙ্গে মতামত জানিয়েছেন। বলেছেন- নতুন ওয়ার্ডগুলোতে সাংগঠনিক কার্যক্রম নেই। মহানগর আওয়ামী লীগের তরফ থেকে এখনো সেগুলোতে কোনো কার্যক্রম চালানো হয়নি। এ কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ নিয়ে আলোচনা হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে মহানগর নেতাদের এসব ওয়ার্ডে দলীয় নেতাকর্মীদের একত্রিত করার উদ্যোগ নেয়া হতে পারে বলে জানান তিনি। এদিকে- জেলা আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সিটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন- জেলা আওয়ামী লীগ সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্ধিত সভা করবে। নতুন গঠিত ১৫টি ওয়ার্ড জেলার অধিভুক্ত ছিল। এসব ওয়ার্ডে প্রয়োজনে জেলার নেতারাও প্রচারণায় নামবেন। তিনি জানান- কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ বর্ধিত সভা করবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের আগেই সে প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে জানান তিনি। অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন- সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা সাংগঠনিকভাবে বর্ধিত সভার মাধ্যমে নৌকার প্রার্থীকে নিয়ে একসঙ্গে মাঠে নামবেন। সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী জানিয়েছেন- আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ। আমরা সিলেট সিটিতে ১০ বছর ধরে মসনদের বাইরে। এবার নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগের সব নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছেন। সিলেটের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে নৌকার বিজয় ছাড়া সম্ভব নয় বলে জানান তিনি।

আফগানিস্তানে ৪.৬২ বিলিয়ন ডলার

এদিকে তালেবান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি আব্দুল লতিফ নাযারি আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে তালেবান সরকারের অধীনে মানবিক সহায়তা চলমান রেখে আরো জোরদার করার এবং এটিকে রাজনীতির অংশ না বানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে অবশ্যই মানবিক সহায়তার মতো বিষয়গুলোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে এবং আফগানিস্তানের মানুষকে সহায়তা দিতে হবে,এবং তা চলমান রাখতে হবে।

অর্থনীতিবীদরা জানিয়েছেন যে, আফগানিস্তানে দারিদ্র্যতা কমাতে অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

অর্থনীতিবিদ আব্দুন নাসের রেশতিয়া বলেন, দেশে দারিদ্র্যতার হার কমাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের উচিত আমাদের অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে সাহায্য করা।

আরেক অর্থনীতিবিদ নাযোক মীর যিয়ারমার বলেন, যখন বড় বড় অর্থনৈতিক প্রকল্প পূনরায় চালু হবে এবং জনগণের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হবে, তখন অর্থনৈতিক স্থিতি আমরা খুঁজে পাব।

ইতোপূর্বে জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থা আফগানিস্তানে দারিদ্র্যতার বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘ জানায়, আফগানিস্তানে প্রায় ২৮ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমায় জীবনযাপন করছে।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক ‘কৌশলগত অংশীদারিত্বে’ পৌঁছেছে

মেধা সম্পদ, জাহাজ রিসাইক্লিং, এবং মেট্রোরেল বিষয়ে যেসব চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, ভবিষ্যত সহযোগিতার ক্ষেত্রে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।’

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উভয়পক্ষ রোহিঙ্গা ইস্যুর পাশাপাশি মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ (এমআইডিআই) এবং বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট (বিগ-বি) অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, তারা অতিরিক্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির কারণে স্থানীয় জনগণের জীবন ও জীবিকার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে তাদের যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনার জন্য জাপানকে অনুরোধ জানিয়েছি।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরেই ঢাকা-নারিতা সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘চলতি বছরের মধ্যে ঢাকা-নারিতা সরাসরি বিমান চলাচলের ঘোষণা করতে পেরে আমরা খুশি।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা (জাপান) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে এমআইডিআই ও বিগ-বি উদ্যোগ গ্রহণ এবং বঙ্গোপসাগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর যোগাযোগ স্থাপনের বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমাদের বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার হওয়ায় আমরা জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা জাপানের সঙ্গে আগামী দিনগুলোতে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পন্ন করার অপেক্ষায় আছি।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমার হৃদয় ঘনিষ্ঠ জাপানের মতো একটি সুন্দর দেশে অবস্থান আমার জন্য সব সময় আনন্দের বিষয়।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০ বছর সম্পন্ন হওয়ায় পর টোকিওতে সরকারি সফর শুরু করতে পেরে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।’

শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিশিদা এবং জাপান সরকারের আতিথেয়তায় আমি এবং আমার প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গভীরভাবে মুগ্ধ। তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যে কয়েকটি দেশ ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েছিল জাপান তাদের মধ্যে একটি।

তিনি আরও বলেন, ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক জাপান সফরের মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

মহামারি কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার আগে ২০১৯ সালে সর্বশেষ সফরের পরে তিন বছর পর শেখ হাসিনা জাপান সফর করছেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ১৫ দিনের সরকারি সফরে ২৫ এপ্রিল সকালে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং একই দিন স্থানীয় সময় বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে টোকিও’র হানেদা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিমানবন্দরে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়ে স্বাগত জানানো হয় এবং গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

আলতাব আলী দিবস উপলক্ষে স্মরণ অনুষ্ঠান ৪ মে আলতাব আলী

২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশী তরুণ আলতাব আলী ছিলেন একজন পোশাক কারখানার কর্মী, যিনি সবেমাত্র বিয়ে করেছিলেন এবং মৃত্যুর দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ফিরেছিলেন। ব্রিক লেন এলাকার কর্মস্থল থেকে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে হোয়াইটচ্যাপেল পার্কে তাকে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছিলো কয়েকজন বর্ণবাদী যুবক। এই পার্কটির নামকরণ করা হয়েছে আলতাব আলীর নামে।

জাতিগত ও বর্ণবিদ্বেষ থেকে অনুপ্রাণিত এই নির্মম হত্যাকান্ড ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের সকল কমিউনিটিকে সংঘবদ্ধ করেছিল এবং ঘটনাটি পূর্ব লন্ডনের জাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রতি বছর ৪ মে শহীদ আলতাব আলী দিবস পালন করে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও কাউন্সিলের উদ্যোগে আগামী ৪ মে বৃহস্পতিবার হোয়াইটচ্যাপেলের আলতাব আলী পার্কে আয়োজন করা হয়েছে আলতাব আলী স্মরণ অনুষ্ঠানের। কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলতাব আলীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে এবং অনুষ্ঠিত হবে নিবেদিত কবিতা পাঠ।

এছাড়া আলতাব আলী দিবস উপলক্ষে “ব্রিক লেন ১৯৭৮ঃ টার্নিং পয়েন্ট” শীর্ষক একটি ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী ৪ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ব্র্যাডি সেন্টারে (১৯২-১৯৬ হ্যানবারি স্ট্রিট, হোয়াইটচ্যাপেল) অনুষ্ঠিত হবে।

স্থানীয় ফটোগ্রাফার পল ট্রেভর এর তোলা ছবিগুলি ১৯৭৮ সালে পূর্ব লন্ডনের বাঙালি এক্টিভিস্টদের নানা তৎপরতা তুলে ধরবে। আলতাব আলীর বর্ণবাদী হত্যাকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত নাটকীয় ঘটনাগুলি এবং পরবর্তীতে ন্যায়বিচারের দাবিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক র‍্যালির চারপাশে যারা সমবেত হয়েছিল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে এই ছবিগুলি।

আলতাব আলীর বর্ণবাদী হত্যাকাণ্ডের আশেপাশের ঘটনাগুলিকে অন্বেষণ করে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য অ্যানিমেটেড ডকুমেন্টারি “আলতাব আলী এবং ব্রিক লেনের যুদ্ধ” এর উন্মুক্ত প্রদর্শনী ৩ থেকে ৫ মে পর্যন্ত ২৮ কর্মাশিয়াল স্ট্রিটে অবস্থিত টয়েনবি হলের ম্যালন গার্ডেনসে অনুষ্ঠিত হবে।

বিবেকহীন আক্রমণের এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কতিপয় তরুণ অ্যানিমেশন ডকুমেন্টারিটি তৈরি করেছেন। লাফবরো ইউনিভার্সিটির মাইগ্রেন্ট মেমোরিজ এবং পোস্ট-কলোনিয়াল ইমাজিনেশন প্রকল্পের সাথে অংশীদারিত্বে এবং ডাঃ দিওয়াস বিষ্ট এর পরিচালনায় এটি ২০২০ সালে তৈরি হয়েছিল।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, “আলতাব আলীর মর্মান্তিক ও বর্ণবাদী হত্যাকাণ্ডের ৪৫তম বার্ষিকী আমাদের কমিউনিটির এবং এর বাইরের সকলের জন্য, সকল প্রকার ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার জন্য একটি প্রখর অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে।”

কেবিনেট মেম্বার ফর ইক্যুয়েলিটিজ এন্ড সোশ্যাল ইনক্লুসন, কাউন্সিলর সুলুক আহমেদ বলেছেন: “আলতাব আলী নৃশংস হত্যাকাণ্ড পুরো কমিউনিটিকে বিভাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য করেছিলো। আলতাব এবং তার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করার জন্য এবং কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে তার মৃত্যুর কারণে অনুপ্রাণিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে জানতে আমি তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে উৎসাহিত করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরিতে ব্যাংক ম্যানেজারের শাস্তি বহাল

প্রত্যাহারের জন্য দিগুইতির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সিএ। এ খবর দিয়েছে সিএনএন ফিলিপাইনস। এতে বলা হয় মাকাতির ট্রায়াল কোর্টে দিগুইতি তার যুক্তি তুলে ধরেন। বলেন, ভুলভাবে অর্থপাচারের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অবৈধ ওই অর্থ লেনদেনের বিষয়ে তিনি আগেভাগে জানতেন বলে যেটা ধরা হয়েছে তাও ধারণাপ্রসূত। কিন্তু আপিলেট কোর্ট তার রুলে বলেছে, দিগুইতির মামলায় অর্থপাচারের বিষয়টি বর্তমান। আদালত আরও উল্লেখ করেন যে, দিগুইতি আরসিবিসি জুপিটার মাকাতি শাখার বিজনেস ম্যানেজার ছিলেন। তিনি সাধারণ একজন কর্মচারী ছিলেন না।

সেখানে অ্যাকাউন্ট খোলা তার অনুমোদন ছাড়া হয়নি। এরপর কোর্ট অব আপিল বলেন, এসব তথ্যের আলোকে কোনো সন্দেহ নেই যে, দিগুইতি এই ঘটনায় জড়িত তা প্রমাণে সক্ষম প্রসিকিউশন। ফলে আদালতের আর কোনো বিষয়ে শুনানি করার দরকার নেই।

উল্লেখ্য, অর্থপাচারের প্রতিটি অভিযোগের জন্য মাইয়া স্যান্তোস-দিগুইতিতে ৪ থেকে সাত বছরের জেল দেয়া হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে। একই সঙ্গে ১০ কোটি ৯০ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়।

ব্রিটেনে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আসছে নতুন আইন

যাবে না। খবর এনডিটিভির।

যুক্তরাজ্যের সড়ক মন্ত্রী রিচার্ড হোল্ডার মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ আইনের প্রস্তাব আনতে পারেন।

হুমকির মুখে ডলারের আধিপত্য

চলছে কিছু দেশের মধ্যে। ফলে বিশ্বজুড়ে ডলারের যে আধিপত্য ছিল তা এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকসের বার্ষিক সম্মেলন। এর আগেই এমন চাঞ্চল্যকর খবর দিল ব্লুমবার্গ। জোটটির দক্ষিণ আফ্রিকার দূত অনিল সুকলাল বলেন, আমরা প্রতিদিনই জোটে যুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের অনুরোধ পাচ্ছি। এবারের সম্মেলনে আমরা ব্রিকস বড় করার বিষয়ে আলোচনা করবো। কীভাবে এটি সম্ভব হবে তাই হবে আলোচনার বিষয়। তিনি আরও নিশ্চিত করেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিকসে যোগ দেয়ার আবেদন করেছে ১৩ দেশ।

তারা আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। এছাড়া আরও ৬ দেশ অনানুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেছে।

কয়েক মাস আগে ব্রিকস প্রথম জানায় যে, তারা আরও নতুন সদস্য গ্রহণে আগ্রহী। তবে নতুন সদস্য আসার আগেই ব্রিকসের জিডিপি জি৭ এর জিডিপিকে ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর মোট ক্রয় ক্ষমতা এখন জি৭ ভুক্ত দেশগুলোর থেকে বেশি। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্রিকস এখন নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিকল্প আনার কথা ভাবছে। নতুন একটি মুদ্রা তৈরির কথাও ভাবা হচ্ছে। রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে পশ্চিমাদের সরাসরি বিরোধ এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করছে।

এই বছরের প্রথম থেকেই ‘ডি-ডলারাইজেশন’ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের এখন ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি ঋণ আছে। ডলারের আধিপত্য থাকায় দেশটি নিজের প্রয়োজনমতো ডলার ছাপিয়ে অনেক সংকট সামাল দিতে পারে। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলোর একটি অংশ যদি ডলারের রিজার্ভ রাখা বন্ধ করে দেয় তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রের সুপারপাওয়ার স্ট্যাটাসের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরইমধ্যে দেখা গেছে মধ্যপ্রাচ্যে ভিন্ন হাওয়া বইছে। ইরান ও সৌদি আরব বহু বছরের দ্বন্দ্ব ভুলে কাছে আসতে শুরু করেছে। আর এতে মধ্যস্ততা করেছে চীন। মধ্যপ্রাচ্য ক্রমশ শান্ত হয়ে আসার ইঙ্গিত মিলেছে নানা দিক থেকে। ফলে সেখানে মার্কিন প্রভাবও কমতে শুরু করেছে। সৌদি আরব চীনা মুদ্রায় বাণিজ্যের পথে হাটছে। আইএমএফ জানিয়েছে, দেশগুলো এখন আর ডলার রিজার্ভ করতে চায় না। ১৯৯০ এর দশকে বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর রিজার্ভের ৭০ শতাংশই ছিল ডলার। অথচ সেটি এখন ৫৮.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। চীন-রাশিয়া নতুন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। আর এর প্রথম পদক্ষেপ হতে চলেছে, বিশ্বে ডলারের আধিপত্য ধ্বংস করা।

দেশে লবণ উৎপাদনে রেকর্ড

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ চলতি মৌসুমে ১০ হাজার ৯৩০ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করে ৬২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। ১৯৬১ সাল থেকে বিসিকের মাধ্যমেই দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

বুধবার বিসিক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, চলতি মৌসুমে মোট লবণ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন। বিগত বছরে লবণ উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ১৮ লাখ ৩২ হাজার মেট্রিক টন। এই মৌসুমে মোট লবণ চাষকৃত জমির পরিমাণ ৬৬ হাজার ৪২৪ একর, গত বছর ছিল ৬৩ হাজার ২৯১ একর। গত বছরের তুলনায় এ বছর লবণ চাষের জমি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ হাজার ১৩৩ একর। এবার লবণ চাষির সংখ্যা ৩৯ হাজার ৪৬৭ জন, যা গত বছর ছিল ৩৭ হাজার ২৩১ জন। গত বছরের তুলনায় লবণ চাষির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ হাজার ২৩৬ জন।

লবণ আমদানি না করে দেশে তা উৎপাদনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নেয়া চলতি মৌসুমে একমাস আগেই চাষিদেরকে মাঠে নামানো হয়। গত মৌসুমে প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু হওয়ায় চলতি মৌসুমে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী (১ বছর), মধ্যমেয়াদী (১-৫ বছর) এবং দীর্ঘমেয়াদী (৫ বছরের উর্ধ্বে) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষিদেরকে অগ্রীম লবণ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ, লবণ চাষের নতুন এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সম্প্রসারণ, সহজ শর্তে লবণ চাষিদের ঋণ প্রদান, লবণ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, প্রকৃত লবণ চাষিদের কাছে বরাদ্দকরণ, লবণ চাষের জমির লিজ মূল্য নির্ধারণ, লবণ চাষের জমি সংরক্ষণ, আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনে প্রদর্শনী ও উৎপাদিত লবণের মান নিয়ন্ত্রণে কারিগরি সহায়তা প্রদান, জরিপ পরিচালনা, লবণ চাষ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ এবং লবণ উৎপাদন, মজুদ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চলতি মৌসুমে লবণ উৎপাদন চলমান রয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ২০ লাখ মেট্রিক টনের অধিক লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাতীয় লবণনীতি, ২০২২ অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বর্তমানে কক্সবাজারে অবস্থিত বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের আওতাধীন ১২টি লবণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার সব উপজেলায় এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে লবণ চাষের জন্য লবণ চাষিদের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

দুই সেন্টিমিটার কোরআন সংস্পর্শে মুসলিম হলেন ক্যাথোলিক পরিবার

পোস্ট ডেস্ক : মাত্র দুই সেন্টিমিটার চওড়া। এক সেন্টিমিটার মোটা। এত ছোট্ট আকারে পবিত্র কোরআনের একটি কপি আছে আলবেনিয়ার মারিও প্রুশি’র পরিবারে। এই ধর্মীয় গ্রন্থকে তারা মনে করেন ঐশ্বরিক বাণী। এর মধ্যে আছে অলৌকিকত্ব, সব সমস্যার সমাধান। বিশ্বে এ পর্যন্ত কোরআন শরীফের সবচেয়ে ছোট আকারের যতগুলো কপির সন্ধান মিলেছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। যুগের পর যুগ আলোচিত কোরআনটি একটি সিলভার বক্সে ভিতর সুরক্ষিত রয়েছে। বার্ক্সটিতে ময়লা জমে কালো হয়ে গেছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

এতে বলা হয়, আলবেনিয়ার মারিও প্রুশির কাছে আছে এই কোরআনটি। সব সময়ই তিনি তা ধরার আগে হাত-মুখ ধুয়ে নেন।

ওজু করেন। তারপর এই কোরআনে চুম্বন করেন। কপালে ছোঁয়ান। পোস্টাল স্ট্যাম্প সাইজের এই কোরআন তার পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে আসছে।

মারিও প্রুশির (৪৫) বাড়ি আলবেনিয়ার তিরানায়। তিনি বলেছেন, আমাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সুরক্ষিত রেখে চলেছি এই কোরআন। এর লেখা খালি চোখে পড়া যায় না। এটা তেলাওয়াত করতে ছোট একটি আতশি কাচ লাগে। তাও ওই বার্ক্সটির মধ্যে দেয়া আছে। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা না থাকার কারণে ঠিক কোন সময়ে ছাপা হয়েছে এই কোরআন তা বলা মুশকিল। তিরানায় বেদের ইউনিভার্সিটির কোরআনের গবেষক এলটন কারাজ মনে করেন, এই কোরআনটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০০। কমপক্ষে বিংশ শতাব্দীতে ছাপা হয়ে থাকতে পারে তা। তিনি বলেন, এই কোরআনটি ছাপা হয়েছে খুবই ছোট ফন্ট বা অক্ষরে। বিশ্বে সবচেয়ে ছোট ফন্টগুলোর অন্যতম এটি। এটা দেখে মনে হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশ হয়েছে এই কোরআন। এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও ব্যতিক্রমী কাজ। সৌভাগ্য যে, এই কপিটি আছে আলবেনিয়ায়। এই কোরআনটি শুধু তার আকৃতির দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য এমন নয়। বরং এর কারণেই মারিও প্রুশির পরিবার ক্যাথোলিজম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

মারিও প্রুশি বলেন, আমার দাদার দাদারা কসোভোর কাছে জাকোভিকা অঞ্চলে একটি নতুন বাড়ি করার জন্য মাটি খনন করছিলেন। এ সময় তারা অক্ষত অবস্থায় একজন মানুষের মৃতদেহ দাফন করা অবস্থায় দেখতে পান। আর পবিত্র এই কোরআনটি ছিল তার বুকের ওপর অক্ষত অবস্থায়।

এরপর থেকে পরিবারটি একে ঐশ্বরিক এক ইঙ্গিত হিসেবে মনে করেন এবং তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আত্মশুদ্ধির চর্চা থাকুক বারো মাস

মাহমুদ আহমদ

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে অন্তর পবিত্র বা আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই। পবিত্রতা শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয় বরং বিশ্বাসের পবিত্রতা, কর্মের পবিত্রতা, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, আর্থিক পবিত্রতা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, পরিবেশের পবিত্রতা বুঝায়।

এক কথায় সর্বক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বনের শিক্ষা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই পেয়ে থাকি। কেননা আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কোনো অবস্থান নিও না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়, এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩৬)।

আমরা যদি নিজেকে নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করি তাহলে প্রত্যক্ষ করব আমাদের কর্মময় জীবনের বেশিরভাগই চলছে অপবিত্রতার মধ্য দিয়ে। কেননা আমি যখন কোনো বিষয়ে ওয়াদা করি তখন তা ভঙ্গ করছি, ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের জন্য বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছি।

এক কথায় এমন কোনো পাপ আছে কি যা আজ আমার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না? তাই আমাদের প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির। আমাদের অন্তর পবিত্র না করে যত ভালো কাজই করি না কেন কোনো লাভ নেই। রমজানের ত্রিশ রোজা রাখলাম, অনেক মানুষকে ইফতার করালাম, দান-খয়রাত করলাম কিন্তু নিজ আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলাম না এতে কিন্তু আমার কোনো লাভ নেই।

কেননা হাদিস শরিফে এসেছে, 'জেনে রেখ, মানুষের দেহের মধ্যে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে, যখন তা সংশোধিত হয়, তখন গোটা দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা দূষিত হয়, তখন পুরো দেহ দূষিত হয়ে যায়। মনে রেখ, সেটাই অন্তর।' (সহিহ বুখারি)। মহানবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও সৎকর্মের প্রতিই লক্ষ করেন। এরপর রাসূল (সা.) অন্তর দেখানোর জন্য আঙুল দিয়ে নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন।' (সহিহ্ মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৪)।

আমরা আমাদের ওয়াজ নসিহতে এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় অপরকে অনেক ভালো জ্ঞান দিয়ে থাকি কিন্তু নিজেই তা পালন করি না। এমনটি হলে সেই উপদেশ কখনো কাজে আসবে না। আমরা যদি নিজে সৎভাবে চলি আর অন্যদেরও সৎপথে চলার নির্দেশ দেই, তবেই একটি আদর্শ সমাজ ও দেশ গড়তে পারে। তাই প্রথমে আমাদের নিজেদের সৎ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

বিশেষ করে আল্লাহতায়ালা যেসব কাজ হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকা একজন মুমিনের একান্ত কর্তব্য। তাই প্রথমে নিজে সৎ ও পবিত্র হৃদয়ের হব, সব ধরনের হারাম কাজ পরিত্যাগ করব, তারপর অন্যকে সৎ হতে উৎসাহিত করব। চলার পথে প্রতিনিয়ত অনেক মন্দ বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। আমাদের উচিত, সেগুলোকে প্রতিহত করা।

যেভাবে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ তাহলে নিজ হাতে তা দূর কর, আর তা নিজ হাতে না পারলে নিজ জিহ্বা দ্বারা একে মন্দ বলে নিষেধ কর, আর তাও যদি না পার, তাহলে মনে মনে একে ঘৃণা কর ও দোয়া কর আর এমন করাটা বিশ্বাসের দিক থেকে সর্ব নিম্ন পর্যায়ের।' (মুসলিম)।

নৈতিক অধঃপতনের এক চরম সীমায় আজ আমরা বসবাস করছি। যে দিকেই তাকাই, শুধু মন্দকর্মই যেন ছেয়ে আছে। আজ আমরা পার্থিব জগতের মোহে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি। ভালো-মন্দের পার্থক্য করা ভুলে গেছি। পাপ করতে করতে এমন হয়েছে যে পাপকে পাপই মনে হয় না।

হাদিসে সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবি (সা.) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের একদল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতো ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে। (ইবনে মাজাহ)।

আসলে মানুষের সামনে নিজেকে আমরা অনেক সৎ ও মুমিন বানিয়ে রাখি কিন্তু আমাদের হৃদয়গুলো পাপে ভরপুর। যার ফলে আল্লাহর রহমত থেকে আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি। রহমতের বৃষ্টির ফোঁটা আমাদের ওপর আর বর্ষিত হচ্ছে না। বিপদের পর বিপদ আসছে, একটি বিপদ যাওয়ার আগে আরেকটি বিপদ উপস্থিত। এসব দেখেও আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না যে আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্বময় করোনায় লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, এটি প্রত্যক্ষ করেও যদি আমি আত্মশুদ্ধির চেষ্টা না করি তাহলে আমার চেয়ে বোকা আর কে আছে। পাপ কাজ পরিহার করে সৎ পথে চলার সময় কি এখনো আসেনি? অথচ আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) আমাদের সতর্ক করে গেছেন আমরা যেন সৎ কাজে লিপ্ত থাকি। আমরা যদি সৎকাজ ও পবিত্রতা অবলম্বন করি, তাহলে আল্লাহ পাকের কৃপার চাদরে আমরা আবৃত থাকব আর আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকলে দুনিয়ার বিপদ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

রমজানের ফরজ রোজা বা অন্যান্য দিনের নফল রোজা, যে রোজাই হোক না কেন তা আমাদের আত্মার সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। আর বিশেষ করে পবিত্র মাহে রমজানের রোজা আমাদের পুরো বছরের দোষত্রুটি ক্ষমার কারণ হয়।

কেননা, মানুষ যখন আল্লাহতায়ালার জন্য জাগতিক আরাম-আয়েশ, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে তখন সে তার নফসকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে অধিক শক্তি পায়। কিন্তু এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল উপবাস থাকাই নয়। যদি উপবাস থাকার ফলে খোদার জান্নাত পাওয়া যেত তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি এ জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করত।

কেননা উপবাস থেকে মৃত্যুবরণ করে নেওয়াটা তেমন কোনো কঠিন বিষয় নয় বরং কঠিন বিষয় হলো আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সাধন করা। আল্লাহ পাক আমাদের সব ধরনের মন্দ থেকে বেঁচে চলার তৌফিক দান করুন, আমিন।

মরণোত্তর অঙ্গদান, ইসলাম কী বলে?

পোস্ট ডেস্ক : বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান তার স্বর্ণ শিখরে পদার্পণ করেছে। এখন এমন উপায়ে চিকিৎসা করা হয় যা পূর্বেকার যুগে কল্পনাও করা যেত না।

যেমন কারো কিডনি নষ্ট হয়ে গেল অথবা চক্ষুদৃষ্টি হারিয়ে ফেলল আরেকজন মৃত ব্যক্তি থেকে কিডনি অথবা চক্ষু স্থানান্তর করে তার মধ্যে প্রতিস্থাপন করে। এতে অসুস্থ লোকটি সুস্থতা লাভ করে।

প্রতিস্থাপিত চোখের মাধ্যমে মানুষ এখন দেখতে পায় এবং কিডনি সচল হয়। ডাক্তারি পরিভাষায় এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় মরণোত্তর অঙ্গদান বা ক্যাডাভারিক অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন।

উন্নত দেশগুলোতে মরণোত্তর অঙ্গদানের বিষয়টি বহুল প্রচলিত। আমাদের দেশেও ইদানীং কিছুটা হচ্ছে তবে ব্যাপক নয়। যেমন কিছুদিন পূর্বে সারাহ ইসলাম নামের এক নারী মরণোত্তর তার কিডনি এবং চক্ষু দান করেছিল। এখন জানার বিষয় হলো- এভাবে মরণোত্তর অঙ্গদান ইসলামের দৃষ্টিতে কি জায়েজ?

ইসলাম একটি শাশ্বত ,সার্বজনীন, যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক ধর্ম। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিক- নির্দেশনা রয়েছে।

মানুষের সুস্থতা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। (সুরা বাকারা : আয়াত ১৯৫)

অন্যত্র বলেন, 'আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে।' (সূরা মায়েদা ৩২)

হযরত উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক বেদুইন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখেননি। সুতরাং যে তা জানল সে জানল। আর যে জানলো না সে জানলো না। (মুসনাদে আহমদ; হাদিস নং ১৮৪৫৪)

এসব আয়াত এবং হাদিসের নির্দেশনা হলো- মানুষ তার সুস্থতা লাভের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং তার সাধ্যের ভেতর যত ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় তা অবলম্বন করবে এবং অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা লাভের জন্য অন্যরাও এগিয়ে আসবে, সব ধরনের সহযোগিতা করবে। যারা এরূপ করবে নিঃসন্দেহে তা মানব সেবা বলে গণ্য হবে। এবং তারা অশেষ নেকি লাভ করবে।

প্রশ্নের মূল উত্তর:

মরণোত্তর অঙ্গদানের বিষয়টি নিয়ে আলেমদের বেশ মতানৈক্য রয়েছে। পূর্বেকার যুগে চিকিৎসার এ পদ্ধতি ছিল না, বর্তমানে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। যেহেতু সরাসরি কুরআন-হাদিসে এ বিষয়ের স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই তাই এ ব্যাপারে সমকালীন ও নিকট অতীতের ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

সৌদি আরব, মিসর, কুয়েত জর্ডানসহ গোটা আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে ব্যক্তি মতামত দিয়েছেন এবং ফিকহী বোর্ড কেন্দ্রিক সম্মিলিত ফতোয়াও প্রকাশ করেছেন।

যেমন শায়খে আজহার জাদুল হক আলি জাদুল হক, সাইয়েদ মুহাম্মদ তানতাবী, ইউসুফ কারযাভী, মুস্তাফা জারকা, নাসের ফরিদ ওয়াসেল, আলী জুমআ, আতিয়া সকর, মুহাম্মদ নাঈম ইয়াসিন, ইকরামা সাবরি, আব্দুর রহমান ইবনে নাসির সাদী ও ইব্রাহিম দাহকুবীসহ বহু বিখ্যাত আরব ইসলামিক স্কলাররা বিষয়টি জায়েজ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

১৯৮৮ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী থেকে জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে সম্মিলিত ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে সৌদি আরবের অন্যান্য ফিকহী বোর্ড, এবং মিসর, কুয়েত ও জর্দানের বিভিন্ন ফিকহী বোর্ড থেকেও সম্মিলিত ফতোয়া প্রকাশ করেছে।

১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স থেকে ও জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে।

ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরাম নাজায়েজ হওয়ার ফতোয়াই প্রদান করেছেন। তবে কিছু সংখ্যক মুফতিয়ানে কেরাম যুগের চাহিদা, মানুষের প্রয়োজন এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় জায়েজের ফতোয়া দিয়েছেন।

আমাদের বাংলাদেশের বিজ্ঞ মুফতি ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন (হাফিযাহুল্লাহু) তার অনবদ্য সংকলন 'ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা'য় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং জায়েজ হওয়ার কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, যারা জায়েজ বলেছেন তারাও ব্যাপকভাবে নয় এবং সীমিত পরিসরে বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে জায়েজের কথা বলেছেন। সাথে সাথে সাথে এ বিষয়েও কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, এই ফতোয়াকে পুঁজি করে মানবাঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত হওয়া, একে বাণিজ্যিক রূপ দেওয়া, মানব পাচার ও লাশ চুরির মতো জঘন্য ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম হবে।

যে চক্র এ কাজে জড়িত হবে পরকালে তাদের মহান আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহিতা করতে হবে। তাই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

যেসব শর্তে মরণোত্তর অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্টেশন জায়েজ:

১.যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যেন মুসলমানের অঙ্গ মুসলমানদের শরীরে প্রতিস্থাপিত হয়।

২. কোনো মুসলমানের অঙ্গ কোন কাফেরকে কিছুতেই দেওয়া যাবে না।

৩. অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য ডাক্তাররা এ কথা বলেন- রোগীর অকেজো ও বিকল অঙ্গটির স্থানে অন্য কারোর সুস্থ অঙ্গ প্রতিস্থাপন ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

৪. যার জন্য অঙ্গটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে, এর দ্বারা লোকটি সুস্থ হয়ে যাবে।

৫. যার থেকে অঙ্গটি ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। এক্ষেত্রে অন্তত তিনজন অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তার তার ডেথ সার্টিফিকেট প্রদান করা।

৬. অঙ্গদানকারী মৃত্যুর পূর্বে সুস্থ থাকা অবস্থায় কোন প্রকারের বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গদানের ওসিয়ত করা।

৭. মৃত্যুর পর অঙ্গ স্থানান্তরের ব্যাপারে ওয়ারিশগণের পূর্ণ সমর্থন থাকা।

৮. ওসিয়তকৃত অঙ্গটি এমন না হওয়া যার দ্বারা বংশ পরিচিতি মিশ্রণ হয়ে যায়। যেমন পুরুষাঙ্গ কিংবা গর্ভাশয় দান করার ওসিয়ত করা।

৯.অঙ্গ ট্রান্সপ্ল্যান্টশন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্বাচিত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের একটি টিমের তত্ত্বাবধানে হওয়া।

১০. কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন না হওয়া।

১১. যদি কোনো মৃত লাওয়ারিশ হয়, তাহলে তার অঙ্গ কিছুতেই ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাবে না ইত্যাদি।

সূত্র: (ফাতাওয়া উসমানী-৪/২২৩-২২৬) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা;১৬৩-১৭৪, ক্বারারাতু মাজাল্লাতি মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দা, সংখ্যা, ৪, খ.১, পৃ.৫০৭, ক্বারার নং (১) ৪/০৮/৮৮,পৃ.৯-১০)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৮.০৪.২৩ শুক্রবার	4:20	5:36	01:45	6:02	8:22	10:00
২৯.০৪.২৩ শনিবার	4:18	5:34	01:30	6:03	8:23	10:00
৩০.০৪.২৩ রবিবার	4:15	5:32	01:30	6:04	8:25	10:00
০১.০৫.২৩ সোমবার	4:13	5:30	01:30	6:05	8:26	10:00
০২.০৫.২৩ মঙ্গলবার	4:10	5:28	01:30	6:06	8:28	10:00
০৩.০৫.২৩ বুধবার	4:07	5:26	01:30	6:07	8:30	10:00
০৪.০৫.২৩ বৃহস্পতিবার	4:06	5:25	01:30	6:08	8:31	10:00

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

সানিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জন

পোস্ট ডেস্ক : খেলোয়াড় দম্পতি শোয়েব মালিক-সানিয়া মির্জার সংসার ভেঙে যাচ্ছে বলে গুঞ্জন। দীর্ঘদিন একসঙ্গে জনসম্মুখে দেখা যায় না দুজনকে। তবে শোয়েব মালিক নিজে বললেন ভিন্ন কথা। গুঞ্জনের শুরু হয় সানিয়া মির্জা শোয়েব মালিককে ছাড়াই ছেলে ইজহানসহ তার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে ওমরাহ করে ফেরার পর থেকে। এরপর পবিত্র রমজানের সময় সানিয়া তার বাড়িতে ছেলে ইজহানকে নিয়ে ইফতার করার একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন। সেখানেও শোয়েব ছিলেন না। এ ছাড়া এই মুহূর্তে শোয়েব একা থাকছেন দুবাইয়ে। ভারতের সাবেক টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া ছেলেকে নিয়ে থাকছেন ভারতে। এতে অনেকের ধারণা, তারা প্রকাশ না করলেও আসলে দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে! কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী? এটা জানতে শোয়েব মালিককেই সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন জিও নিউজের অনুষ্ঠান 'স্কোর' এর উপস্থাপক। উপস্থাপকের প্রশ্ন, 'চারদিকে গুঞ্জন, আপনাদের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। আপনি কী বলবেন?' এর উত্তরে পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিক বলেন, 'এমন কিছু নয়।

ঈদে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারলে খুব ভালো হতো।'

শোয়েব মালিক এরপর ব্যাখ্যা করেন, কেন তারা ঈদের সময়টা একসঙ্গে কাটাতে পারেননি। শোয়েব বলেন, 'ওর আইপিএলে কাজ আছে। আইপিএল নিয়ে অনুষ্ঠান করছে। এ কারণেই আমরা একসঙ্গে হতে পারিনি। কিন্তু আমরা সব সময়ই ভালোবাসা বিনিময় করি। আমি ওকে খুব মিস করি। কতটা মিস করি, তা বলে বোঝাতে পারবো না। পেশাদারির দায় থাকে। কিন্তু আপনি ঈদের সময় কাছের অনেক মানুষকেই মিস করবেন।' তাদের দুজনকে নিয়ে যে গুঞ্জন, এটাকে তারা কেউই পাত্তা দেন না বলেও উল্লেখ করেছেন শোয়েব মালিক। উপস্থাপককে তিনি বলেন, 'এ কারণেই (পাত্তা দেন না বলে) আমি বা ও, কেউই কোনো বিবৃতি দিইনি।'

মালিক-সানিয়া দম্পতির যুগল জীবন শুরু হয় ২০১০ সালের ১২ই এপ্রিল। ২০১৮ সালে সানিয়া-মালিকের ঘর আলো করে আসে পুত্রসন্তান ইজহান মির্জা মালিক। বর্তমানে মায়ের সঙ্গেই রয়েছে ইজহান। ক্যারিয়ারের তাগিদে তারা নিজ নিজ দেশে অবস্থান করছেন। তবে শোয়েব-সানিয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যেই একটি অনলাইন অনুষ্ঠানের প্রচারণা করেছিলেন দুজন। এরপর অবশ্য নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে গত ছয় মাস ধরে দুজনকে তেমন ছবি শেয়ার দিতে দেখা যায়নি।

'ট্রেবল' স্বপ্ন ভেঙে দিতে সবকিছুই করবে ম্যানইউ

পোস্ট ডেস্ক : পেপ গার্দিওলার কোচিং দর্শন সম্পর্কেও খুব ভালো জানেন এরিক টেন হাগ। ২০১৩তে জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের 'বি' দলের দায়িত্ব পান কোচ এরিক। ওই সময় বায়ার্ন মিউনিখ সিনিয়র দলের দায়িত্বে ছিলেন গার্দিওলা। তখন বায়ার্নের টাইব্রেকারের সাডেন ডেথে ৭-৬ ব্যবধানে জয় পায় রেড ডেভিলরা।

আগেরদিন আগেরদিন শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয় দিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে ম্যানচেস্টার সিটিও।

ইংলিশ ফুটবল ক্লাবগুলোর মধ্যে রেকর্ড অটুট রাখতে চেষ্টায় কোনো কমতি থাকবে না, বললেন টেন হাগ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডাচ কোচ বলেন, "আমরা নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দেব। আমি যখন বলছি 'সবকিছু', এর মানে সবকিছুই। শতভাগের বেশি যতটা সম্ভব করা ডেভিড ডি হেয়া। গত মৌসুমের চেয়ে এবার দলের উন্নতিও বাড়তি আশা জোগাচ্ছে তাকে। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে নগর সতীর্থদের মোকাবিলার আগে ডি হেয়া বলেন, "ফাইনালের আগে এখনও অনেকটা সময় বাকি আছে।

অনুশীলনে পেপ-টেনের পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার ঘটনাও ছিল নিয়মিত।

এবারের এফএ কাপের ফাইনালে মঞ্চস্থ হবে ম্যানচেস্টার ডার্বি। রোববার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিজেদের ঘাম ঝরিয়ে টাইব্রেকারে জয় পায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর ফাইনালের টিকিট কেটে নগর সতীর্থ ম্যানচেস্টার সিটিকে হুমকি দিয়ে রাখলেন ম্যানইউ কোচ এরিক টেন হাগ। সেমিতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র শেষে কেবল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে রয়েছে 'ট্রেবল' শিরোপার গৌরব। একই মৌসুমে প্রিমিয়ার লীগ, এএফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লীগে শিরোপা জিতে অন্য উচ্চতায় ওল্ডট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। এবার সেই কীর্তির হাতছানি ম্যানচেস্টার সিটির সামনে।

এই তিন শিরোপার ফয়সালা এই মৌসুমে হয়নি এখনও। আর তিন প্রতিযোগিতায়ই ভালোভাবে টিকে আছে সিটির সম্ভাবনা। মৌসুমের বাকি সময়টায় নিজেদের কাজ ঠিকঠাক করলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের শিরোপা জিতে যাবে কোচ পেপ গার্দিওলার দল। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগে সেমিফাইনালে আর এফএ কাপে তারা পৌঁছে গেছে ফাইনালে।

আগামী ৩রা জুন ওয়েম্বলিতে এফএ কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টারের দুই দল। একমাত্র ক্লাব হিসেবে ইউনাইটেডের ট্রেবল জয়ের যায়, ততটাই। সমর্থকেরা এই ভরসা রাখতে পারেন। সিটির বিপক্ষে আমরা তা করে দেখাতে চাই, ভক্তদের উপহার দিতে চাই। আশা করি, আমরা নিখুঁত ম্যাচ খেলব। তবে এর আগে আমাদের অন্য জায়গাতেও মানোযোগ দিতে হবে, শীর্ষ চারে (প্রিমিয়ার লীগে) থাকতে হবে আমাদের।"

ফাইনালের বাকি আছে এখনও দেড় মাস। এই সময়ে বদলে যেতে পারে ফর্ম আর ছন্দ। তবে এই সময়ের বিবেচনায় সিটি এগিয়ে অনেকটাই। শক্তি-সামর্থ্যে তারা এগিয়ে, মৌসুমের শেষ ভাগটায় তারা ছুটছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

গত জানুয়ারিতে প্রিমিয়ার লীগের ম্যাচে সিটিকে ২-১ গোল হারিয়েছিল ইউনাইটেডকে। সেই ম্যাচকে প্রেরণা মেনেই নিজেদের প্রস্তুত করছেন ইউনাইটেডের স্প্যানিয়ার্ড গোলকিপার তবে ইউরোপের ও বিশ্বের সেরা দলগুলির একটির বিপক্ষে ম্যাচটি হবে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা ঘরের মাঠে দেখিয়েছি যে তাদেরকে হারাতে পারি। আবারও তা আশা করতেই পারি। আমরা সঠিক পথেই আছি। একটি ট্রফি জিতেছি (লীগ কাপ), আরেকটিতে ফাইনালে আছি, (প্রিমিয়ার লীগে) শীর্ষে চারের লড়াইয়ে আছি। অবশ্যই এটা যথেষ্ট নয়, তবে গত মৌসুম থেকে উন্নতি হয়েছে অনেকটাই।"

১৯৯৯ মৌসুমে ট্রেবল শিরোপার গৌরব কুড়ায় কোচ অ্যালেক্স ফার্গুসনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর অন্যের এমন অর্জনের পথে বাধা হওয়ার নজির আছে রেড ডেভিলদের। ১৯৭৭ মৌসুমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এফএ কাপ শিরোপা জয়ে ট্রেবলের স্বপ্ন ভাঙে আর্সেনালের।

বার্সা সতীর্থদের সঙ্গে আড্ডায় মেসি

পোস্ট ডেস্ক : সংক্ষিপ্ত সফরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি এখন তার প্রিয় শহর বার্সেলোনায়। এর আগেও তিনি প্যারিস থেকে বার্সেলোনায় গেছেন। কিন্তু এবারের যাত্রাটা অন্য রকম। কারণ কিছুদিন ধরেই তার বার্সেলোনায় ফেরার গুঞ্জন জোরেশোরে চলছে। এবারের সফর সেই গুঞ্জনে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। কারণ বার্সেলোনায় গিয়ে সাবেক ক্লাব সতীর্থদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন মেসি!

আর্জেন্টিনার দৈনিক টিওয়াইসি স্পোর্টসে প্রকাশিত এক ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি রেস্তোরাঁয় সের্হিও বুসকতস, জর্দি আলবা এবং সাবেক ফিটনেস কোচ পেপে কস্তাকে তাদের পরিবারের সঙ্গে মেসি জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তবে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি মেসি। এই ঘটনায়

স্থানীয় গণমাধ্যমের দাবি, মেসি তার প্রিয় ক্লাব বার্সেলোনায় ফিরে আসার খুব কাছে আছেন!

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে প্রিয় বার্সেলোনা ছেড়ে লিগ ওয়ানের দল পিএসজিতে পাড়ি জমান মেসি। আগামী জুনে পিএসজির সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তার আগেই মেসিকে ফেরাতে বার্সার কর্মকর্তা-কোচ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের মুখেও ইতিবাচক বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। যদিও বার্সা এখন আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। তবে মেসির জন্য তারা সেই সমস্যা মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র ট্যুরের আগেই নাকি তারা মেসিকে ফিরে পেতে চায়।

বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছেন

পোস্ট ডেস্ক : কয়েক দিন আগেই সৌদি প্রো-লিগে শীর্ষস্থান হারিয়েছে রোনালদোর দল আল-নাসর। ২৩ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ইতিহাদ। এক ম্যাচ বেশি খেলা আল-নাসরের সংগ্রহ ৫৩। এর আগে সৌদি সুপার কাপ থেকেও বিদায় নিয়েছেন রোনালদোরা। আর সোমবার রাতে বিদায় হলো কিংস কাপ থেকে। এর মধ্যে একের পর এক বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছেন সিআরসেভেন।

সোমবার রাতে কিংস কাপের সেমিফাইনালে ম্যাচের ২৩তম মিনিটে গোল করে ভেহদাকে এগিয়ে দেন ফরাসি তারকা ডেভিড বিওগুয়েল। বাইসাইকেল কিকে গোলটি করেন তিনি। লিড নিয়েই বিরতিতে যায় ভেহদা। বিরতির জন্য মাঠ ছাড়ার সময় রেগে যান রোনালদো। বিপক্ষের সমর্থক

নন, এবার নিজের দলের বিরুদ্ধে রেগে গেলেন এই পর্তুগিজ তারকা। নিজের দলের সাপোর্ট স্টাফদের বিরুদ্ধেই রেগে গিয়েছেন তিনি। সাপোর্ট স্টাফদের সামনে গিয়ে হাতের ভঙ্গিতে কিছু বোঝাতে। তিনি যে বিরক্ত তা বুঝিয়ে দেন।

CLASSIFIED

সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

INDIAN RESTAURANT FOR SALE

Southports most established & popular indian restaurand for sale

- 56 seats with accommodation and car park
- Est. 1984.
- Weekly takings 8/9k

Please contac Mr Mahadie Hassan on 07897552592 for more details

TIJARAH SWEETS LTD

246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

OUR SERVICES:	আমাদের সেবা সমুহ
Money Transfer/Bikash	মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
Cargo / DHL	কারগো / ডি এইচ এল
Air ticket	এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
No visa required	
Sweets	মিষ্টি

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

রাজনৈতিক বাস্তবতা ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন

আবুল কাসেম ফজলুল হক

২০২৪ সালে, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনা ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আর আমাদের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের নানা কূটকৌশল। পশ্চিমারা আসে তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য, আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও জনজীবনের কল্যাণ সাধনের জন্য নয়। তারা তাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখে এবং বলে যে তারা আসছে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ সাধনার্থেড়্গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই রকম ঘটনা ক্রমাগত ঘটছে। বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে ক্রমাগত বৃহৎ শক্তিবর্গের স্থানীয় দূতাবাসগুলোতে যায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য চাওয়ার জন্য। প্রকাশ্য দিবালোকে এ রকমই দেখা যায়। দৃশ্যমান ঘটনাবলির অন্তরালে আরো নানা কিছু অবশ্যই থাকে। এমন অনেক ঘটনা সামনে আসে, যেগুলো দেখলে মনে হয়, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আজও যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশে যখন যে দল ক্ষমতাসীন হয়, তখন সেই দলের প্রধানকে দেখা যায় মুসোলিনি, হিটলার, সালাজার, ফ্রাংকোর মতো একনায়কত্ববাদী ও স্বেচ্ছাচারী। অবশ্য ওদের মতো বড় এঁরা নন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন কোনো আদর্শগত ব্যাপার নেই, আছে শুধু নগ্ন ক্ষমতার লড়াই ও সংঘাত-সংঘর্ষ। ভোগবাদ ও সুবিধাবাদ এখন ব্যক্তির ও দলের মূল চালিকাশক্তি। হীন স্বার্থান্বেষীরা যখন পক্ষ-প্রতিপক্ষ হয়ে বিরোধে মত্ত থাকে, তখন তাদের মধ্যে বিবেক ও যুক্তি কাজ করে না। কাজ করে শুধু স্বার্থান্ধ আবেগ।

বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১১) থেকে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত জাগ্রত ছিল; তারপর দেশের ভেতরকার এবং বাইরের নানা ঘটনার অভিঘাতে সেই গণজাগরণের অবসান ঘটে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের জাগ্রত চেতনা আওয়ামী লীগ, জাসদ (অবিভক্ত ও পরে বিভক্ত), ন্যাপ (বিভিন্ন গ্রুপ), বিএনপি এবং মার্ক্সবাদীদের বিভিন্ন দল ও গ্রুপের নিম্নগামী রাজনীতির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ১৯৭০-এর দশক শেষ হতে না হতেই শেষ হয়ে গেছে। ১৯৮০-এর দশকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বামপন্থীরা সরকার উৎখাতের যে আন্দোলন করেছে, তার মধ্যে গণজাগরণের কিংবা গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষণ ছিল না। এখনো বাংলাদেশে সরকার উৎখাতের যে আন্দোলন চলছে, তাতেও গণজাগরণের কিংবা গণ-অভ্যুত্থানের কোনো লক্ষণ নেই। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলেই এটা বোঝা যায়। গণজাগরণের সামনে মহান লক্ষ্য থাকে, মহৎ নেতৃত্ব থাকে, নেতৃত্বের ও জনগণের মধ্যে উন্নত নৈতিক চেতনা, কর্মনীতি ও কর্মসূচি থাকে। বাংলাদেশে যাঁরা এখন গণ-আন্দোলনের ও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছেন, তাঁরা ইতিহাসের দিক থেকে বর্তমান বাস্তবতাকে বুঝতে চান না। তাঁদের সরকার উৎখাতের আন্দোলন আগের সরকার উৎখাতের আন্দোলনের মতো সফল হচ্ছে না। বাংলাদেশে যেভাবে সরকার উৎখাত ও ক্ষমতা দখলের আন্দোলন চলে আসছে, তাতে নির্বাচনের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তা একেবারে কমিয়ে ফেলা উচিত। কথিত নির্বাচনের দ্বারা যে সরকার গঠিত হয়, তা যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের ধারণাও এখন নেই।

ভবিষ্যতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা-সমালোচনা। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠন দরকার।

উদারবাদী গণতন্ত্র ও অপরিকল্পিত অর্থনীতির জায়গায় দরকার সর্বজনীন গণতন্ত্র ও পরিকল্পিত অর্থনীতি। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত কলকাতাকেন্দ্রিক ও ঢাকাকেন্দ্রিক জাতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সংযোগ ছিল। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতি হয়ে পড়েছে নিম্নগামী। সমাজের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছে নানা রকম প্রতারকচক্র, পাপচক্র। ভালো জীবনযাপনের সুযোগ নষ্ট হয়ে চলছে। রাজনীতির প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় উন্নতি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আছে? রাজনীতির অঙ্গনে যে শক্তি প্রয়োগ ও খুনাখুনি চলছে, তা নিয়ে কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থায় উত্তরণ অসম্ভব। বিরোধী কোনো দল যদি ক্ষমতাসীন হতে চায়, তাহলে সরকারি দলের ও সরকারের চেয়ে অধিকতর উন্নত সর্বজনীন কল্যাণের রাজনীতি নিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের সরকার এখন ইসলামের দিকে অনেক দূর এগিয়েছে। বাইরে থেকে আমরা যা দেখছি, আসল ব্যাপার হয়তো তার চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। ধর্ম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বায়ন নিয়ে গভীর চিন্তা-চেতনা ও আলোচনা-সমালোচনা দরকার। উন্নত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য এটা দরকার। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় এগোবে বলে মনে হয় না। বামপন্থীদের চিন্তা-ভাবনা মনে হয় আগের মতোই আছে।

> **উদারবাদী গণতন্ত্র ও অপরিকল্পিত অর্থনীতির জায়গায় দরকার সর্বজনীন গণতন্ত্র ও পরিকল্পিত অর্থনীতি। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত কলকাতাকেন্দ্রিক ও ঢাকাকেন্দ্রিক জাতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সংযোগ ছিল। ফলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতি হয়ে পড়েছে নিম্নগামী**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, দীর্ঘ সময় ধরে গোটা পৃথিবীতে গ্রেট ব্রিটেন ছিল সবচেয়ে বড় ও কর্তৃত্বশীল শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ও কর্তৃত্বশীল শক্তিরূপে সামনে আসে। গ্রেট ব্রিটেন দুর্বল ও বিভক্ত হতে হতে এখন এমন দশা লাভ করেছে যে এর কেনো বিশেষত্বই নেই। এখন এটি যুক্তরাজ্য বলে অভিহিত হয়। যুক্তরাজ্য ও গোটা ইউরোপকে এখন দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুসারী ও তাঁবেদাররূপে। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ও উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার দিক দিয়ে ইউরোপের জাতিগুলোকে দেখা যাচ্ছে চিন্তাবিমুখ, প্রগতিবিমুখ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গ যে ধারায় চলছে, তাকে বলা যায় প্রগতিবিমুখ, গণবিরোধী ধারা। তাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা গোটা পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি জাতির উচ্চ শ্রেণির ও উচ্চ মধ্য শ্রেণির লোকদের মধ্যে ভোগবাদ ও সুবিধাবাদের কর্তৃত্ব দেখা যাচ্ছে। এই ধারা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই আজ দরকার সমস্যাবলির সমাধান কিভাবে হবে? মন্ত্রিপরিষদ, জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক চিন্তায় জনসম্পৃক্তি দরকার। সরকারকে ধরাশায়ী করা এবং ক্ষমতায় গিয়ে শুধু অর্থবিত্ত অর্জন করা ও ক্ষমতা ভোগ করাড়্এটাই তো রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

জনসাধারণকে জাগতে হবে। জনগণের ভেতর থেকে উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা দরকার। আদর্শ দরকার। রাজনৈতিক দল দরকার। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা দুর্লভ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিতে লক্ষ করা যায় বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারভিত্তিক পরিবারতান্ত্রিক নেতৃত্ব। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা, আইনকানুন ও বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য কি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোকড়্এটা কামনা করি। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দল নানাভাবে আলাপ-আলোচনা করে সমঝোতায় পৌঁছুকড়্এটা কামনা করি। অসংখ্য রাজনৈতিক মামলা এবং গুম-খুন নিয়ে সমঝোতা সম্ভব হবে কিভাবে? বর্তমান অতীতের দ্বারা সৃষ্ট এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হচ্ছে বর্তমানের দ্বারা। কী ভবিষ্যৎ আমরা সৃষ্টি করে চলছি?

নির্বাচনের বাইরে রাষ্ট্র গঠন, জাতি গঠন ও জনজীবনের সমাধানযোগ্য সমস্যাবলির সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা দরকার। গণতন্ত্র চাইলে তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা অপরিহার্য। চিন্তা হবে কর্মমুখী। চিন্তা ও কর্মড়্দুটিই হবে সর্বজনীন কল্যাণে।

হিংসা-প্রতিহিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ভোগবাদ ও সুবিধাবাদের অবসান ঘটুক। সংযম, পরিমিতিবোধ, উৎপাদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা জয়যুক্ত হোক।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Sudan evacuation: 'We're very grateful to be alive

Post Desk : After days of dread, fear and desperation, British families are now on rescue flights out of Sudan, making the 3,000-mile journey to safety.
At Stansted Airport, emotions ran high as relatives clutched flowers and waited to see whether their loved ones were on the next airport bus.
One little boy called out "mum" when he saw his mother get off the bus.
The arrivals, looking tired and relieved, were coming to the end of a very long and frightening journey.
Many will have risked their lives to travel - without any assistance - across Sudan's capital, Khartoum, during a fragile ceasefire to reach an airfield.
From there, they joined RAF planes taking them out of Sudan, away from the conflict and on to Cyprus. Then they were brought to the UK on a chartered flight and into the arms of waiting relatives.
As of around 22:00 BST on Wednesday six flights had evacuated 536 British nationals from Sudan, the Foreign Office said.
But there has been criticism of the slowness of the UK government's evacuations compared with other Western countries such as Germany, which completed its evacuations on Tuesday evening.
Home Secretary Suella Braverman said the government would be supporting British nationals and their dependents, but added there were no plans to introduce a legal route for people fleeing Sudan to claim asylum in the UK.
However, Alicia Kearns, chairwoman of the Commons foreign affairs select committee, said elderly people dependent on their British citizen children should be allowed on flights to the UK.
"In the same way we treat children who are dependent on their parents, we should respect that some elderly people are dependent on their children," she said.
Clashes between the Sudanese army and paramilitary group the Rapid Support Forces (RSF) began on 15 April. Hundreds of people have since died and thousands have been injured in the conflict.
A ceasefire began in Sudan at midnight local time on Monday, but is due to expire at the start of Friday.
Writing on Twitter, Foreign Secretary James Cleverly warned the UK could not guarantee how many further flights would depart once the ceasefire ends.
Airlifting large numbers of people out of Sudan has been complicated by major airports becoming battlegrounds, and movement out of the capital has been perilous.

One evacuee described seeing burnt houses and cars everywhere on her way to the airfield, just outside Khartoum. Others had seen dead bodies, she said.
But now, back in the UK and little over an hour from her home in Acton, west London, Nemar told gathered reporters of her happiness and pride at making it home.
"I am very happy to be here," she said. "The British government has been marvellous - I feel very proud that I have made it here," she added, before wrapping her arms around her sister in emotional scenes.
There were more tears or relief and joy at the airport, with people saying they finally felt safe and protected.
Tariq, who saw the building next to his shelled in Sudan, said: "We're very grateful to be alive."
He thanked the British government but said they should be trying to save more people.
"We don't know who's going to make it out. We are very lucky, but not everyone is as lucky as us," he added.
Shama, one of the first off the airport bus, told reporters and her family: "We're safe. We're in no danger - I'm back and no longer scared."
Asked about the speed of the British response to the violence in Sudan, she said: "It was slow but we're here."
Earlier at Larnaca Airport, in Cyprus - where Britons boarded their second flight - Shereen Soliman spoke of her relief at escaping Sudan.
"It was something else. I can't even describe," the mother and fashion designer told the BBC from the departure gates.
"It was bad, it was very bad, I even don't want to remember it."
Shereen was on a three-week holiday with her son Karim, 10, and eight-year-old daughter Diyalam, who were excited to be visiting family in their homeland when the fighting broke out.
"In two weeks they [her children] were asking me to go back to London."
Karim said: "We heard lots of gunshots while we were in the house. We also heard explosions. I saw men with guns but they were friendly because they were on our team."
But he said he was looking forward to being back in London because it was safe there.
However that has not been an option for all of the family. Others did not have the right to go to the UK with her, Shereen said.
"I had to leave my parents, my siblings, the whole family there. So I'm very worried about them. I really feel sorry for Sudan because it's my home, my country. I wanted my kids to feel safe there."
Brigadier Dan Reeve, the most senior military official overseeing the evacuation, said there was capacity to evacuate about 500 people a day.
He defended the decision not to escort people to the airport, even though some other countries have done this with their nationals.
He told the BBC: "This is not a race to get it wrong. In my professional judgement it would not be safe to bring people together in one location in Khartoum and seek to extract them.
"We've seen incidents of convoys being attacked."
Around 120 British troops are supporting the evacuation at the Wadi Saeedna airstrip. Downing Street said the British military would defend the airfield in Sudan but clarified efforts would be made to avoid "active engagement" with other forces.
The government is also considering a seaborne evacuation from Port Sudan, some 500 miles from the capital. HMS Lancaster and RFA Cardigan Bay have been sent to the region.

George Alagiah joins NHS campaign to talk about bowel cancer screening

The BBC broadcaster, George Alagiah is supporting the first national NHS bowel screening campaign that asks anyone who receives a free test kit: "put it by the loo, don't put it off" as recent data showed that almost one third (30%) of people do not return the potentially lifesaving tests.

New survey results also showed that nearly nine in 10 (89%) of eligible 56-74 year old South Asians would be likely to take a test if it could help find signs of cancer at an earlier stage, but one in five say they wouldn't complete a bowel screening test because they would be too embarrassed to look at their stool.

Dr Ajay Verma, a leading consultant gastroenterologist at Woodland Hospital of Kettering explains: "The test is really effective and you can do it in the privacy of your own home. I realise that my patients may feel embarrassed about doing the test, but there's no need. It's hygienic and if you complete it when you receive it, it could help save your life."

George Alagiah, said: "As a bowel cancer survivor, I urge everyone who has received their kit not to ignore it. You don't need to visit a doctor, you can do it at home, it could save your life."

The NHS bowel cancer screening programme involves using a test kit, which is delivered to your door through the post. The test detects small amounts of blood in stool, which would be too tiny to be visible to people and could appear before someone may notice anything is wrong.

A tiny sample of stool is collected using the plastic stick provided and is placed in a sample bottle before being sent back to the NHS, free of charge, for laboratory analysis.

More than half a million bowel screening test kits are posted out each month to eligible people, who are automatically sent a kit every two years if they are registered with a GP practice and live in England.

Dr Ajay says "If you're aged 60 to 74, live in England and are registered with a GP practice, you'll be sent a kit in the post automatically. As part of plans to lower the age of people that receive the test to age 50 by 2025, 56-year-olds are also now sent the test kit and it is currently being rolled out to 58-year-olds.

"Whether you have symptoms or not. If you are sent a kit, please do use it. Most people who return the kit do not require any further investigations. If cancer is found, it is always best to catch it early when it's far easier to treat."

Rifat Mahmood, 62, "My family never had any major health issues, I felt well so I didn't feel I needed to do the test and I ignored it. But when I started losing weight unexpectedly and rapidly, my wife grew concerned and encouraged me to go to the GP and I was referred for further tests."

"I was diagnosed with bowel cancer and had urgent surgery. I'm so grateful to the quick action of the NHS staff to remove the growth before it spread."

"Complete the test as soon as you receive it for your's and your family's sake."

People concerned that they may have missed their invitation or have lost or thrown away their kit can call the free bowel cancer screening helpline for advice on 0800 707 60 60. Information on bowel cancer and the screening programme can be found at: nhs.uk/bowel-screening.

Bangladesh : Latest Rendezvous in the Deep Sea

Imran A. Chowdhury

Geo Political Analyst & Historian

By opening its first deep sea port, Bangladesh has marked a significant turning point in its economic development. A potential economic powerhouse in the area and the world, Bangladesh now has new chances for trade and commerce thanks to the Payra Port in the country's southwest. The nation is prepared to solidify its place as a significant player in the global economy with the help of this new port.

With access to the Indian Ocean, the Payra Port is ideally situated in the Bay of Bengal. It is an excellent place for firms wishing to access the sizeable markets of the region because of its excellent rail and highway connections to the rest of the nation. The port is capable of handling.

The opening of the Payra Port demonstrates Bangladesh's dedication to infrastructural growth. The government has significantly invested in constructing new infrastructure nationwide to assist economic development. The government has launched numerous initiatives in recent years to build a more resilient and contemporary economy, the Payra Port being only one.

The nation is anticipated to get various advantages from the new port. First, it will present new chances for business and trade. Bangladesh is a resource-constrained nation with a high population density. The new port will assist the country in maximising its advantageous geographic position to increase foreign investment and boost exports. Additionally, it will lower the cost of bringing items into the country, benefiting consumers.

Second, the port will add jobs to accommodate the nation's expanding population. Bangladesh has a young, energetic labour force ready to help the nation progress. The Payra Port will, among other things, open up new employment possibilities in the shipping, logistics, and transportation industries.

Third, the port will contribute to enhancing the nation's infrastructure. The government has significantly invested in new roads, bridges, and infrastructure projects to assist economic growth. The new port will support these initiatives by offering a cutting-edge and effective entryway to the rest of the globe.

Bangladesh's economic development is just getting started with the Payra Port. According to the government's ambitious plans, the national infrastructure will soon be expanded with the help of new roads, airports, and seaports. These initiatives will contribute to building a more advanced and effective economy that can compete with the best in the world.

Bangladesh has made significant progress in recent years. Several reasons, including the nation's advantageous position, vibrant workforce, and dedication to infrastructure development, have contributed to its impressive economic success. A significant step on the nation's path to becoming a major economic force in the area and the world is the opening of the Payra Port.

Undoubtedly, there are difficulties ahead. The nation still has to overcome several challenges, including political unrest, rampant corruption, and a shortage of trained labour. However, the government's dedication to promoting economic expansion and infrastructural improvement indicates that the nation is headed in the right direction.

In conclusion, the opening of the Payra Port represents a significant turning point for Bangladesh. The new port offers the nation new opportunities for trade and commerce, creates jobs, and contributes to infrastructure development. With the government's ambitious plans for additional infrastructure improvement, Bangladesh is positioned to lead the region's and global economies.

A country's economy can benefit greatly from having a deep sea port. It enhances the nation's connectedness with the outside world and stimulates trade and commerce, generating new job possibilities and fostering economic progress. Payra Port's recent opening represents a significant step forward in Bangladesh's economic growth as the nation's first deep-sea port.

There is a considerable possibility for more deep sea ports in the Bay of Bengal, where the Payra Port is situated. With a combined population of more than 1.5 billion, India, Bangladesh, Myanmar, and Thailand are just a few nations bordering the Bay of Bengal. The area has a wealth of undeveloped resources and a burgeoning middle class, making it a desirable market for emerging companies.

The Bay of Bengal is also strategically situated between the South China Sea and the Indian Ocean. Having deep sea ports in the Bay of Bengal can help the region become a key centre for trade and business, especially given the growing significance of the Asia-Pacific region in the global economy.

More deep-sea ports built in the Bay of Bengal might result in a substantial economic boom for the surrounding nations. By functioning as entry points to the rest of the globe, these ports may draw more foreign investment and increase exports. The docks have the potential to develop into hubs for industry, logistics, and transportation, resulting in a wide variety of job opportunities.

More deep sea ports in the Bay of Bengal might also lower the cost of shipping commodities. Many nations in the area now rely on pricey air travel or ineffective ground travel to convey things to their destinations. The cost of importing and exporting commodities may be decreased by constructing deep-sea ports, which can also be more effective and less expensive.

Governments in the area must invest in infrastructure development, especially the construction of new deep-sea ports, if they want to use the Bay of Bengal region's full potential. India, Bangladesh, and Myanmar are just a few nations that have made considerable strides in this direction. For instance, India has created several ports, such as the Chennai Port and the Jawaharlal Nehru Port Trust, which have helped the economic boom for them.

But other issues need to be resolved. Deep sea port construction requires a substantial investment, and governments must ensure the investment is long-term viable. Governments must balance environmental sustainability and economic growth since deep sea ports may influence the environment.

The Bay of Bengal region offers enormous potential for more deep-sea ports, which can support economic expansion and development. The ports may become entry points to the rest of the world with the correct policies and infrastructure, bringing in more foreign investment and increasing exports. Additionally, they can lower the cost of shipping products and generate new job possibilities. Governments must invest in the region to fully realise its potential—infrastructure creation and tackling the difficulties posed by constructing deep sea ports. More deep-sea ports might lead to a significant economic boom in the Bay of Bengal region, which has a bright financial future.

The largest cargo ship to ever land at the Payra Port in Bangladesh has marked yet another historic occasion. On April 22, 2023, the large container ship CMA CGM Brazil, with a capacity of 15,072 twenty-foot equivalent units (TEUs), docked at the Payra Port. This is a huge accomplishment for the port and the maritime sector in Bangladesh.

Ramadan 29 days and 29 New Writings How Many Did You Study?

By Shofi Ahmed

Alhamdulillah, we were fortunate to have completed 29 days of the blessed month of Ramadan. It's worth cannot be compared to anything except for the next set of Ramadan due in a year's time. May Allah SWT lead us to that. I was very fortunate to have written an article on the Qur'an each day spanning the entire month of Ramadan in 2003. It was published on Bangla Post, and I also shared the links on many chat groups. Many of you may have read it. I have a small question for you: did you read and reflect or just turn the page? I seem to have the answer. Let me explain.

Recently, people were clamouring for rain in Bangladesh due to the intense heat. All they could ask for was a downpour, which eventually came showering down on the land. It seemed as though even the birds and animals indulged in the cool downpour. But where did it come from? We know that rain is not a cool waterfall that streams down from high mountains. The truth is quite the opposite. Clouds climb high towards the sky before showering down on Earth. We know that rain on Earth doesn't stream from the peak of a mountain; it comes deep down from the ocean. However, this fact doesn't immediately pop up in our minds. It's an example of how truth cannot be known effortlessly. It requires study and effort.

Now, pause for a moment or so. If the knowledge of the things surrounding us that benefit us in various ways, such as the source of rain, requires effort to be known, then what about the purpose of life and the Qur'an, which are much more important and substantial? Obviously, they demand a lot of effort. But do we make that effort? Very unlikely.

Often we are more focused on the virtues and rewards that Islam offers rather than delving into the vast wisdom, sciences, and arts of our religion. However, it is crucial that we make the effort to enrich ourselves by studying our religion in depth. Through this, we can better understand the natural events and phenomena that occur around us, and how they reflect the commands of Allah SWT designed for the benefit of all creatures, including humans. It is only through studying in depth that we can truly appreciate the beauty and significance of the Qur'an and the teachings of Islam.

Allah SWT says in the Qur'an "Say, 'Are those who know equal to those who do not know?' Only they will remember [who are] people of understanding." - Qur'an 39:9

"The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim." - Sunan Ibn Majah, Vol. 1, Book 1, Hadith 224

This hadith highlights the importance of seeking knowledge for every Muslim, which includes in-depth study of the Qur'an. It is not enough to simply read or memorise the Qur'an, but one should also make an effort to understand its meaning and apply its teachings in their daily life.

Therefore, I can say that we, including myself, have hardly learned much from any of the 29 articles written in 29 days of Ramadan. But had we curiously dived deep into any of these articles, we could have found a likely scoop that we could have raised to our palate.

For example, the article written on fifteen Ramadan on Tawheed https://banglapost.co.uk/2023/04/69342/ discusses the interconnectedness and uniformity of the universe, and how this reflects the concept of Tawheed or the oneness of Allah SWT. It highlights how everything in the universe, from the smallest subatomic particle to the largest celestial bodies, are interconnected and follow a uniform set of laws and principles. The article then draws a parallel between this interconnectedness and the concept of Tawheed, which states that everything in the universe is connected to Allah SWT and subject to His will. The article concludes by emphasising the importance of recognizing this interconnectedness and how it can help us better understand the universe and our place within it, as well as strengthen our faith in Allah SWT.

Remembrance events to mark Altab Ali Day

Commemoration events will take place in Tower Hamlets this May to remember Altab Ali, who was killed in a brutal racist attack in 1978.

Altab, a newly married, 25-year-old garment factory worker, had recently returned to the UK from Bangladesh. He was returning home from work in nearby Brick Lane when he was fatally stabbed in the park in Whitechapel that now bears his name.

His racially motivated killing mobilised communities in Tower Hamlets to take a united stand against hatred and intolerance and marked a significant turning point in east London's race relations.

Wreath laying and poetry reading will form part of the Altab Ali Day commemoration ceremony hosted by the council at Altab Ali Park in Whitechapel on Thursday 4 May.

A free photography exhibition entitled Brick Lane 1978: Turning Point will be on display at the Brady Centre, 192-196 Hanbury Street, Whitechapel, from 4 to 30 May.

The images by local photographer Paul Trevor celebrate East London's Bengali activists of 1978, reveal the dramatic events which were sparked by the racist murder of Altab Ali, and pay tribute to those who mobilised around the rallying cry of justice that followed.

From 3 to 5 May, Altab Ali and the Battle of Brick Lane, a short, animated documentary that explores the events surrounding the racist killing of Altab Ali, will be played on a loop at open-air screenings in Mallon Gardens, Toynbee Hall 28 Commercial Street, Whitechapel.

The energetic and moving animation was led by young people who were inspired to share the story of the senseless attack. They conducted research through local archives, heritage walks and discussions with those at the heart of the anti-racist movement in recent decades.

The film was made in 2020, in partnership with Loughborough University's Migrant Memories and the Post-colonial Imagination project and directed by Dr Diwas Bisht.

Lutfur Rahman, Mayor of Tower Hamlets, said: "The forty-fifth anniversary of Altab's tragic and racist murder serves as a stark reminder to everyone in our community and beyond, of the need to unite against all forms of hatred and intolerance."

Cllr Suluk Ahmed, Cabinet Member for Equalities and Social Inclusion, said: "Altab's killing drove the whole community to take a stand against division. I encourage everyone, young and old, to commemorate Altab and his legacy, by attending the council events to learn about the changes inspired by his death."

Year: 20 ◆ Issue: 965 ◆ Friday 28 April - Thursday 04 May 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' পৌঁছেছে : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ-জাপান বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক 'ব্যাপক অংশীদারিত্ব' থেকে সফলভাবে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' পৌঁছেছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিশিদা এবং আমি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আদ্যোপান্ত আলোচনা করেছি। আমরা খুব খুশি যে, আমরা বাংলাদেশ-জাপান বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'ব্যাপক অংশীদারিত্ব' থেকে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে পৌঁছাতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বিনিময় প্রত্যক্ষ করার পর যৌথ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের বিবৃতিতে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বুধবার প্রধানমন্ত্রী কিশিদা এবং আমি 'কৌশলগত অংশীদারিত্বের' ওপর যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের দুই দেশের জনগণ ও সরকারের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সামনের দিনগুলোতে আরও জোরদার হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের দুই পক্ষ কৃষি, শুল্ক সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, শিল্পোন্নোয়ন, --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আসছে নতুন আইন

পোস্ট ডেস্ক : সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে নতুন একটি আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য। এ আইনে ২৫ বছরের নিচে কেউ বন্ধুকে গাড়িতে লিফট দিতে পারবে না।

এছাড়া গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়ার প্রথম ৬ মাস বন্ধুদের নিয়ে গাড়ি চালালো --১৭ পৃষ্ঠায়

হুমকির মুখে ডলারের আধিপত্য

পোস্ট ডেস্ক : সম্প্রতি ব্লুমবার্গের একটি রিপোর্ট নিশ্চিত করেছে যে আরও অন্তত ১৯ দেশ ব্রিকস জোটে যুক্ত হতে চায়। এই জোটের নেতৃত্বে আছে চীন-রাশিয়া। ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরইমধ্যে ডলারের বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছে। চীনা মুদ্রায় বিনিয়োগও --১৭ পৃষ্ঠায়

৪ মে আলতাব আলী দিবস বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা

১৯৭৮ সালে পূর্ব লন্ডনে নৃশংস বর্ণবাদী হামলায় নিহত আলতাব আলীর স্মরণে আগামী ৪ মে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া দিবসটি উদযাপনে আলোকচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। এসব আয়োজনে অংশ নিয়ে বর্ণবাদীদের হাতে আলতাব আলীর নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনা পরবর্তী ঘৃণা ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সকল কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানতে বারার সকল বয়সীর বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরিতে ব্যাংক ম্যানেজারের শাস্তি বহাল

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ ব্যাংকের কমপক্ষে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির সঙ্গে জড়িত থাকায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) সাবেক ম্যানেজার মাইয়া স্যান্তোস-দিগুইতির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলার দণ্ড বহাল রেখেছে কোর্ট অব আপিল (সিএ)। বুধবার এ বিষয়ে ৫৮ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণা করে সিএ। মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘনের আট দফা অভিযোগ বা কনভিকশন --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk